الصرف أم العلوم والنحو أبوها

ইলমুস সরফ বিষয়ে বাংলায় লিখিত সর্বাধিক তথ্যবহুল ও উপকারী কিতাব

এসো সরফের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলি

লেখক

মাওলানা আব্দুল্লাহ বাশার

শিক্ষক, মাদরাসায়ে আরাবিয়া, ঢাকা

জ্ঞানের আলো প্রকাশনী

لغةٌ حباها اللهُ حرفاً خالداً
فتضوعت عبقاً على الأكوانِ !!
وتلألأت بالضادِ تشمخُ عزةً
وتسيلُ شهداً في فمِ الأزمانِ

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা নং

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং

باسمه سبحانه وتعالى

حامدا ومصليا

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করত এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়ত আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি যিনি পবিত্র ও সুমহান।

কোন কিতাব শুরু করার পূর্বে উক্ত কিতাব ও তার বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি জিনিস জেনে রাখা আবশ্যক।

১. تعريف (সংজ্ঞা)

২. موضوع (বিষয়বস্তু)

৩. غرض (উদ্দেশ্য)

৪. مصنف كتاب (কিতাবের লেখক)

تعريف علم الصرف (ইলমুস সরফের সংজ্ঞা)

ইলমের শাব্দিক অর্থ হল: জ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র।

সরফের আভিধানিক অর্থ হল: ফেরানো, রূপান্তর করা ইত্যাদি।

ইলমুস সরফের পারিভাষিক অর্থ হল:

ইলমুস সরফ (শব্দপ্রকরণ-শাস্ত্র) ঐ ইলমকে বলে যা দ্বারা সীগা সমূহের পরিচয় জানা যায়। এবং সীগাসমূহের গরদান দেওয়া অর্থাৎ রূপান্তরের পদ্ধতি এবং এক সীগা থেকে আরেক সীগা বানানোর নিয়ম জানা যায়।

ইহা মূলত ইলমুস সরফের সংজ্ঞা নয় বরং ইলমুল ইশতিক্বাক (শব্দের বুৎপত্তি সংক্রান্ত শাস্ত্র) এর সংজ্ঞা।

আর ইলমুস সরফের সংজ্ঞা হল:

ইলমুস সরফ ঐ ইলমকে বলে যা দ্বারা আরবী একক শব্দ সমূহের গঠন এবং তার আসল ও পরিবর্তিত আকৃতি এবং পরিবর্তন করার নিয়ম জানা যায়।

(ইলমুস সরফ এবং ইলমুল ইশতিক্বাক এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা)

ইলমুল ইশতিক্বাক এর সংজ্ঞা

ইলমুল ইশতিক্বাক ঐ ইলমকে বলে যা দ্বারা افعال এবং مشتقات বানানোর নিয়ম জানা যায়।

ইলমুস সরফের সংজ্ঞা

ইলমুল সরফ ঐ ইলমকে বলে যা দ্বারা তা'লীলের মাধ্যমে কঠিন সীগাসমূহকে সহজ বানানোর নিয়ম জানা যায়।

ইলমুস সরফের উদ্দেশ্য

শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা।

ইলমুস সরফের আলোচ্যবিষয়

পরিবর্তন গ্রহণকারী যাবতীয় ইসম ও ফেয়েলের আহওয়াল।

কিতাবের লেখক

নাম: মাওলানা মুশতাক আহমাদ চরথাওলী

লেখাপড়া: তিনি নিযামুদ্দীন কিরানাবী রহ. এর কাছে দরসী কিতাবাদি পড়ে আজমীর গমন করেন। এবং সেখান থেকে ফারেগ হয়ে দস্তারে ফযীলত হাসিল করেন। ফারেগ হবার পর দিল্লীতে অবস্থান করেন। এবং সেখানে অবস্থানকালে "سرسید کااسلام" "کالج کااسلام" ইত্যাদি কিতাবাদী রচনা করেন। অত:পর আহমাদাবাদ গমন করেন। সেখানে "افسانہ عبرت" নামক কিতাব রচনা করেন। সেখানে থেকে রেঙ্গুন গমন করেন এবং সদরুল মুদাররিসীন পদে অধিষ্ঠিত হন। অত:পর পুনরায় দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে আরবী ও ফারসীর নতুন ও সহজ নেসাব প্রনয়ন করেন এবং এ ধারাবাহিকতায় অনেকগুলো

কিতাব রচনা করেন। সরফ শাস্ত্রে ইলমুস সরফ, নাহব শাস্ত্রে ইলমুন নাহব, আরবী সাহিত্যে রওযাতুল আদব, আরবী বোল-চাল, ফারসী ব্যাকরণের কিতাব ফারসী যুবান কা আসান কায়েদা ইত্যাদি কিতাবাদি রচনা করেন। এ কিতাবগুলো এতটাই সহজ ও উপকারী যে, এর মধ্য হতে কয়েকটি কিতাব দরসে নেযামীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
পরবর্তীতে দিল্লী থেকে দেওবন্দ আসেন। সেখানে "ইশাআতুল আদব" নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে মাদানী কুতুবখানা নামে নামকরণ করা হয়।

মৃত্যু: বহুগ্রন্থ প্রনেতা এ মহান ব্যক্তি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর লিখিত কয়েকটি কিতাবের নাম:

১. ইলমুস সরফ
২. ইলমুন নাহব
৩. সফওয়াতুল মাসাদির
৪. আওয়ামিলুন নাহব
৫. ফারসী যুবান কা আসান কায়েদা
৬. রওযাতুল আদব
৭. আরবী কা আসান কায়েদা
৮. লাতায়েফে ফারসী

ফায়েদা:

ইলমুস সরফের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে:

١- علم التصريف
٢- علم الصيغة
٣- علم الميزان

اصطلاحات (পরিভাষাসমূহ)

"اصطلاحات" ইহা "اصطلاح" এর বহুবচন। আর اصطلاح এর শাব্দিক অর্থ হল: সন্ধি করা, সম্মত হওয়া, মেনে নেওয়া।

اصطلاح এর পারিভাষিক অর্থ

اصطلاح এর পারিভাষিক অর্থ দুটি:

১. কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কোন শব্দকে তার শাব্দিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে ভিন্ন কোন অর্থের জন্য নির্ধারিত করাকে اصطلاح বলে।
২. কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কোন শব্দকে তার শাব্দিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে ভিন্ন যে অর্থের জন্য নির্ধারিত করা হয় তাকে اصطلاح বলে।

এখানে اصطلاح এই দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১. ضمہ : পেশকে ضمہ বলে।

২. فتحہ : যবরকে فتحہ বলে।

৩. کسرہ : যেরকে کسرہ বলে।

৪. দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে تنوین বলে।

(অথবা تنوین ঐ نون ساکنہ কে বলে যা কোন কালিমার শেষ অক্ষরের হারাকাতের পরে আসে এবং তাকীদের অর্থ প্রদান করে না।)

৫. حرکت (স্বরচিহ্ন, ধ্বনিচিহ্ন): যবর, যের, পেশকে حرکت বলে।

৬. سکون وجزم : হরকত না হওয়াকে سکون وجزم বলে।

৭. تشدید : একই জাতীয় দুটি হরফকে মিলিয়ে পড়াকে تشدید বলে। যেমন: عَضَّ শব্দের ض।

* হরফে মুশাদ্দাদের আলামত (ّ) কেও তাশদীদ বলে।

৮. مضموم : পেশ বিশিষ্ট হরফকে مضموم বলে।

৯. مکسور : যের বিশিষ্ট হরফকে مکسور বলে।

১০. مفتوح : যবর বিশিষ্ট হরফকে مفتوح বলে।

১১. منون : তানবীনযুক্ত হরফকে منون বলে।

১২. متحرک : হারাকাত বিশিষ্ট হরফকে متحرک বলে।

১৩. ساکن : হারাকাত বিহীন হরফকে ساکن বলে।

✸ سکون বিশিষ্ট হরফকে ساکن বলে।

✸ جزم বিশিষ্ট হরফকে مجزوم বলে।

১৪. مشدد : তাশদীদযুক্ত হরফকে مشدد বলে।

✸ যে এক জাতীয় দুটি হরফকে একত্রে এক সাথে মিলিয়ে পড়া হয় তাদেরকে مشدد বলে।

১৫. حرف علت : حرف علت তিনটি, যথা: واو،الف،یاء এগুলোর সমষ্টি হল: واي

কবির ভাষায়:-

حرف علت نام کردم واو، الف ویائے را ☆ ہر کرادردے رسد ناچار گوید وای را

হরফে ইল্লত নাম করণের কারণ:

علت শব্দের শাব্দিক অর্থ হল: অসুস্থতা, দূর্বলতা।

আর حرف علت এর অর্থ হল দূর্বল বর্ণ, রুগ্ণ বর্ণ। যেহেতু এই হরফ তিনটি স্বীয় দূর্বলতার কারনে কখনও কখনও کلام عرب থেকে পড়ে যায়, অথবা অন্য অক্ষর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিংবা সাকিন হয়ে যায়, তাই এগুলোকে হরফে ইল্লত বলে।

নামকরণের আরো দুটি কারণ:

১. অসুস্থ ব্যক্তির মুখ দিয়ে অসুস্থতার তাড়নায় যেহেতু وای, وای শব্দ নির্গত হয়। আর এই وای হল واو،الف ও یاء এর সমষ্টি। তাই এই অক্ষর তিনটিকে حرف علت বলে।

২. علت শব্দের শাব্দিক অর্থ হলঃ রুগ্ণতা, অসুস্থতা।

যেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা সময়ে সময়ে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কখন অসুস্থতা কমে, আবার বাড়ে। কখনও এক হালত, আবার কখনও অন্য হালত। তেমনিভাবে এই অক্ষর তিনটিরও সময়ে সময়ে অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। কখন পড়ে যায়, কখনও সাকিন হয়ে যায়, আবার কখনও অন্য অক্ষর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই এই অক্ষর তিনটিকে حرف علت বলে। অর্থাৎ রুগ্ণ অক্ষর।

১৬. حرف صحیح : হরফে ইল্লত ব্যতিত বাকি অক্ষর গুলোকে হরফে সহীহ বলে।

১৭. صیغہ (শব্দরূপ): শব্দকে صیغہ বলে।

(শব্দের ঐ বিশেষ রূপকে صیغہ বলে যা হরফসমূহ, حرکات ও سکنات কে তারতীব দেওয়ার হাসিল হয়। যেমনঃ ب - ت – ك কে তারতীবওয়ার মিলানোর দ্বারা এবং প্রত্যেকটি অক্ষরে ফাতহা দেওয়ার দ্বারা كَتَبَ সীগা গঠিত হয়।

১৮. کلمہ : অর্থবোধক একক শব্দকে کلمہ বলে।

কালিমা তিন প্রকারঃ ইসম, ফেয়েল, হরফ

১৯. اسم (বিশেষ্য): (মানুষ, প্রাণী, বস্তু ও স্থান ইত্যাদির) নামকে ইসম বলে।

(পরিভাষায়ঃ অর্থ প্রদানে স্বয়ং সম্পূর্ন কাল বিহীন একক শব্দকে ইসম বলে)

২০. فعل (ক্রিয়া): কাজকে ফেয়েল বলে।

(পরিভাষায়ঃ অর্থ প্রদানে স্বয়ং সম্পূর্ণ কাল বিশিষ্ট একক শব্দকে ফেয়েল বলে।)

২১. زمانہ : কালকে زمانہ বলে। অথবা "ক্রিয়া সংঘটিত হবার সময়কে কাল বলে।"

❖ زمانہ তিন প্রকার:

১. ماضی অর্থাৎ অতীত কাল।

২. حال অর্থাৎ বর্তমান কাল।

৩. مستقبل অর্থাৎ ভবিষ্যত কাল।

২২. فعل ماضی : (অতীতকাল সূচক ক্রিয়া) : ঐ فعل কে বলে যা অতীত কালকে বুঝায়। যেমন: نَصَرَ (اس ایک مرد نے مدد کی گذرے ہوئے زمانے میں) (সে একজন পুরুষ (অতীতকালে) সাহায্য করেছে।)

فعل ماضی এর হুকুম

ماضی এর শেষ অক্ষর সর্বদা مفتوح হয়। যেমন: ضَرَبَ

তবে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে তাহলে مفتوح হবে না। যেমন:ضَرَبْتُ، ضَرَبُوْا

২৩. فعل مضارع (বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল সূচক ক্রিয়া):

فعل مضارع ঐ فعل কে বলে যা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালকে বুঝায়। যেমন:

يَنْصُرُ (وہ ایک مرد زمانۂ موجودہ میں مدد کرتا ہے، زمانۂ آئندہ میں مدد کرے گا، یا مدد کرے)

সে একজন পুরুষ (বর্তমানে) সাহায্য করছে, (ভবিষ্যতে) সাহায্য করবে, সাহায্য করে)

সাধারণত অভ্যাসগত বিষয়, চিরন্তন সত্য, রীতিনীতি ইত্যাদি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: রাশেদ প্রতিদিন সকালে মাঠে হাটে। সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মুসলমানগণ রমাযানে রোযা পালন করে থাকে।

فعل مضارع এর হুকুম

مضارع এর শেষ অক্ষর مضموم হয়ে থাকে।

(তবে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে مضموم হবে না। যেমন: يَضْرِبْنَ)

২৪. فعل امر (আদেশসূচক ক্রিয়া): امر ঐ فعل কে বলে যার মধ্যে কোন কাজের আদেশ দেওয়া হয়। যেমন: اُنْصُرْ (تو مدد کر) তুমি সাহায্য কর।

২৫. فعل نہی (নিষেধসূচক ক্রিয়া): فعل نہی ঐ فعل কে বলে যার মধ্যে কোজ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়। যেমন: لَا تَضْرِبْ (تو مت مار) তুমি মেরো না।

❖ **কাজ সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে فعل সমূহ দুই প্রকার:**

১. اثبات বা مثبت (হাঁ-সূচক ক্রিয়া, ইতিবাচক ক্রিয়া)

২. نفی বা منفی (না-সূচক ক্রিয়া, নেতিবাচক ক্রিয়া)

২৬. اثبات/مثبت : ঐ فعل কে বলে যা কোন কাজ সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়। যেমন:

ضَرَبَ (اس نے مارا) সে মেরেছে/মারল।

يَضْرِبُ (وہ مارتا ہے) সে মারছে।

২৭. نفی/منفی : ঐ فعل কে বলে যা কোন কাজ সংঘটিত না হওয়াকে বুঝায়। যেমন: مَا ضَرَبَ সে মারেনি। لَا يَضْرِبُ সে মারছে না।

২৮. فاعل : কর্তাকে فاعل বলে।
(যার দ্বারা কোন কাজ সংঘটিত হয় অথবা যার সাথে কোন কাজ কায়েম থাকে তাকে فاعل বলে)

২৯. مفعول : ঐ ইসমকে বলে যার উপর فاعل এর فعل পতিত হয়। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا। এই উদাহরণের মধ্যে زید হলো فاعل , عمرو হলো مفعول بہ।

❖ **فاعل জানা থাকা, না জানা থাকার দিক দিয়ে فعل সমূহ দুই প্রকার:**

১. معروف/معلوم

২. مجہول

৩০. فعل معروف (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া): ঐ فعل কে বলে যার فاعل বা কর্তা জানা থাকে। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ। (زید نے مارا) (যায়েদ মেরেছে)

এই উদাহরণের মধ্যে প্রহারকারী জানা আছে। আর সে হল যায়েদ।

উল্লেখ্য যে, فعل معروف কে فعل معلوم ও বলে।

৩১. فعل مجہول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া): ঐ فعل কে বলে যার فاعل বা কর্তা জানা থাকে না।[১] যেমন: ضُرِبَ عَمْرٌو (عمرو مارا گیا) (আমর প্রহৃত হয়েছে/ আমরকে প্রহার করা হয়েছে।)

উক্ত উদাহরণের মধ্যে জানা নেই যে প্রহারকারী কে।

❖ فعل এর সংঘটন فاعل ব্যতিত অন্য কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া, না হওয়ার দিক দিয়ে فعل সমূহ দুই প্রকার:

১. فعل لازم (অকর্মক ক্রিয়া)

২. فعل متعدی (সকর্মক ক্রিয়া)

৩২. فعل لازم : ঐ فعل কে বলে যা শুধু فاعل কে নিয়েই পূর্ণ হয়ে যায়। مفعول এর প্রয়োজন পড়ে না।[২] যেমন: جَلَسَ زَيْدٌ (زید بیٹھا) যায়েদ বসেছে। ذَهَبَ عَمْرٌو (عمرو گیا) আমর গিয়েছে।

---

(১) উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে "জানা থাকে না" না বলে "উল্লেখ করা হয় না" বললে ভাল হতো। কেননা ফেয়েলে মাজহূলের মধ্যে যদিও নাকি মূল হল না জানা থাকার কারণে ফায়েলকে উল্লেখ না করা। কিন্তু কখনও কখনও অন্য কোন কারনেও ফায়েল উল্লেখ করা হয় না। যেমন: উক্ত ফেয়েলের ফায়েল যদি অনেক প্রসিদ্ধ হয়। কিংবা ফায়েলের পরিচয় গোপন রাখা উদ্দেশ্য হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) প্রতিটি ফেয়েলেরই একটি আছর থাকে। সে আছরটা প্রকাশ করা অনেক সময় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়। আবার কিছু ফেয়েল এমন রয়েছে যেগুলোর আছর প্রকাশ করা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় না। বরং ফায়েল এক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তো প্রথম প্রকার ফেয়েলকে বলে মুতাআদ্দী এবং দ্বিতীয় প্রকার ফেয়েলকে বলে লাযেম।

আবার কিছু ফেয়েল এমন রয়েছে যেগুলোর আছর তার ফায়েলকে অতিক্রম করে মাফউল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর কিছু ফেয়েল এমন আছে

ফায়েদা:

ফেয়েলে লাযেমকে الفعل القاصر، الفعل غير الواقع، الفعل غير المجاوز ও বলে।

৩৩. فعل متعدى : ঐ فعل কে বলে যা فاعل এবং مفعول উভয়কে নিয়েই পূর্ণ হয়। مفعول ছাড়া فعل সংঘটিতই হতে পারবে না। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (زید نے عمرو کو مارا) (যায়েদ আমরকে মেরেছে)

ফায়েদা:

ফেয়েলে মুতাআদ্দীকে الفعل المتعدي بنفسه، الفعل الواقع، الفعل المجاوز، الفعل المؤثر، الفعل غير اللازم، الفعل الملاقي، الفعل الواصل ও বলে।

❖ **উপস্থিত, অনুপস্থিত অথবা বক্তার নিজের দিকে فعل এর নিসবত (সম্পৃক্ত) করার দিক দিয়ে فاعل সমূহ তিন প্রকার:**

১. غائب (নাম পুরুষ)

২. حاضر (মধ্যম পুরুষ)

৩. متكلم (উত্তম পুরুষ)

যেগুলোর আছর তার ফায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মাফউল পর্যন্ত পৌঁছেনা। তো প্রথম প্রকার ফেয়েল হল মুতাআদ্দী আর দ্বিতীয় প্রকার ফেয়েল হল লাযেম। যেমন: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا উক্ত উদাহরণের মধ্যে ضَرَبَফেয়েলের আছরটি এমন যে, তার প্রকাশ মাফউল ব্যতিত সম্ভব নয়। তেমনিভাবে উক্ত ফেয়েলের আছর ফায়েল পেরিয়ে মাফউল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তাই ضَرَبَ ফেয়েলটি হল মুতাআদ্দী। আর جَلَسَ عَمْرٌو উক্ত উদাহরণের মধ্যে جلوس এর আছর প্রকাশ পাবার জন্য আমরই যথেষ্ট। অন্যকারো এখানে প্রয়োজন নেই। তেমনিভাবে جلوس এর আছর শুধুমাত্র আমর পর্যন্ত থাকছে। অন্য কারো উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। তাই আমরা বলতে পারি جلوس ফেয়েলটি হল লাযেম। والله أعلم بالصواب

৩৪. غائب: যে কথা বলার সময় উপস্থিত থাকে না অথবা যার সাথে কথা বলা হয় না তাকে غائب বলে।

৩৫. حاضر : যার সাথে কথা বলা হয় তাকে حاضر বলে। (একে مخاطب ও বলে)

৩৬. متكلم : স্বয়ং বক্তাকে متكلم বলে। (অর্থাৎ যে কথা বলে তাকে متكلم বলে)

❖ **تعداد এর দিক দিয়ে ইসমসমূহ তিন প্রকার:**

৩৭. واحد (এক বচন): এককে واحد বলে। (ইহাকে مفرد ও বলে)

৩৮. تثنيه (দ্বি বচন): দুইকে تثنيه বলে। (ইহাকে مثنى ও বলে)

৩৯. جمع (বহুবচন): দুয়ের অধিককে جمع বলে। (ইহাকে مجموع ও বলে।)

❖ **লিঙ্গের দিক দিয়ে সমস্ত ইসম দুই প্রকার:**

৪০. مذكر : পুরুষকে مذكر বলে।

৪১. مؤنث : মহিলাকে مؤنث বলে।

৪২. ميزان : শব্দের মূল অক্ষর ও অতিরিক্ত অক্ষর নির্ধারণের জন্য তৈরিকৃত শব্দমাপকে ميزان বলে।

৪৩. موزون : ميزان দ্বারা পরিমাপকৃত শব্দকে موزون বলে।

৪৪. موزون به: যে শব্দমাপ দ্বারা অন্য কোন শব্দকে পরিমাপ করা হয় তাকে موزون به বলে।

❖ **ميزان এবং موزون به এর মধ্যে পার্থক্য:**

ف، ع، ل এই অক্ষরত্রয়কে ميزان বলে। আর এই অক্ষরের ধারক কালিমাকে (চাই সেটা অতিরিক্ত কোন অক্ষরের ধারক হোক বা না হোক) তাকে موزون به বলে। যেমন: ضارب এটা فاعل এর ওযনে। এখানে فاعل হল موزون به আর ضارب হল موزونআর ف، ع، ل হল ميزان ।

❖ **মৌলিক ও অতিরিক্ত অক্ষরের দিকে দিয়ে কালিমার হরফগুলো দুই প্রকার:**

৪৫. حرف اصلی (মৌলিক অক্ষর)[১]: ঐ حرف কে বলে যা (ف،ع،ل) দ্বারা কোন কালিমাকে ওযন করার ক্ষেত্রে ف،ع অথবা ل এর স্থানে হয়। সুতরাং যে হরফ ف এর স্থানে হয় তাকে فاكلمہ এবং যে হরফ ع এর স্থানে হয় তাকে عین کلمہ আর যে হরফ ل এর স্থানে হয় তাকে لام کلمہ বলে। যেমন: نصر ইহা فعل এর ওযনে। এই উদাহরণের মধ্যে ن হল فاكلمہ, ص হল عین کلمہ, এবং ر হল لام کلمہ।

৪৬. حرف زائد : (অতিরিক্ত অক্ষর)[২]: ঐ হরফকে বলে যা (ف،ع،ل) দ্বারা কোন কালিমাকে ওযন করার ক্ষেত্রে ف،ع،ل এর মধ্য থেকে কোনটির স্থানে হয় না। যেমন: اجتنب হল افتعل এর ওযনে। উক্ত উদাহরণের মধ্যে ج হল ف এর স্থানে, ن হল ع এর স্থানে এবং ب হল ل এর স্থানে। সুতরাং ج হল فا کلمہ , ن হল عین کلمہ , আর ب হল لام کلمہ।
আর ب - ن - ج হল حرف اصلی এবং বাকি حروف অর্থাৎ ہمزہ এবং ت হল অতিরিক্ত অক্ষর।

---

১. (حرف اصلی) মৌলিক অক্ষরের ভিন্ন আরেকটি সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল:

حرف اصلی : ঐ হরফকে বলে যা দ্বারা কোন একটি কালিমা গঠিত হয় এবং এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি হরফের অনুপস্থিতিতে শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

অথবা: শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হরফকে حرف اصلی বলে।

২. (حرف زائد)অতিরিক্ত অক্ষরের ভিন্ন আরেকটি সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল:

حرف زائد : ঐ হরফেকে বলে যা শব্দের মূল গঠনে কোন ভূমিকা পালন করেনা। বরং শব্দের মধ্যে (বিশেষ কোন অর্থ প্রদানেরর জন্য) অতিরিক্ত আসে। এবং যার অনুপস্থিতি শব্দের মূল অর্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটায় না।)

অথবা: শব্দের মূল কাঠামোর অতিরিক্ত হরফকে حرف زائد বলে।

افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں

বিভিন্ন প্রকারের ফেয়েল এবং সেগুলোর সীগাসমূহ ও গরদানসমূহ

(گردان : কাল, বচন এবং লিঙ্গের দিক দিয়ে সমস্ত সীগাকে ধারাবাহিকভাবে লিখা বা বলাকে گردان বলে।)

গরদান হওয়া না হওয়ার দিক দিয়ে সমস্ত ফেয়েল দুই প্রকার:

১. الأفعال غير المتصرفة/ الجامدة

২. الأفعال المتصرفة

❖ الأفعال غير المتصرفة/ الجامدة: ঐ সমস্ত ফেয়েলকে বলে যেগুলো কোন গরদান হয় না। বরং সব সময় এক অবস্থায় বহাল থাকে। যেমন: كَرِبَ، عَسَى، طَفِقَ، نِعْمَ، بِئْسَ ইত্যাদি।

❖ الأفعال المتصرفة: ঐ সমস্ত ফেয়েলকে বলে যেগুলো কোন গরদান হয়।

❖ আবার দুই প্রকার।

১. تام التصرف

২. ناقص التصرف

تام التصرف: এমন افعال متصرفہ কে বলে যেগুলোর ماضی،مضارع،امر ইত্যাদি সমস্ত গরদান হয়ে থাকে। যেমন: نَصَرَ، دَحْرَجَ ইত্যাদি।

ناقص التصرف : এমন افعال متصرفہ কে যেগুলোর শুধু ماضی ও مضارع এর গরদান হয়ে থাকে। সেগুলোর অন্য কোন গরদান আসে না। যেমন: بَرِحَ، يَبْرَحُ، فَتِئَ، يَفْتَأُ

এ কিতাবে শুধু الأفعال المتصرفة تصرفا تاما এর আলোচনা আসবে।

আরবীতে فعل ماضى ইত্যাদির চৌদ্দটি[১] সীগা হয়ে থাকে। যার বিস্তারিত বর্ণনা এই।

তিনটি مذكر غائب এর জন্য।

তিনটি مؤنث غائب এর জন্য।

তিনটি مذكر حاضر এর জন্য।

তিনটি مؤنث حاضر এর জন্য।

দুইটি متكلم এর জন্য।

متكلم এর প্রথম সীগা واحد مذكر এবং واحد مؤنث উভয়টির জন্য আসে এবং দ্বিতীয় সীগা تثنيه وجمع مذكر ومؤنث সবগুলোর জন্য আসে।

---

(১) আরবীতে ماضى ইত্যাদির সীগা চৌদ্দটি হলেও ماضى 'র জন্য ১৩টি, مضارع এর জন্য ১১টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর امر معروف 'র জন্য ১৩টি সীগা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সীগা যদিও নাকি আঠারটি হবার কথা ছিল। কেননা ফায়েল তিন প্রকার হয়ে থাকে। غائب،حاضر، متكلم। প্রতিটি বচন ভেদে আবার তিন প্রকার। واحد،حاضر،متكلم। আর লিঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। مذكر ও مؤنث। তো ৩×৩×২=১৮ হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু মুতাল্লিমের মধ্যে ৬টি সীগার পরিবর্তে দুটি সীগা ব্যবহৃত হয় তাই চারটি সীগা কমে যায়। সুতরাং মোট সীগার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ টি। এগুলোর মধ্যে আবার মাযীর মধ্যে تثنيه مذكر ومؤنث حاضر একই ধরনের হবার কারনে তাতে ১৩টি শব্দই ১৪টি সীগার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর مضارع এর মধ্যে واحد مؤنث غائب وواحد مذكر حاضر এর জন্য একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে تثنيه مؤنث غائب وتثنيه مذكر حاضر ও تثنيه مؤنث حاضر এর জন্য একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। তো ৫টি সীগার জন্য দুটি শব্দ ব্যবহৃত হল। তাই مضارع এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ দাঁড়ালো মোট ১১টি। ৯টি স্বতন্ত্র সীগা এবং দুটি মুশতারাক।
সুতরাং সীগা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব সময় এক কথাগুলো স্মরণ রাখতে হবে।

فعل ماضى مطلق معروف اثبات বানানোর নিয়ম

ماضى مطلق ঐ فعل ماضى কে বলে যা দ্বারা দূরবর্তী বা নিকটবর্তী বুঝানো ব্যতিত অনির্দিষ্টভাবে অতীতকালে কোন কাজ করা বা সংঘটিত হওয়া বুঝায়।

* ماضى مطلق এর واحد مذكر غائب এর সীগা বানানোর নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই।(১) তবে ماضى যদি তিন হরফ বিশিষ্ট হয় তাহলে واحد مذكر غائب এর

---

(১) যদিও নাকি এর কোন নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই তবুও আমরা বলতে পারি-

ক. মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে তার মাসদার থেকে মূল অক্ষর ব্যতিত অতিরিক্ত অক্ষরগুলো ফেলে দিয়ে ফা কালিমাতে ফাতহা এবং আইন কালিমাতে বাব অনুযায়ী হরকত এবং লাম কালিমাতে ফাতহা দেওয়ার দ্বারা তিন অক্ষর বিশিষ্ট মাযী মুতলাকের সীগা গঠিত হয়। যেমন: اَلْمَعْرِفَةُ থেকে عَرَفَ, اَلْكَرَامَةُ থেকে كَرُمَ।

খ. আর যদি মাযী চার অক্ষর বিশিষ্ট হয়-

- তাহলে যদি সেটার মৌলিক অক্ষর তিনটি হয় তাহলে মাসদারের মধ্যে থাকা চতূর্থ অক্ষরের আলিফকে ফেলে দিয়ে অত:পর প্রথম অক্ষরের ফাতহা এবং দ্বিতীয় অক্ষরে সাকিন আর বাকি দুই অক্ষরে ফাতহা দেওয়ার দ্বারা মাযীর ওয়াহেদ মুযাক্কারের সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: اَلْإِكْرَامُ থেকে أَكْرَمَ।
- আর যদি সেটার মৌলিক অক্ষর চারটি হয় তাহলে শেষ থেকে تاءِ مصدرى ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র শেষ অক্ষরে ফাতহা দিতে হবে। যেমন: اَلْبَعْثَرَةُ থেকে بَعْثَرَ

গ. আর যদি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হয়-

- তাহলে যদি শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে তাহলে মাসদারের মধ্যে পঞ্চম অক্ষরে থাকা মাসদারের আলামত আলিফকে ফেলে দিয়ে হামযায়ে ওয়াসলকে কাসরা এবং দ্বিতীয় অক্ষর সাকিন আর বাকি অক্ষরগুলোতে ফাতহা দেওয়ার দ্বারা মাযীর সীগার গঠিত হয়ে যায়। যেমন: اَلِاجْتِنَابُ থেকে اِجْتَنَبَ
- আর যদি শুরুতে তা থাকে তাহলে তৃতীয় অক্ষরে সাকিন আর বাকি অক্ষরগুলোতে ফাতহা দেয়ার দ্বারা মাযীর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: اَلتَّقَبُّلُ থেকে تَقَبَّلَ

ঘ. আর মাযী যদি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে সাকিন করলে এবং হামযায়ে ওয়াসলে কাসরা দিলে আর বাকি অক্ষরগুলোতে ফাতহা দিলেই মাযীর প্রথম সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: اَلِاسْتِنْصَارُ থেকে اِسْتَنْصَرَ

তো মাযীর প্রথম সীগার সর্বনিম্ন হরফ হল তিনটি আর সর্বোচ্চ হরফ হল ছয়টি। আর ছয়টি অক্ষর শুধুমাত্র হামযায়ে ওয়াসল শুরুতে আসার ক্ষেত্রেই হবে।

সীগা فَعَلَ – فَعِلَ – فَعُلَ এই তিন ওযনের মধ্য হতে কোন এক ওযনে আসে। যেমন: نَصَرَ، سَمِعَ، كَرُمَ

فعل ماضى এর অন্যান্য সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম:

* واحد مذكر غائب এর শেষে الف বৃদ্ধি করার দ্বারা ماضى مطلق এর تثنيه مذكر غائب এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فَعَلَ থেকে فَعَلَا।
* واؤ ما قبل مضموم বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذكر غائب এর সীগা, যেমন: فَعَلُوْا
* تائے ساكن বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مؤنث غائب এর সীগা । যেমন: فَعَلَتْ
* تَا বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنيه مؤنث غائب এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فَعَلَتَا

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি (মাসদারের) মাযী এর ক্ষেত্রে ঠিক একই নিয়ম অবলম্বন করতে হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ থেকে-

اِجْتَنَبَا، اِجْتَنَبُوْا، اِجْتَنَبَتْ، اِجتَنَبَتَا

* واحد مذكر غائب এর শেষের হরফকে ساكن করে نون مفتوح বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث غائب এর সীগা। যেমন: فَعَلْنَ
* تائے مفتوح বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مذكر حاضر। যেমন: فَعَلْتَ
* تُمَا বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنيه مذكر حاضر । যেমন: فَعَلْتُمَا
* تُمْ বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذكر حاضر। যেমন: فَعَلْتُمْ
* تائے مكسور বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مؤنث حاضر। যেমন: فَعَلْتِ
* تُمَا বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنيه مؤنث حاضر । যেমন: فَعَلْتُمَا
* تُنَّ বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث حاضر । যেমন: فَعَلْتُنَّ
* تائے مضموم বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد متكلم। যেমন: فَعَلْتُ

* এবং نَا বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع متكلم এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فَعَلْنَا

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি (মাসদারের) ماضى এর ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম অবলম্বন করতে হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ থেকে-

اِجْتَنَبْنَ، اِجْتَنَبْتَ، اِجْتَنَبْتُمَا، اِجْتَنَبْتُمْ، اِجْتَنَبْتِ، اِجْتَنَبْتُمَا، اِجْتَنَبْتُنَّ، اِجْتَنَبْتُ، اِجْتَنَبْنَا

اثبات فعل ماضى مطلق معروف এর তরজমা

اثبات فعل ماضى مطلق معروف এর তরজমা হল:

اس ایک مرد نے کیا (সে একজন পুরুষ করল/করেছে)

اس ایک مرد نے مدد کی (সে একজন পুরুষ সাহায্য করল/করেছে)

اثبات فعل ماضى مطلق مجهول বানানোর নিয়ম

اثبات فعل ماضى مطلق مجهول এর واحد مذكر غائب এর সীগা বানাতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে।

১. ماضى مطلق معروف এর واحد مذكر غائب এর সীগার শেষ হরফকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

২. শেষ হরফের পূর্বের হরফে كسره দিতে হবে, যদি كسره না থাকে।

৩. বাকি যতগুলো হরকত বিশিষ্ট হরফ থাকবে, চাই একটি হোক বা একাধিক সবগুলোতে ضمه দিতে হবে।

তাহলেই اثبات فعل ماضى مطلق مجهول এর واحد مذكر غائب সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: ضَرَبَ থেকে ضُرِبَ

سَمِعَ থেকে سُمِعَ, أَكْرَمَ থেকে أُكْرِمَ, اِجْتَنَبَ থেকে أُجْتُنِبَ।

অত:পর বাকি সীগাসমূহ বানানোর জন্য ঠিক ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে যা مطلق معروف এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ

* واحد مذکر غائب এর শেষে الف বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنیہ مذکر غائب এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فُعِلَ থেকে فُعِلَا।
* واؤ ما قبل مضموم বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذکر غائب। যেমন: فُعِلُوْا
* تائے ساکن বৃদ্ধি করার দ্বারা । যেমন: فُعِلَتْ
* تَا বৃদ্ধি করার দ্বারা এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فُعِلَتَا
* واحد مذکر غائب এর শেষের হরফকে ساکن করে نون مفتوح বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث غائب এর সীগা। যেমন: فُعِلْنَ
* تائے مفتوح বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مذکر حاضر। যেমন: فُعِلْتَ
* تُمَا বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنیہ مذکر حاضر । যেমন: فُعِلْتُمَا
* تُمْ বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذکر حاضر। যেমন: فُعِلْتُمْ
* تائے مکسور বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مؤنث حاضر। যেমন: فُعِلْتِ
* تُمَا বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنیہ مؤنث حاضر । যেমন: فُعِلْتُمَا
* تُنَّ বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث حاضر । যেমন: فُعِلْتُنَّ
* تائے مضموم বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد متکلم। যেমন: فُعِلْتُ
* এবং نَا বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع متکلم এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فُعِلْنَا

ماضی مجہول এর তরজমা:

فُعِلَ

وہ ایک مرد کیا گیا (সে একজন পুরুষকে করা হয়েছে। তাকে (একজন পুরুষ) করা হয়েছে।)

نُصِرَ

اس ایک مرد کی مدد کی گئ (সে একজন পুরুষকে করা হয়েছে। তাকে (একজন পুরুষ) সাহায্য করা হয়েছে।)

ماضى منفى বানানোর নিয়ম

ফায়েদা[১]:

ماضى مثبت এর শুরুতে "ما" শব্দ বৃদ্ধি করলে ماضى منفى এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যায়। যেমন: مَا ضَرَبَ (সে প্রহার করেনি।)

ফায়েদা[২]:

তবে কখনও কখনও "لا" শব্দ বৃদ্ধি করেও ماضى منفى এর সীগা গঠন করা হয়। আর তা তিন সূরতের কোন এক সূরতে হয়ে থাকে।

১. দু'আর স্থানে। যেমন: لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ
২. فعل ماضى পুনরাবৃত্তি হলে। যেমন: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى
৩. কসমের জওয়াবে। যেমন: وَاللّٰهِ لَا عَذَّبْتُهُمْ بَعْدَهَا سَقَرُ

ماضى منفى এর তরজমা:

مَا فُعِلَ

وہ ایک مرد نہیں کیا گیا (সে একজন পুরুষ কৃত হয়নি। তাকে (একজন পুরুষ) করা হয়নি।)

الفعل المضارع
مضارع مفرد
مضارع باضمائر
مضارع مبنى
۱-واحد مذكر غائب
۲-واحد مؤنث غائب
۳-واحد مذكر حاضر
۴-واحد متكلم
۵-جمع متكلم
۱-تثنيه مذكر غائب
۲-تثنيه مؤنث غائب
۳-تثنيه مذكر حاضر
۴-تثنيه مؤنث حاضر
۵-جمع مذكر غائب
۶-جمع مذكر حاضر
۷-واحد مؤنث حاضر
۱-جمع مؤنث غائب
۲-جمع مؤنث حاضر

الفعل المضارع বানানোর নিয়ম [১]

---
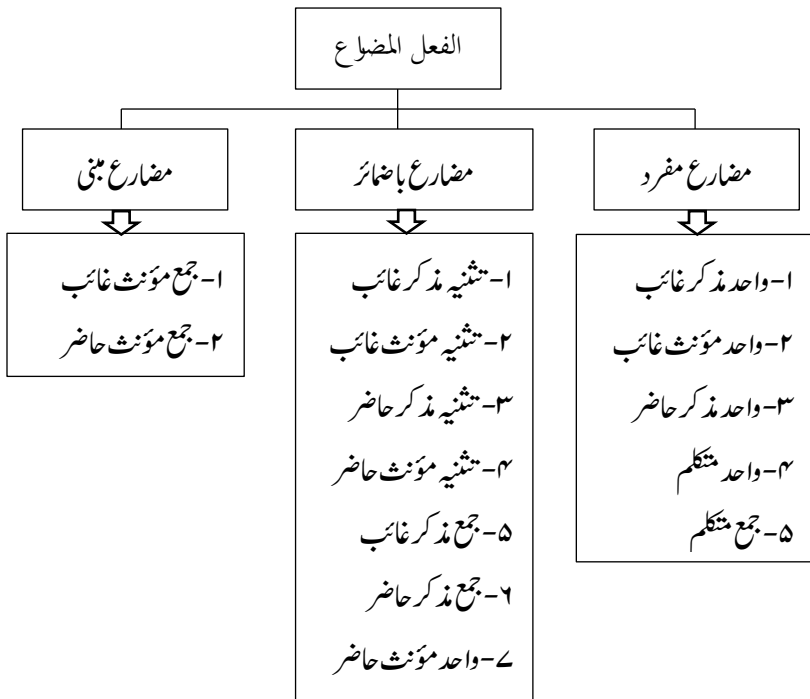
(১) ফেয়েলে মাযী থেকে নাহী পর্যন্ত বাহাস সমূহ হল:

১. اثبات فعل ماضی مطلق معروف
২. اثبات فعل ماضی مطلق و مجهول
৩. نفی فعل ماضی مطلق معروف
৪. نفی فعل ماضی مطلق مجهول
৫. اثبات فعل مضارع معروف
৬. اثبات فعل مضارع مجهول
৭. نفی فعل مضارع معروف
৮. نفی فعل مضارع مجهول
৯. نفی موکد بلن در فعل مستقبل معروف
১০. نفی موکد بلن در فعل مستقبل مجهول
১১. فعل منفی بلم معروف
১২. فعل منفی بلم مجهول
১৩. فعل امر معروف
১৪. فعل امر مجهول
১৫. فعل نہی معروف
১৬. فعل نہی مجهول

মাযী বানানোর নিয়ম তো পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর মুযারি' থেকে নিয়ে নাহী পর্যন্ত সমস্ত বাহাসের (মারূফ) বানানোর নিয়মের সারসংক্ষেপ অর্থাৎ জামে' কায়েদা হল: মুযারি' থেকে নিয়ে নাহী পর্যন্ত বাহাসগুলো বানাতে হলে প্রতিটি বানানোর নিয়মের মধ্যে চারটি কাজ করতে হবে।

১) ماضی বা مضارع مثبت'র শুরুতে কোন কিছু বাড়াতে-কমাতে হবে।

২) مضارع مفرد 'র সীগা সমূহের শেষে পরিবর্তন আনতে হবে।

৩) مضارع باضمائر 'র সীগা সমূহের শেষে পরিবর্তন আনতে হবে। =

৪) মুযারি মাবনীর সীগা সমূহের মধ্যে নূনে ইরাবিকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

مضارع معروف বানানোর নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা উপরোক্ত চারটি কাজের প্রয়োগ করে বলতে পারি:

مضارع معروف এর সীগা সমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১) ماضی معروف এর শুরুতে আলামতে মুযারি' বৃদ্ধি করতে হবে।

২) مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمہ দিতে হবে।

৩) مضارع باضمائر এর সাত সীগার শেষে نون اعرابی বৃদ্ধি করতে হবে।

৪) مضارع مبنی এর দুই সীগার শেষে نون جمع مؤنث বৃদ্ধি করতে হবে।

তেমনিভাবে উপরোক্ত চার কাজের আলোকে نفی تاکید بالن বানানোর নিয়ম আমরা এভাবে বলতে পারি:

نفی تاکید بالن এর সীগা সমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১) مضارع مثبت এর শুরুতে "لن" لفظ বৃদ্ধি করতে হবে।

২) مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمہ এর পরিবর্তে فتحہ দিতে হবে।

৩) مضارع باضمائر এর সাত সীগা থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

৪) مضارع مبنی এর দুই সীগার মধ্যে نون جمع مؤنث স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

হুবহু একাজ গুলোই لام تاکید بانون تاکید এর মধ্যেও করতে হবে।

نفی جحد بلم বানানোর নিয়ম আমরা এভাবে বলতে পারি:

نفی جحد بلم এর সীগা সমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১) مضارع مثبت এর শুরুতে "لم" لفظ বৃদ্ধি করতে হবে।

২) مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمہ এর পরিবর্তে جزم দিতে হবে। (আর জযম দেয়ার দুই পদ্ধতি। শেষে হরফে ইল্লত থাকলে তা ফেলে দেয়া। অন্যথায় সাকিন করা।)

৩) مضارع باضمائر এর সাত সীগা থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

৪) مضارع مبنی এর দুই সীগার মধ্যে نون جمع مؤنث স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

হুবহু একাজ গুলোই امر ও نہی এর মধ্যেও করতে হবে। =

فعل مضارع এর সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম জানার পূর্বে فعل مضارع এর সীগাসমূহের পরিচয় জানতে হবে।

فعل مضارع এর সীগাসমূহ তিনভাগে বিভক্ত:

১. مضارع مفرد

২. مضارع باضمائر

৩. مضارع مبنی

مضارع مفرد এর সীগা পাঁচটি:

۱-واحد مذکر غائب

۲-واحد مؤنث غائب

۳-واحد مذکر حاضر

۴-واحد متکلم

۵-جمع متکلم

মুযারি' মাজহূল বানানোর নিয়ম আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাকি বাহাস গুলোর মাজহূল বানাতে হলে শুধুমাত্র প্রথম কাজের মধ্যে مضارع مثبت এর স্থানে مضارع مثبت مجہول বলে বাকি কথাগুলো বলে দিলেই হয়ে যাবে। তাই বাকি বাহাসগুলোর বানানোর নিয়মের মধ্যে মারূফ বা মাজহূল না বলে উদাহরণস্বরূপ এভাবে বললেই সুন্দর হয় যে, نفی تاکید بالن বানানোর নিয়ম। তাহলে একটিতেই দুইটা হয়ে যাবে। তবে যদি মারূফ বানানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাহলে প্রথম কাজে বলতে হবে مضارع مثبت معروف এর শুরুতে ... বাড়াতে হবে। আর যদি মাজহূল বানানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলতে হবে مضارع مثبت معروف এর শুরুতে ... বাড়াতে হবে। সুতরাং মাজহূল বানানোর জন্য আর নতুন কোন কায়েদা এখানে বলতে হবে না।

مضارع باضائر এর সীগা সাতটি:

١- تثنیہ مذکر غائب

٢- تثنیہ مؤنث غائب

٣- تثنیہ مذکر حاضر

٤- تثنیہ مؤنث حاضر

٥- جمع مذکر غائب

٦- جمع مذکر حاضر

٧- واحد مؤنث حاضر

অর্থাৎ চার تثنیہ, দুই جمع مذکر غائب وحاضر ও এক واحد مؤنث حاضر ।

مضارع بنی বা مضارع با جمع مؤنث এর সীগা দুইটি:

١- جمع مؤنث غائب

٢- جمع مؤنث حاضر

اثبات فعل مضارع معروف এর সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

اثبات فعل مضارع معروف এর সীগাসমূহ বানাতে হয় ماضی معروف এর واحد مذکر غائب এর সীগা হতে।

اثبات فعل مضارع معروف এর সীগাসমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ:

ماضی معروف এর واحد مذکر غائب এর শুরুতে علامت مضارع বৃদ্ধি করতে হবে।[১]

---

(১) তবে যদি মাযির শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে তাহলে সে হামযায়ে ওয়াসলকে ফেলে দিতে হবে।

আর যদি না থাকে তাহলে:-

علامت مضارع চারটি:

১. ألف

২. تاء

৩. ياء

৪. نون

এগুলোর সমষ্টি হল: أَتَيْنَ অথবা نَأَيْتُ অথবা نَأْتِيَ (১)

علامت مضارع যুক্ত করার বিস্তারিত বিবরণ:

"ياء"

"ياء" চার সীগার শুরুতে বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থাৎ ١-واحد مذكر غائب

٢-تثنيه مذكر غائب

٣-جمع مذكر غائب

٤-جمع مؤنث غائب

- যদি মাযী তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ফা কালিমা সাকিন করতে হবে। (কিন্তু যদি وَعَدَ – يَعِدُ এর কায়েদা অনুযায়ী ফা কালিমা পড়ে যায় তবে সাকিন হবে না।)
- আর যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় তাহলে কোন কিছুই করতে হবে না।

❖ علامت مضارع এর হরকত সংক্রান্ত কানূন:

এখানে একটি জরুরী বিষয় বলা আবশ্যক মনে করছি। আর সেটা হল এই যে, আলামতে মুযারি' কখন মাফতূহ আর কখন মাযমূম হবে।

তো এ ব্যাপারে মূলনীতি হল এই যে, যদি মাযী চার অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে আলামতে মুযারি' মাযমূম হবে, অন্যথায় মাফতূহ হবে। বাকি মুযারি' মাজহূলের মধ্যে সর্বদাই আলামতে মুযারি' মাযমূম হবে। যেমনটা সামনে আসছে।

১. এগুলোকে حروف المضارعة বলে।

"تاء"

"تاء" আট সীগার শুরুতে বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থাৎ حاضر এর ছয় সীগা এবং مؤنث غائب এর দুই সীগা।
তথা:

١.واحد مؤنث غائب ٥.جمع مذكر حاضر

٢.تثنيه مؤنث غائب ٦.واحد مؤنث حاضر

٣.واحد مذكر حاضر ٧.تثنيه مؤنث حاضر

٤.تثنيه مذكر حاضر ٨.جمع مؤنث حاضر

"ألف"

এক সীগার শুরুতে "ألف" বৃদ্ধি করতে হবে। আর সেটা হল واحد متكلم ।

"نون"

এর সীগার শুরুতে "نون" বৃদ্ধি করতে হবে। আর সেটা হল جمع متكلم ।

দ্বিতীয় কাজ:

مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمه দিতে হবে।[১] যেমন: يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أَفْعَلُ، نَفْعَلُ

তৃতীয় কাজ:

مضارع باضمائر এর সাত সীগার শেষে نون اعرابى [২] বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: يَفْعَلَانِ، يَفْعَلُوْنَ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلَانِ، تَفْعَلُوْنَ، تَفْعَلِيْنَ، تَفْعَلَانِ

---

১. তবে যদি শেষ অক্ষরে হরফে ইল্লত থাকে তাহলে শেষ অক্ষর সাকিন করতে হবে। যেমন: يَدْعُوْ، يَرْمِيْ

২. এই নূনকে নূনে ইরাবী একারনে বলা হয় যে, এই নূন হল ইরাব। অর্থাৎ مضارع باضمائر 'র সাত সীগাতে ইরাব এই নূনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই নূন বিদ্যমান থাকা হল রফা' এর আলামত আর পড়ে যাওয়া নসব অথবা জযম এর আলামত।

বি. দ্র.

তবে তাছনিয়ার চার সীগার শেষে نون اعرابی মাকসূর হবে। এবং جمع مذکر غائب ও واحد مؤنث حاضر ও وحاضر এর শেষে مفتوح হবে। আর তাছনিয়ার চার সীগার মধ্যে نون اعرابی এর পূর্বে الف এবং جمع مذکر غائب وحاضر এর দুই সীগায় نون اعرابی এর পূর্বে واوَ আর واحد مؤنث حاضر এর মধ্যে نون اعرابی পূর্বে یاء বৃদ্ধি করতে হবে।

চতুর্থ কাজ:

مضارع مبنی এর দুই সীগা অর্থাৎ جمع مؤنث غائب وحاضر এর শেষে نون جمع مؤنث[১] বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার পূর্বের অক্ষর সাকিন করতে হবে। যেমন: يَفْعَلْنَ، تَفْعَلْنَ

তাহলেই اثبات فعل مضارع معروف এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

বি. দ্র. مضارع যদি ثلاثی مجرد থেকে হয় তাহলে مضارع এর واحد مذکر غائب এর সীগা يَفْعُلُ، يَفْعَلُ، يَفْعِلُ এই তিন ওযনের মধ্য হতে কোন একটির ওযনে আসবে।

১. এই নূনকে نون فاعلی, نون ضمیر, نون النِّسوَة ও বলে

ফায়েদা

مضارع এর শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর সংক্রান্ত কানূন

❖ মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে مضارع এর শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর বাব অনুযায়ী হবে। যেমন: يَفْعُلُ، يَفْعَلُ، يَفْعِلُ

❖ আর যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় তাহলে:-

* যদি এর শুরুতে "ت" থাকে তাহলে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর সর্বদা মাফতূহ হবে। যেমন: يَتَسَرْبَلُ

* অন্যথায় মাকসূর হবে। যেমন: يَجْتَنِبُ، يُكْرِمُ

❖ তবে মুযারি' যদি মাজহূল হয় তাহলে সর্বদা মাফতহূই হবে। যেমন:يُكْرَمُ

مضارع معروف এর তরজমা

يَفْعَلُ: (وہ ایک مرد کرتا ہے/کر رہا ہے یا کرے گا یا کرے) (সে একজন পুরুষ করছে, করবে, করে।)

مضارع مجہول বানানোর নিয়ম

مضارع مجہول এর সীগাসমূহ গঠিত হয় مضارع معروف এর সীগাসমূহ থেকে।

مضارع مجہول বানাতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে।

১. علامت مضارع এর মধ্যে ضمہ দিতে হবে যদি ضمہ না থাকে।

২. শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে فتحہ দিতে হবে যদি فتحہ না থাকে।

৩. অবশিষ্ট অক্ষরসমূহকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

তাহলেই مضارع مجہول এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

যেমন: يَضْرِبُ থেকে يُضْرَبُ, يَسْمَعُ থেকে يُسْمَعُ , । يُكْرِمُ থেকে يُكْرَمُ ইত্যাদি।

مضارع مجہول এর তরজমা

يُفْعَلُ: (وہ ایک مرد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یا کیا جائے) (তাকে (একজন পুরুষ) করা হচ্ছে, করা হবে, করা হয়।)

مضارع منفی বানানোর নিয়ম

❖ **ফায়েদা:**

مضارع مثبت এর শুরুতে "لَا" শব্দ বৃদ্ধি করলে مضارع منفی এর সীগা সমূহ গঠিত হয়ে যায়। যেমন: يَضْرِبُ থেকে لَا يَضْرِبُ (وہ نہیں مارتاہے یا نہیں مارے گا یا نہ مارے) (সে প্রহার করছে না, করবে না, করে না।)

❖ **বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

কখনও কখনও "ما" শব্দ বৃদ্ধি করেও مضارع منفی এর সীগাসমূহ গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন: وَمَا يَشْعُرُونَ

তেমনিভাবে إِنْ শব্দ বৃদ্ধি করেও مضارع منفی এর সীগা গঠন করা হয়। যেমন: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

مضارع منفی এর তরজমা

لَا يُضْرَبُ (সে একজন পুরুষকে বা তাকে (একজন পুরুষ) মারা হচ্ছে না, হয় না, হবে না।) (وہ ایک مرد نہیں مارا جاتا ہے / مرد نہیں مارا جارہا ہے یا مرد نہیں مارا جائے گا یا نہ مارا جائے

بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل

فعل مضارع কে যেমনিভাবে لَا এর মাধ্যমে منفی বানানো হয় তেমনিভাবে لَنْ এর মাধ্যমেও منفی বানানো হয়। ইহাকে نفی تاکید بلن বলে। তবে نفی تاکید بلن এর মধ্যে তাকীদের অর্থ পাওয়া যায়।(১)

نفی تاکید بلن এর সংজ্ঞা:

نفی تاکید بلن ঐ فعل مضارع কে বলে যা দ্বারা ভবিষ্যতকালে কোন কাজ না করা বা না হওয়ার ব্যাপারে তাকীদ বুঝানো হয়। যেমন: لَنْ يَضْرِبَ (وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا) সে একজন পুরুষ কিছুতেই মারবে না।

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل বানানোর নিয়ম

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل এর সীগাসমূহ বানাতে হয় **مضارع مثبت** এর সীগাসমূহ থেকে। মারূফকে মারূফ থেকে, মাজহূলকে মাজহূল থেকে।

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ:

مضارع مثبت এর শুরুতে لن ناصب(২) বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: يَفْعَلُ থেকে لَنْ يَفْعَلَ ।

দ্বিতীয় কাজ:

مضارع مفرد এর পাঁচ সীগা অর্থাৎ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم এর শেষে ضمہ এর পরিবর্তে فتحہ দিতে হবে।

যেমন: لَنْ يَفْعَلَ، لَنْ تَفْعَلَ، لَنْ تَفْعَلَ، لَنْ أَفْعَلَ، لَنْ نَفْعَلَ

---

(১) لن এর মাধ্যমে নফী فعل مضارع با سین وسوف এর জওয়াবে আনা হয়। অর্থাৎ কেউ যদি বলে سَيَفْعَلُ، سَوْفَ يَفْعَلُ তাহলে তার নফীর জন্য বলা হবে: لَنْ يَفْعَلَ

(২) অর্থাৎ নসব প্রদানকারী لَنْ। আর নসব দেওয়ার পদ্ধতি হল: ফাতহা (লফযী হোক বা তাকদীরী) দেওয়া এবং নূনে ইরাবী ফেলে দেওয়া।
আর নসব প্রদানকারী হরফ সমূহ হল: أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذَنْ

তৃতীয় কাজ:

مضارع باضمائر এর সাত সীগার শেষ হতে نون اعرابی কে ফেলে দিতে হবে।

مضارع باضمائر এর সীগা সাতটি হল এই: চার تثنیہ , দুই جمع مذکر غائب وحاضر ,এক واحد مؤنث حاضر ।

যেমন: لَنْ يَفْعَلَا، لَنْ يَفْعَلُوْا، لَنْ تَفْعَلَا، لَنْ تَفْعَلُوْا، لَنْ تَفْعَلِيْ، لَنْ تَفْعَلَا

চতুর্থ কাজ:

مضارع مبنی[১]এর দুই সীগা অর্থাৎ جمع مؤنث غائب وحاضر এর মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাসকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: لَنْ يَفْعَلْنَ، لَنْ تَفْعَلْنَ

তাহলেই نفی تاکید بلن در فعل مستقبل এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

ফায়েদা (بحث نفی تاکید بلن এর সংক্ষেপ)

لن শব্দটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে فعل مضارع এর মধ্যে لفظا (শব্দের দিক দিয়ে) এবং معنی (অর্থের দিক দিয়ে) পরিবর্তন সাধন করে।

*** لفظا (শব্দের দিক দিয়ে) পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:**

১. مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمہ এর স্থানে فتحہ দেয়।

২. مضارع باضمائر এর সাত সীগার শেষ থেকে نون اعرابی কে ফেলে দেয়।

আর مضارع مبنی এর দুই সীগার মধ্যে কোন আমল করবে না।

---

(১) মাবনী বলা হয় যার শেষ অক্ষরের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার আমেলের পরিবর্তনের কারনে পরিবর্তিত হয় না। তো এই দুই সীগার নূনও কখনও পড়ে না। চাই এর শুরুতে আমেলে নাসেব আসুক অথবা আমেলে জাযেম। আর এই কারণ হল, এখানে যে নূনটা রয়েছে সেটা হল ফায়েলের নূন। আর এই নূনটাকে যদি ফেলে দেয়া হয় তাহলে ফেয়েলটি ফায়েল বিহীন হয়ে পড়বে। আর এটা জায়েয নেই। তাই এই নূনকে ফেলে দেওয়াও জায়েয নেই।

* **معنی (অর্থের দিক দিয়ে) পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপঃ**

১. مضارع কে مستقبل এর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়।

২. مثبت থেকে منفی এর অর্থে পরিণত করে।

৩. এবং অর্থের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করে।

نفی تاکید بلن'র তরজমা

نفی تاکید بلن তাকীদের সাথে ভবিষ্যত কালে কোন কাজ না করার কথা বুঝায়। বাকি স্থায়ীভাবে অর্থাৎ কোন দিন একাজটি করবে কিনা তা বুঝায় না। তাই এর এর তরজমা কখনও এর মাধ্যমে না করে "কিছুতেই" এর মাধ্যমে করা অধিক উপযোগী। যেমনটি আবু তাহের মিসবাহ সাহেব দা.বা. করেছেন। কারণ তাকীদের জন্য "কিছুতেই" ব্যবহৃত হয়। "কখনও" ব্যবহৃত ততোটা উপযোগী নয়। সুতরাং لَنْ يَفْعَلَ এর তরজমা করতে হবেঃ সে (একজন পুরুষ) কিছুতেই করবে না। (وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا) والله أعلم بالصواب

بحث نفی جحد بلم

فعل مضارع কে যেমনিভাবে لا এর মাধ্যমে منفی বানানো হয় তেমনিভাবে لم এর মাধ্যমেও منفی বানানো হয়। ইহাকে نفی جحد بلم বলে।

نفی جحد بلم এর সংজ্ঞাঃ

نفی جحد بلم ঐ فعل কে বলে যা দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ না করা বা না হওয়া জানা যায়। যেমনঃ لَمْ يَضْرِبْ (اس ایک مرد نے نہیں مارا) সে একজন পুরুষ প্রহার করেনি।

نفی جحد بلم বানানোর নিয়ম

نفی جحد بلم এর সীগাসমূহ مضارع مثبت এর সীগাসমূহ থেকে বানাতে হয়।

نفی جحد بلم বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ:

مضارع مثبت এর শুরুতে لم جازم [১] বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: يَضْرِبُ থেকে لَمْ يَضْرِبْ।

---

১. ফেয়েলে মুযারি' কে জযম প্রদানকারী হরফ হল পাঁচটি। إِنْ، لَمْ، لَمَّا، لام الأمر، لا النهي এগুলোর মধ্য হতে إن শর্তের জন্য আসে। আর لَمْ ফেয়েলে মুযারি'কে মাযীর অর্থে পরিবর্তন করে। لَمَّا টাও فعل مضارع কে মাযীর অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে পার্থক্য হল এই যে, لَمْ টা অতীত কালে সাধারণভাবে নফীর জন্য আসে। আর لَمَّا টা ফেয়েলের সংঘটিত না হওয়াটা বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপৃত এটা বুঝানোর জন্য আসে। তো لَمْ দ্বারা যে নফীটা হয় সেটার জন্য এই বহস আনা হয়েছে। কিন্তু لَمَّا দ্বারা যে নফীটা হয় সেটার জন্য কোন বহস এখানে আনা হয়নি। সুতরাং লামের ন্যায় লাম্মাটারও একটা বহস হওয়া উচিত ছিল। আর জযম প্রদানের তৃতীয় হরফ হল لام الأمر। অর্থাৎ এমন লাম যেটা মুযারিকে আমরের অর্থে রূপান্তরিত করে। এটারও ভিন্ন বহস আসবে। অর্থাৎ আমরের বহস। আর لا النهي মুযারিকে নাহীর অর্থে রূপান্তরিত করে। এটার জন্যও ভিন্ন বহস রয়েছে। অর্থাৎ নাহীর বহস।
এখানে সহজীকরনের জন্য আরেকটি কথা বলে রাখা মুনাসিব মনে করছি। সেটা হল এই যে, এই পাঁচটি হরফ জযম প্রদান করে। আর জযম প্রদান করা হয় তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতে।

১. سکون দ্বারা

২. حرف علت ফেলে দেওয়ার দ্বারা

৩. نون اعرابی ফেলে দেওয়ার দ্বারা।

আরেকটি কথা হল, যেসমস্ত সীগাসমূহ মাবনী সেগুলোর মধ্যে কোন ধরনের আমেল কাজ করবে না। বরং সেটা স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকবে। =

দ্বিতীয় কাজ:

مضارع مفرد এর পাঁচ সীগা অর্থাৎ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، متکلم، جمع متکلم এর শেষে ضمہ এর পরিবর্তে جزم দিতে হবে, যদি হরফে ইল্লত না থাকে।

যেমন: يَنْصُرُ থেকে لَمْ يَنْصُرْ

يَضْرِبُ থেকে لَمْ يَضْرِبْ ।

يَسْمَعُ থেকে لَمْ يَسْمَعْ

আর যদি حرف علت থাকে তাহলে حرف علت ফেলে দিতে হবে। যেমন: يَدْعُوْ থেকে لَمْ يَدْعُ

يَرْمِيْ থেকে لَمْ يَرْمِ

يَخْشَى থেকে لَمْ يَخْشَ

তৃতীয় কাজ:

مضارع باضمائر এর সাত সীগা অর্থাৎ চার تثنیہ , দুই جمع مذکر غائب وحاضر এবং এক واحد مؤنث حاضر এর শেষ থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে। যেমন: لَمْ يَفْعَلَا، لَمْ يَفْعَلُوْا، لَمْ تَفْعَلَا، لَمْ تَفْعَلُوْا، لَمْ تَفْعَلِيْ، لَمْ تَفْعَلَا

= সে হিসেবে نفی جحد بلم 'র মধ্যে চারটি কাজ হয়ে যাবে। হুবহু এই চারটি কাজই আমরের মধ্যেও হবে, নাহীর মধ্যেও হবে। পার্থক্য শুধুমাত্র এই হবে যে, এখানে لَمْ বৃদ্ধি করতে হবে। আর সেগুলোতে لام الأمر কিংবা لا النهي ।

কাজগুলোর সার সংক্ষেপ হল:

ক. শুরুতে حرف جازم আনতে হবে।

খ. جزم দিতে হবে। হয়ত سکون দ্বারা নয়ত حذف حرف علت দ্বারা।

গ. নয়ত حذف نون اعرابی দ্বারা।

ঘ. মুযারি মাবনীকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। কেননা এতে কোন আমেল আমল করবে না।

এ কথাগুলো মনে রাখলে আমর ও নাহী বানানোর নিয়ম একদমই সহজ হয়ে যাবে।

চতুর্থ কাজ:

مضارع مبنی এর দুই সীগা অর্থাৎ جمع مؤنث غائب وحاضر এর মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাসকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: لَمْ يَفْعَلْنَ، لَمْ تَفْعَلْنَ

তাহলেই نفی جحد بلم এর সীগা সমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

بحث نفی جحد بلم এর সারসংক্ষেপ

لم - مضارع مثبت এর শুরুতে এসে مضارع مثبت এর মধ্যে لفظا (শব্দের দিক দিয়ে) এবং معنی (অর্থের দিক দিয়ে) পরিবর্তন সাধন করে।

لفظا (শব্দের দিক দিয়ে) পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

১. مضارع مفرد এর পাঁচ সীগার শেষে ضمہ এর স্থানে جزم দেয়, যদি حرف علت না থাকে।

১. আর যদি حرف علت থাকে তাহলে حرف علت কে ফেলে দেয়।

২. مضارع باضمائر এর সাত সীগার শেষ থেকে نون اعرابی কে ফেলে দেয়।

তবে مضارع مبنی এর দুই সীগার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করে না।

معنی (অর্থের দিক দিয়ে) পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

১. لم ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে এসে مضارع কে ماضی এর অর্থে পরিণত করে।

২. مثبت কে منفی এর অর্থে পরিবর্তন করে।

ফায়েদা:

(যেমনিভাবে لم – مضارع مثبت কে ماضی منفی এর অর্থে পরিণত করে তেমনিভাবে لَمَّا ও مضارع مثبت কে ماضی منفی এর অর্থে পরিণত করে। তবে পার্থক্য হল এই যে, لَمَّا এর মধ্যে নফীটা বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়। আর لَمْ'র মধ্যে

নফীটা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ অতীতকালে একটি কাজ না করার সংবাদ দেওয়া হয়। বাকি সে এখনও তা করেছে কি করেনি এটার কোন অর্থ লাম এর মধ্যে থাকে না।)

সুতরাং لَمَّا يَفْعَلْ এর অর্থ হল: সে এখনও করেনি।

المنفي بلم ও المنفي بما এর মধ্যে পার্থক্য:

لما দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ থেকে নফী করা হয়। তেমনিভাবে لم দ্বারাও অতীতকালে কোন কাজ থেকে নফী করা হয়। বাকি দুটির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

১. অতীতালে কোন কাজের নফী যদি এমন স্থানে হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণই অনবগত তাহলে সেখানে فعل এর সাথে لما আনতে হবে। আর যদি সম্বোধিত ব্যক্তি এমন হয় যে, তার ধারনা অনুযায়ী কাজটি সংঘটিত হয়েছে কিন্তু বক্তা তার এই ধারণাকে অস্বীকার করছে, তাহলে فعل مضارع এর উপর لم বৃদ্ধি করতে হয়। যেমন: مَا فَعَلَ ঐ ক্ষেত্রে বলা হবে যেখানে কাজ সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে শ্রোতা সম্পূর্ণরূপে অনবগত। আর لَمْ يَفْعَلْ এমন ক্ষেত্রে বলা হবে যেখানে বক্তা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণাকে অস্বীকার করে কোন কাজের নফী করছে।

২. لما দ্বারা সাধারণত বর্তমানকালের নিকটবর্তী অতীতকালে কোন কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করা বুঝায় আর لم দ্বারা অনির্দিষ্ট অতীতকালে কোন কাজ না হওয়া বা না করা বুঝায়।

৩. لم এর তুলনায় لما বেশি তাকীদসমৃদ্ধ। কেননা সেটা قسم এর জবাবে আসে আর কসমের মধ্যে তাকীদ রয়েছে তেমনিভাবে তার জবাবও তাকীদ বিশিষ্ট হবে।

৪. অনেক সময় لما এটা কোন কথা رد করার জন্য এসে থাকে।

৫. কোন কাজ যদি একবারই সংঘটিত হয়ে থাকে সেটাকে নাকোচ করার জন্য لما আনা হয়ে থাকে আর যে কাজটি বারংবার সংঘটিত হতে থাকে সেটাকে নাকোচ করার জন্য لم আনা হয়ে থাকে।

৬. ما এর মধ্যে অনেক সময় ইসমে মাউসূল এবং হরফে নফী দুনোটা হবারই সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু لم এর মধ্যে জাতীয় কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সেটা শুধু হরফে নফীই হয়ে থাকে।

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ (فعل مستقبل بالام ونون تاکید ثقیلہ) এর বাহাস

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ঐ فعل কে বলে যা দ্বারা ভবিষ্যত কালে কোন কাজ করা বা হওয়া তাকীদের সাথে বুঝানো হয়। যেমন: لَيَنْصُرَنَّ (সে একজন পুরুষ অতি অবশ্যই সাহায্য করবে।)

نون تاکید এর সংজ্ঞা: যেন নূন (مضارع،امر، نهی) এই তিন ফেয়েলের শেষে যুক্ত হয়ে ফেয়েলের অর্থকে জোরদার করে তাকে نون تاکید বলে।

নূনে তাকীদ দুই প্রকার: (১) نون ثقیلہ (২) نون خفیفہ

১. تشدید বিশিষ্ট নূনকে نون ثقیلہ বলে।

২. سکون বিশিষ্ট নূনকে نون خفیفہ বলে।

نون ثقیلہ চৌদ্দ সীগার শেষেই আসে এবং نون خفیفہ শুধু আট সীগার শেষে আসে। অর্থাৎ যে সমস্ত সীগাসমূহের মধ্যে نون اعرابی এর পূর্বে আলিফ রয়েছে সেগুলোতে نون خفیفہ আসে না।

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل বানানোর নিয়ম

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل এর সীগাসমূহ বানাতে হয় مضارع مثبت এর সীগা সমূহ থেকে। মারূফকে মারূফ থেকে এবং মাজহূলকে মাজহূল থেকে।

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل এর সীগাসমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت এর সীগাসমূহের শুরুতে لا تاکید এবং শেষে نون ثقیلہ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

لام تاكيد সর্বদা مفتوح হয় এবং শুরুতে আসে এবং نون تاكيد শেষে আসে এবং যে সকল সীগাসমূহের মধ্যে نون ثقيله এর পূর্বে الف রয়েছে সেগুলোতে نون ثقيله - مكسور হবে আর বাকি সীগালোতে مفتوح হবে।

২. مضارع مفرد এর পাঁচ সীগা অর্থাৎ, واحد مذكر غائب،واحد مؤنث غائب،واحد مذكر حاضر، واحد متكلم،جمع متكلم এর মধ্যে نون ثقيله পূর্বে ضمه এর পরিবর্তে فتحه দিতে হবে। যেমন: لَيَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ

৩. مضارع باضمائر এর সাত সীগা অর্থাৎ চার তাছনিয়া, দুই جمع مذكر غائب وحاضر আর এক واحد مؤنث حاضر এর শেষ থেকে نون اعرابى কে ফেলে দিতে হবে। সাথে সাথে واحد مؤنث حاضر হতে واؤ এবং جمع مذكر غائب وحاضر এর দুই সীগা হতে ياء কেও ফেলে দিতে হবে। আর এগুলোর পূর্বে (তাছনিয়ার মধ্যে) الف এবং (জমা মুযাক্কারের মধ্যে) ضمه আর واحد مؤنث حاضر মধ্যে কাসরাকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: لَيَفْعَلَانِّ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَانِّ، لَتَفْعَلَانِّ، لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِّ

৪. مضارع مبنى এর দুই সীগার মধ্যে نون ثقيله এবং نون جمع مؤنث এর মাঝে الف فاصل বৃদ্ধি করতে হবে। (যেন নূনে তাকীদ এবং নূনে সাকীলা জমা হবার দ্বারা সীগাটি কঠিন না হয়ে যায়।) যেমন: لَيَفْعَلْنَانِّ، لَتَفْعَلْنَانِّ

তাহলেই فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

الف فاصل এর সংজ্ঞা:

লাগাতার তিনটি নূন একই স্থানে সমবেত হবার কারনে সৃষ্ট কাঠিন্য দূর করার জন্য যে আলিফ আনা হয় উক্ত আলিফকে আলিফে ফাসেল বলে।

আলিফে ফাসেলের নামকরণের কারণ:

ফাসেল শব্দের শাব্দিক অর্থ পৃথককারী, আলাদাকারী, পার্থক্যকারী ইত্যাদি। এই আলিফ যেহেতু জমা মুআন্নাসের দুই সীগার মধ্যে এসে نون جمع مؤنث এবং نون ثقيله এর মাঝে এসে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে দেয়, তাই এই আলিফকে আলিফে ফাসেল বলে। যেমন: لَيَفْعَلْنَانَّ এর মধ্যে نون جمع مؤنث এবং نون تاكيد এর মধ্যকার আলিফ।

আলিফে ফাসেল এর আগমনস্থল

আলিফে ফাসেল শুধুমাত্র এই দুই সীগার মধ্যেই আসে না। বরং আরো কয়েকটি স্থানেও আলিফে ফাসেল এসে থাকে। আর সেগুলো হল নিম্নরূপ:

১. جمع مذكر 'র ওয়াও এর পরে। যেমন: ضَرَبُوْا، لَنْ يَضْرِبُوْا، لَمْ يَدْعُوْا

২. همزة الاستفهام ও অন্যকোন همزة القطع যখন একত্রিত হয় তখন উভয় হামযার মাঝে কখনও কখনও আলিফে ফাসেল আনা হয়। যেমন: ءآأنت[১]

নূনে জমা মুআন্নাস ও নূনে সাকীলার মাঝে আফিলে ফাসেল আনা হয় তিনটি নূন এক সাথে উচ্চারণ করা কঠিন হবার কারনে। দুইটি নূন হল নূনে সাকীলার নূন আর একটি নূন হল নূনে জমা মুআন্নাস। আরবের লোকদের কাছে একত্রে কয়েকটি নূন উচ্চারণ করা কষ্টকর। একারণেই তারা إنني، كأنني থেকে একটি নূনকে ফেলে দিয়ে إني، كأني বলে থাকে। কয়েকটি নূন একত্রিত হওয়া কাঠিন্যের কারণ হবার জন্য। তাই যেহেতু এখানেও কয়েকটি নূন একত্রিত

---

১. যদি কোন কালিমাতে হামযায়ে ক্বতয়ী এবং হামযায়ে ইসতিফহাম একত্রিত হয় তাহলে এ হামযাদ্বয়কে কয়েকভাবে পড়া যায়। ক. أَأَنْتُمْ খ. তাসহীল গ. أَاَنْتُمْ ঘ. آنْتُمْ বিস্তারিত হাশিয়ায়ে সাবীতে দ্রষ্টব্য।

হয়েছে, তাই এই কাঠিন্য দূরীভূত করার নিমিত্তে দুই নূনের মাঝে একটি আলিফে আনা হয়েছে।

তেমনিভাবে ওয়ায়ে জমার পরও একটি আলিফ আনা হয়ে থাকে। এর কারণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন এটা প্রথমত আনা হয়েছে যমীরে মুত্তাসিল থেকে যমীরে মুনফাসিলকে পৃথক করার জন্য। তো যখন আলিফ না থাকবে তখন সেটা মাফউল হবে। যেমন: ضَرَبُوْهُمْ আর যখন আলিফ থাকবে তখন সেটা তাকীদ হবে। যেমন: ضَرَبُوْا هُمْ তো এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই আলিফ আনা হয়েছে। পরবর্তীতে এর সাথে মিল রাখার জন্য বাকি সকল জমা মুযাক্কারের সীগাতে একটি আলিফ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন:

এখানে ওয়াও এর পরে আলিফ আনা হয়েছে ওয়াওয়ে আতেফা আর ওয়াওয়ে জমা এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য। যেমন: جاءو كفر কেননা এখানে যদি ওয়াওয়ের পর আলিফ না আনা হয় তাহলে বুঝা যাবে না যে, এই ওয়াওটা কি জমার ওয়াও নাকি আতফের ওয়াও। এই সামঞ্জস্যতা এড়ানোর জন্য واو الجمع 'র পর একটি আলিফ আনা হয়েছে। যেন واوعاطفه এবং واو جمع 'র মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। তাইতো এই আলিফকে আলিফে ফাসেল বলে।

ইমাম কাসাঈ বলেছেন, এখানে আলিফ বৃদ্ধি করা হয়েছে ইসম এবং ফেয়েলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। কেননা ইসমের মধ্যে আলিফ বৃদ্ধি করা হয় না।

এছাড়া আরো অনেকে অন্যান্য কারণও উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা:

নূনে সাকীলার পূর্বের অবস্থা:

১. নূনে সাকীলার পূর্বে ছয় সীগাতে (অর্থাৎ চার তাছনিয়া, দুই جمع مؤنث غائب وحاضر) আলিফ হবে।

২. আর দুই সীগা তথা جمع مذكر غائب وحاضر এর মধ্যে ضمه হবে।

৩. আর واحد مؤنث حاضر এর মধ্যে كسره হবে।

৪. আর বাকি সীগাগুলো অর্থাৎ مضارع مفرد এর পাঁচ সীগাতে فتحہ হবে।

স্বয়ং নূনে সাকীলার অবস্থা:

যে সমস্ত সীগাসমূহে নূনে সাকীলার পূর্বে আলিফ রয়েছে সেগুলোতে নূনে সাকীলা مکسور হবে। আর বাকি সীগাগুলোতে مفتوح হবে।

فائدة مهمة

لام تاکید بانون تاکید বানানোর সহজ পদ্ধতি

لام تاکید بانون تاکید বানাতে হলে ৪টি কাজ করতে হবে। যথা:

১। مضارع مثبت এর শুরুতে لام تاکید এবং শেষে نون تاکید আনতে হবে।

২। কোন কোন সীগাতে কিছু হরফ বাড়াতে হবে আর কোন কোন সীগা হতে কিছু হরফ কমাতে হবে।

৩। نون تاکید 'র এর পূর্বে পরিবর্তন আনতে হবে।

৪। স্বয়ং نون ثقیلہ এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।

لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل বানানোর নিয়ম

সুকুন বিশিষ্ট নূনকে নূনে খফীফা বলে। যেমন: لَيَفْعَلَنْ

نون خفیفہ শুধুমাত্র আট সীগার শেষে আসে। অর্থাৎ যে সমস্ত সীগায় نون ثقیلہ 'র পূর্বে আলিফ রয়েছে সেগুলোতে نون خفیفہ আসেনা।

لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل এর সীগাসমূহ বানাতে হয় مضارع مثبت এর সীগাসমূহ থেকে। মারূফকে মারূফ থেকে, মাজহূলকে মাজহূল থেকে।

لام تاکید بانون تاکید خفیفہ বানাতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে:

১. مضارع مثبت এর শুরুতে لام تاکید এবং শেষে نون تاکید خفیفہ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. مضارع مفرد 'র পাঁচ সীগা অর্থাৎ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم এর মধ্যে নূনে খফীফার পূর্বে ضمہ এর পরিবর্তে فتحہ দিতে হবে। যেমন: لَيَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلَنْ، لَأَفْعَلَنْ، لَنَفْعَلَنْ

৩. مضارع باضمائر এর তিন সীগা অর্থাৎ واحد ۱-جمع مذکر غائب ۲-جمع مذکر حاضر ۳- مؤنث حاضر থেকে نون اعرابی কে ফেলে দিতে হবে। এবং সাথে সাথে جمع مذکر غائب وحاضر এর দুই সীগার শেষ থেকে واؤ আর واحد مؤنث حاضر এর শেষ থেকে یاء কেও ফেলে দিতে হবে। আর এগুলোর পূর্বে جمع مذکر غائب وحاضر এর মধ্যে লাম কালিমার ضمہ এবং واحد مؤنث حاضر এর মধ্যে লাম কালিমার کسرہ কেও স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: لَيَفْعَلُنْ، لَتَفْعَلُنْ، لَتَفْعَلِنْ

তাহলেই لام تاکید بانون تاکید خفیفہ এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

নুনে খফীফার পূর্বের অক্ষরের অবস্থা

১. নূনে খফীফার পূর্বে দুই সীগা অর্থাৎ جمع مذکر غائب وحاضر এর মধ্যে ضمہ হবে।

২. আর واحد مؤنث حاضر এর মধ্যে کسرہ হবে।

৩. আর বাকি সীগাগুলো অর্থাৎ مضارع مفرد এ পাঁচ সীগাতে فتحہ হবে।

নূনে খফীফার অবস্থা:

- নূনে খফীফা সর্বদা সাকিন হয়।

নূনে খফীফার হুকুম:

১. নূনে খফীফাকে যেমনিভাবে نون ساکنہ'র সূরতে লেখা যায় তেমনিভাবে আলিফের সাথে তানবীনের সূরতেও লেখা যায়। যেমন: لَيَضْرِبَنْ، لَنَسْفَعًا

২. নূনে খফীফার পর যদি কোন ساکن হরফ আসে তাহলে নূনে খফীফা পড়ে যায়। যেমন: لَا تُهِيْنَ(১) الْفَقِيْرَ عَلَّكَ أَنْ* تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ

৩. নূনে খফীফার উপর যদি ওয়াকফ করা হয় তাহলেও নূনে খফীফা পড়ে যাবে আর যদি কোন অক্ষর নূনে খফীফা আসার কারনে পড়ে যায় তাহলে

---

১. এটা মূলত: لَا تُهِيْنَنْ ছিল।

সেটা ফিরে আসবে। আর যদি এর পূর্বের অক্ষর মাফতূহ হয়ে থাকে তাহলে নূনে খফীফা আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

বিশেষ কিছু কথা

১. নূনে তাকীদ দুই প্রকার। নূনে সাকীলা ও নূনে খফীফা।

২. নূনে সাকীলা নূনে মুশাদ্দাদকে বলে। যা নাকি ফাতহের উপর মাবনী হয়ে থাকে।

৩. আর নূনে খফীফা নূনে সাকিনকে বলে।

৪. নূনে তাকীদ ফেয়েলে মুযারি এবং আমরের শেষে যুক্ত হয়। অন্য ফেয়েলের সাথে যুক্ত হয় না।

৫. নূনে তাকীদ এসে ফেয়েলে মুযারি কে খালেছ মুসতাকবিলের অর্থে পরিণত করে।

৬. প্রণিধানযোগ্য মতানুযায়ী নূনে সাকিলার মধ্যে নূনে খফীফার তুলনায় অধিক তাকীদ রয়েছে।

মুহাক্কিক আব্বাস হাসান বলেন: والمشددة أقوى في تأدية التوكيد من المخففة
অর্থাৎ নূনে সাকিলা তাকীদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নূনে খফীফার চেয়ে শক্তিশালী।

المساعد على تسهيل الفوائد **এর মধ্যে রয়েছে:** وقال الخليل: إن التوكيد بالشديدة أشد
অর্থাৎ নূনে সাকিলা দ্বারা তাকীদ অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٠٩)

منها أن التأكيد بالشديدة آكد من التأكيد بالخفيفة. فالتأكيد بالنون الشديدة بمنزلة التأكيد باسمين في قولك: قام القوم كلهم أجمعون. والتأكيد بالنون الخفيفة بمنزلة التأكيد باسم واحد من قولك: قام القوم كلهم.

নূনে সাকীলার মাধ্যমে তাকীদ নূনে খফীফার তুলনায় অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং নূনে সাকীলার মাধ্যমে তাকীদ হল قام القوم كلهم أجمعون এর মধ্যে দুটি ইসম দ্বারা তাকীদ আনার মত। আর নূনে খফীফা দ্বারা তাকীদ আনা এটা قام القوم كلهم এর মধ্যে এক ইসম দ্বারা তাকীদ আনার মত।

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (٢/ ٦١١)

والتأكيد بهَا أَي الثَّقِيلَة أَشد من التَّأْكِيد بالخفيفة نَص عَلَيْهِ الْخَلِيل

আর নূনে সাকীলার দ্বারা তাকীদ প্রদান নূনে খফীফার তুলনায় অধিক অর্থবহ হয়ে থাকে। ইমাম খলীল রহ. তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

একারনেই আমরা পাকিস্তানের সরফের বিভিন্ন কিতাবে দেখি যে, তারা লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ সাকীলার মধ্যে তিন তাকীদ সহকারে তরজমা করে থাকেন। আর নূনে খফীফার মধ্যে দুই তাকীদ এনে থাকেন। তাই তিন তাকীদের সাথে কেউ যদি লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ সাকীলার তরজমা করে থাকে তাহলে তা ভুল বলা বা ভুল ধরা কোন ক্রমেই সঠিক নয়। বরং......

এ কারণে এ মাযহাব অনুযায়ী লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ সাকীলার মধ্যে তিন তাকীদ আর লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ খফীফার মধ্যে দুই তাকীদ, امر مؤکد بانون ثقیلہ 'র মধ্যে দুই তাকীদ আর امر مؤکد بانون ثقیلہ 'র মধ্যেএক তাকীদ হবে।

নূনে তাকীদের আগমনস্থল:

১. জওয়াবে কসমের মধ্যে যখন সেটা ফেয়েলে মুযারি হয়, মানফী না হয় এবং তার শুরুতে قد, سوف ،س (হরফে তানফীস) না আসে, এবং তার معمول তার পূর্বে মুকাদ্দাম না হয় আর তার শুরুতে لام আসে তাহলে তার শেষে নূনে তাকীদ ওজুবান আনতে হয়।

২. আর جوازا যুক্ত হয় নিম্নোক্ত ফেয়েলের সাথে:

ক. আমর । যেমন: لتحذرن مديح نفسك

খ. এমন ফেয়েলে মুযারি' যার সাথে أدوات الطلب যুক্ত হয়।

যেমন: لام الأمر، لا النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض، التمني، الدعاء

গ. ما الزائدة যুক্ত إن حرف شرط- (অর্থাৎ إما) যখন ফেয়েলে মুযারি এর শুরুতে আসে। যেমন: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا

ঘ. কখনও কখনও لا النافية 'র পর, ما الزائدة 'র পর যেটা নাকি إن এর সাথে যুক্ত না হয়, তেমনিভাবে رُبَّ এর সাথে যুক্ত ما الزائدة 'র পর, ما বিহীন ادات شرط এর পর। (আন নাহবুল ওয়াফী: ৪/১৭৫)

সুতরাং নূনে তাকীদ এসমস্ত জিনিসের পরে আসবে। এছাড়া আনা যাবে না।

❖ আর লামে তাকীদ যেমনিভাবে নূনে তাকীদ সহ আসে তেমনিভাবে নুনে তাকীদ ছাড়াও আসে। তবে যখন নূনে তাকীদ ছাড়া আসবে তখন সেটা ফেয়েলে মুযারিকে খালেছ হালের অর্থে পরিণত করবে। আর যদি নূনে তাকীদের সাথে আসে তাহলে তখন সেটা শুধু তাকীদের অর্থ প্রদান করবে। তখন সেটা আর হালের অর্থ প্রদান করবে না।

❖ **লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ এর প্রয়োগস্থল:**

উল্লেখ্য যে, লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদের বহস শুধুমাত্র জওয়াবে কসমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হবে না। যদি সেখানে আমরা কসম নাও দেখতে পাই তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এখানে কসম মাহযূফ (উহ্য) আছে। ইরাবুল কুরআনে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অন্যথায় আমরা নূনে তাকীদের আগমন স্থলের বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে লামে তাকীদের সাথে ব্যবহার হওয়ার কথা বলিনি। বরং বলেছি, কসমের জওয়াবে লামের তাকীদের সাথে আসবে। এখানে আগত লামের ব্যাপারে বলা হয় লামটা হল জওয়াবে কসমের শুরুতে এসেছে। সুতরাং বিষয়টি সবার কাছেই স্পষ্ট থাকা দরকার।

❖ **বিভিন্ন প্রকার লামের বর্ণনা:**

লামের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। সেগুলোর আলোচনা নাহুর কিতাবাদিতে করা হয়ে থাকে। আমাদের ইলমুস সরফে দুই ধরণের লামের আলোচনা হয়ে থাকে। স্পষ্ট হবার জন্য আমরা পৃথক ভাবে কিছুটা আলোচনা করে নিচ্ছি।

* **প্রথম প্রকারের লাম:**

লামে তাকীদ। এখানে যে লামে তাকীদের আলোচনা এসেছে সেটা মূলত জওয়াবে কসমের লাম। অর্থাৎ এটা জওয়াবে কসমের শুরুতে আসে।

তাকীদের অর্থ প্রদান করার জন্য আরেকটি লাম রয়েছে। যেটা নাকি কালামের শুরুতে আসে। সেটাকে লামে ইবতিদা বলে। এটা ইসম, ফেয়েল উভয়টির শুরুতেই আসে।

লামে ইবতিদা এর পরিবর্তিত আরেকটি রূপ রয়েছে। সেটি হল লামে মুযাহলাকা। সেটাও তাকীদের জন্য আসে।

* **এই প্রকার লামের হুকুম হল:**

এই লাম সর্বদা মাফতূহ হবে। এবং শুরুতে আসবে। তবে সেটা তার মাদখুলের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। শুধুমাত্র তাকীদের অর্থ প্রদান করবে। যদি সেটা নূনে তাকীদের সাথে না আসে তাহলে ফেয়েলে মুযারি এর শুরুতে আসলে সেটা মুযারিকে হাল এর জন্য খাস করে দেয়। আর নূনে তাকীদের সাথে আসলে শুধুমাত্র জওয়াবে কসমের শুরুতে তাকীদের জন্য আসবে। হালের অর্থ তখন দিবে না। তবে নূনে তাকীদ তখন ফেয়েলে মুযারিকে মুসতাকবিলের অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করে দিবে।

* **দ্বিতীয় প্রকার:**

লামে আমর। এটি ফেয়েলে মুযারি এর শুরুতে আসে। এবং সেটাকে আমরের অর্থে রূপান্তরিত করে। লামে আমর সর্বদা মাকসূর হয়ে থাকে। যেমন: لِيَفْعَلْ তবে যদি লামে আমর واو এবং فاء এর পর আসে তাহলে তাকে সাকিন করে পড়া ওয়াজিব। যেমন: فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا আর যদি ثُمَّ এর পর আসে তাহলে সেটাকে সাকিন করেও পড়া যায় আবার মাকসূরও পড়া যায়। তবে মাকসূর পড়াটাই উত্তম। আর বাকি অবস্থায় মাকসূর পড়া জরূরী।

নূনে ইরাবী সংক্রান্ত আলোচনা:

নূনে ইরাবীর শাব্দিক অর্থ হল ইরাবের নূন।

ইরাব এর সংজ্ঞা:

যে জিনিসের দ্বারা মুরাবের শেষে পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে ইরাব বলে।

নূনে ইরাবীর সংজ্ঞা:

১. নূনে ইরাবী এমন নূনকে বলে যা বাকি থাকাও এক ধরণের ইরাব এবং পড়ে যাওয়াও আরেক ধরণের ইরাব।
২. নূনে ইরাবী এমন নূনকে বলে যা ফেয়েলে মুযারির মধ্যে সাতটি সীগাতে ضمه এর পরিবর্তে আসে।

لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ এর তরজমা:

لَيَنْصُرَنَّ :

বাংলা: সে একজন পুরুষ অতি অবশ্যই সাহায্য করবে। অথবা সে একজন পুরুষ নিশ্চয়ই অতি অবশ্যই সাহায্য করবে।

উর্দূ: وہ ایک مرد ضرور بالضرور مدد کرے گا یا وہ ایک مرد یقینا ضرور بالضرور مدد کرے گا

لام تاکید بانون تاکید خفیفہ এর তরজমা:

لَيَنْصُرَنْ :

বাংলা: সে একজন পুরুষ অতি অবশ্যই সাহায্য করবে।

উর্দূ: وہ ایک مرد ضرور بالضرور مدد کرے گا

فعل امر

فعل امر : এমন ফেয়েলকে বলে যা দ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

فعل امر এর সীগা চৌদ্দটি। যেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ছয়টি সীগা অর্থাৎ حاضر معروف এর সীগাসমূহ লাম ব্যতিত এবং বাকি আটটি সীগা লামসহ আসে।[১]

ফেয়েলে আমরের গরদানে حاضر معروف 'র সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম ভিন্ন এবং বাকি সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম ভিন্ন। এরই ভিত্তিতে ফেয়েলে আমরের সীগাসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

---

১. উল্লেখ্য যে, আরবীতে সরাসরি আমরের সীগা ছয়টি। অর্থাৎ আমরে হাযের মারূফ। আমরের বাকি সীগাগুলো সরাসরি আমরের সীগা নয়। বরং লামে আমর সহযোগে মুযারি এর সীগা। অর্থাৎ লামে আমর বৃদ্ধি করে এগুলোকে আমরের অর্থে পরিণত করা হয়েছে। তাই এদিকে লক্ষ্য করে যদি আমরে হাযের এর ছয় সীগা আলাদা করে এনে বাকি সীগাগুলোকে একসাথে আনা হতো তাহলে তা বানানোর নিয়ম অনুযায়ী হত। বাকি যেহেতু সেগুলোকেও লামে আমর সহযোগে আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমরের অর্থে রূপান্তর করা। তাই অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যতা থাকার কারণে সবগুলোকে এক সাথে আনাতেও কোন সমস্যা নেই। বাকি স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলো সরাসরি আমরের সীগা নয়, বরং সেগুলোকে আমরের অর্থে বানানো হয়েছে।

১. امر حاضر معروف

২. امر غائب و متكلم، معروف و مجهول، وامر حاضر مجهول

فعل امر কে مضارع مثبت থেকে বানাতে হয়।

امر معروف কে مضارع معروف থেকে।

امر مجهول কে مضارع مجهول থেকে।

امر غائب কে مضارع غائب থেকে।

امر حاضر কে مضارع حاضر থেকে।

امر متكلم কে مضارع متكلم থেকে।

অর্থাৎ আমরের যেই সীগা বানানোর প্রয়োজন হবে তা مضارع এর উক্ত সীগা থেকেই বানাতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

امر غائب معروف কে বানাতে হয় مضارع غائب معروف থেকে

امر غائب مجهول কে বানাতে হয় مضارع غائب مجهول থেকে

امر حاضر معروف কে বানাতে হয় مضارع حاضر معروف থেকে

امر حاضر مجهول কে বানাতে হয় مضارع حاضر مجهول থেকে

امر متكلم معروف কে বানাতে হয় مضارع متكلم معروف থেকে

امر متكلم مجهول কে বানাতে হয় مضارع متكلم مجهول থেকে

امر غائب و متكلم، معروف، مجهول وامر حاضر مجهول বানানোর নিয়ম

امر غائب و متكلم، معروف، مجهول وامر حاضر مجهول এর সীগাসমূহকে مضارع مثبت এর উক্ত সীগাসমূহ থেকে বানাতে হয়।

امر غائب و متكلم، معروف، مجهول وامر حاضر مجهول এর বানানোর নিয়ম অনেকটা نفی جحد بلم বানানোর নিয়মের ন্যায়। অর্থাৎ:-

امر غائب و متکلم، معروف، مجہول وامر حاضر مجہول এর সীগাসমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ:

مضارع مثبت এর শুরুতে لام امر مکسور جازم বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: يَفْعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ ।

দ্বিতীয় কাজ:

مضارع مفرد এর সীগাসমূহের শেষে পেশের পরিবর্তে জযম দিতে হবে, যদি হরফে ইল্লত না থাকে।

যেমন: يَضْرِبُ থেকে لِيَضْرِبْ

تَضْرِبُ থেকে لِتَضْرِبْ

أَضْرِبُ থেকে لِأَضْرِبْ

نَضْرِبُ থেকে لِنَضْرِبْ

আর যদি হরফে ইল্লত থাকে তাহলে তা ফেলে দিতে হবে। যেমন: يَدْعُوْ থেকে لِيَدْعُ

يَرْمِيْ থেকে لِيَرْمِ

يَخْشَى থেকে لِيَخْشَ

তৃতীয় কাজ:

مضارع باضمائر এর সীগাসমূহের শেষ থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে।

যেমন: يَفْعَلَانِ থেকে لِيَفْعَلَا

تَفْعَلَانِ থেকে لِتَفْعَلَا

يَفْعَلُوْنَ থেকে لِيَفْعَلُوْا

চতুর্থ কাজ:

مضارع مبنی এর সীগাসমূহকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: يَضْرِبْنَ থেকে لِيَضْرِبْنَ

তাহলেই امر غائب و متکلم، معروف، مجہول وامر حاضر مجہول এর সীগা সমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

امر حاضر معروف بنانے کے قاعدے

مضارع حاضر سے علامت مضارع گرا دینے کے بعد

پہلا حرف متحرک ہو گا

یاتو ساکن

عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو گا
تو شروع میں ہمزۂ وصل مکسور لایا جائے گا

یا مضموم ہو گا
تو شروع میں ہمزۂ وصل مضموم لایا جائے گا

پھر یاتو مضارع مفرد کے صیغے ہوں گے

یاتو مضارع باضمائر کے
تو آخر سے نون اعرابی گرا دیا جائے گا

یاتو مضارع مبنی کے
تو آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی

یاتو آخر میں حرف علت نہو
تو آخری حرف کو ساکن کیا جائے گا

اور اگر ہو
تو اس کو گرا دیا جائے گا

امر حاضر معروف বানানোর নিয়ম

امر حاضر معروف এর সীগাসমূহ বানাতে হয় حاضر معروف(مثبت)مضارع এর সীগা সমূহ থেকে।

امر حاضر معروف এর সীগাসমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজঃ

مضارع حاضر معروف এর সীগাসমূহের শুরু থেকে (ت) علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

অতঃপর দেখতে হবে যে, প্রথম অক্ষর متحرک না ساکن।

(ক) যদি প্রথম অক্ষর যদি সাকিন হয় তাহলে শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল বৃদ্ধি করতে হবে।[১]

তবে যদি مضارع এর আইন কালিমা মাফতূহ বা মাকসূর হয় তাহলে হামযায়ে ওয়াসল মাকসূর হবে।

যেমন: تَسْمَعُ থেকে اِسْمَعْ

تَضْرِبُ থেকে اِضْرِبْ

আর যদি مضارع এর আইন কালিমা মাযমূম হয় তাহলে হামযায়ে ওয়াসল মাযমূম হবে। যেমন: تَنْصُرُ থেকে اُنْصُرْ

---

(১) তবে باب الإفعال এর ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা সেখান থেকে আলামতে মুযারি কে ফেলে দেবার পর যদিও নাকি প্রথম অক্ষর সাকিন দেখা যায়, কিন্তু তবুও সেখানে হামযায়ে ওয়াসল বৃদ্ধি করা হবে না। কেননা সেখানে আমরে হাযের বানানোর সময় মূলের দিকে লক্ষ্য করা হয়। আর বাবে ইফআলের মুযারি এর সীগা যদিও নাকি দেখা যাচ্ছে: تُكْرِمُ কিন্তু তা মূলত تُأَكْرِمُ ছিল। একটি বিশেষ কারণে -যার বর্ণনা বাবের আলোচনায় আসবে- সেখান থেকে হামযা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তো এ বাবের মুযারি এর সীগা যেহেতু মূলত تُأَكْرِمُ ছিল। তাই আমরে হাযের বানানোর সময় আলামতে মুযারি ফেলে দেবার পর প্রথম অক্ষর হামযায়ে মুতাহাররিক বাকি থাকে। তাই হামযায়ে ওয়াসল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না। এবং এটি এ নিয়মের আওতায়েও পড়বে না।

(খ) আর যদি প্রথম অক্ষর মুতাহাররিক হয় তাহলে হামযায়ে ওয়াসল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয় কাজঃ

مضارع مفرد এর এক সীগার শেষে ضمہ এর পরিবর্তে جزم দিতে হবে, যদি হরফে ইল্লত না থাকে।

যেমন: تَضْرِبُ থেকে اِضْرِبْ

تَسْمَعُ থেকে اِسْمَعْ

تَنْصُرُ থেকে اُنْصُرْ

تُعَلِّمُ থেকে عَلِّمْ

تَضَعُ থেকে ضَعْ

(تُكْرِمُ থেকে أَكْرِمْ , تُقَابِلُ থেকে قَابِلْ, تَتَقَبَّلُ থেকে تَقَبَّلْ, تُبَعْثِرُ থেকে بَعْثِرْ, تَتَسَرْبَلُ থেকে تَسَرْبَلْ)

আর যদি হরফে ইল্লত থাকে তাহলে হরফে ইল্লত ফেলে দিতে হবে।

যেমন: تَدْعُوْ থেকে اُدْعُ

تَرْمِيْ থেকে اِرْمِ

تَخْشَى থেকে اِخْشَ

تَقِيْ থেকে قِ

(تَجْتَبِيْ থেকে اِجْتَبِ , تَسْتَدْعِيْ থেকে اِسْتَدْعِ, تَتَلَقَّى থেকে تَلَقَّ, تُنَادِيْ থেকে نَادِ)

তৃতীয় কাজঃ

مضارع باضمائر এর চার সীগার শেষ থেকে নূনে ইরাবীকে ফেলে দিতে হবে।

যেমন: تَضْرِبَانِ থেকে اِضْرِبَا

تَضْرِبُوْنَ থেকে اِضْرِبُوْا

تَضْرِبِيْنَ থেকে اِضْرِبِيْ

চতুর্থ কাজঃ

مضارع مبنی এর এক সীগার মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাসকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: اِفْعَلْنَ

তাহলেই امر حاضر معروف এর সীগাসমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

আমরের তরজমা:

لِيَفْعَلْ: (وہ کرے / چاہیے[১] کہ / مناسب کہ / لازم کہ وہ کرے) (সে যেন করে, তার করা উচিত, সে করুক)

اِفْعَلْ: (تو کر) (তুমি কর)

ফায়েদা নং-১:
ফেয়েলে আমরের মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাস বাকি থাকে আর নূনে ইরাবী পড়ে যায়। যার আলোচনা আমরা বানানোর নিয়মের মধ্যে করে এসেছি।

ফায়েদা নং-২:
নূনে সাকীলা ও খফীফা যেমনিভাবে মুযারির মধ্যে আসে তেমনিভাবে আমরের মধ্যেও আসে। তবে আমরের মধ্যে লামে তাকীদ আসে না। যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা লামে তাকীদের বাহাসের মধ্যে করে এসেছি।

ফায়েদা নং-৩:
লামে তাকীদ এবং লামে আমরের মধ্যে পার্থক্য:

لام تاکید এবং لام امر এর মধ্যে দুই ধরণের পার্থক্য রয়েছে।
১. শব্দগত পার্থক্য
২. অর্থগত পার্থক্য

শব্দগত পার্থক্য:
লামে তাকীদ সর্বদা মাফতূহ হয়। যেমন: لَيَفْعَلَنَّ এবং লামে আমর অধিকাংশ মাকসূর হয়। যেমন: لِيَفْعَلْ

তবে যদি লামে আমর واو عاطفہ বা ফায়ে আতেফা এর পর আসে তাহলে তাকে সাকিন করে পড়া ওয়াজিব। যেমন: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

---

১. এখানে چاہئے এভাবে হামযা দিয়ে লেখা যাবে না। বরং ইয়া দিয়ে چاہیے এভাবে লিখতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কথাবার্তা কিতাবের শেষে আসবে ইনশাআল্লাহ।

وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًاআর যদি ثُمَّ এর পর আসে তাহলে সাকিন করে পড়া জায়িয, তবে মাকসূর পড়াই উত্তম। যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি।

অর্থগত পার্থক্য:

لام تاكيد এর অর্থ হল ضرور অর্থাৎ অবশ্যই আর লামে আমর এর অর্থ হল چاہیے کہ (যেন, উচিত)

ফায়েদা নং-৪:

হামযায়ে ওয়াসল এমন হামযাকে বলে যা তার পূর্বের অক্ষরের সাথে মিলে যায় এবং পড়ার ক্ষেত্রে আসেনা, তবে লেখার ক্ষেত্রে বাকি থাকে। যেমন: فَاطْلُبْ، ثُمَّ اطْلُبْ

তবে কখনও কখনও লেখা থেকেও পড়ে যায়। যেমন: بسم الله الرحمن الرحيم

হামযায়ে ওয়াসল এর বিস্তারিত বর্ণনা:

শব্দের শুরুতে যে হামযা এসে থাকে সেটা হয়ত শব্দের মৌলিক গঠনে ভূমিকা পালন করবে, নয়ত শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত আসবে। যদি শব্দের মূল গঠনে তার ভূমিকা থাকে তাহলে তাকে الهمزة الأصلية বলে। আর যদি সেটা অতিরিক্ত আসে, তাহলে হয়ত সর্বাবস্থায় বাকি থাকবে। কিংবা যে কালিমাতে হামযাটি রয়েছে সেটাকে তার পূর্বের কালিমার সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় সেই হামযাটি পড়ে যাবে। যদি সর্বাবস্থায় বাকি থাকে তাহলে সেটাকে همزة القطع বা همزة الفصل বলে। আর যদি পড়ে যায় তাহলে সেটাকে همزة الوصل বলে।

হামযায়ে ওয়াসলের সংজ্ঞা:

হামযায়ে ওয়াসল ঐ হামযাকে বলে যা সাকিন দ্বারা শুরু করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিয়ে আসা হয়।

হামযায়ে ওয়াসলের নামকরণের কারণ:

ওয়াসল শব্দের অর্থ হল মিলা, মিলানো।

(ক) যেহেতু এই হামযাকে পরবর্তী সাকিন অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্য আনা হয়ে থাকে তাই এই হামযাকে হামযাকে হামযায়ে ওয়াসল বলে।
(খ) অথবা যেহেতু এই হামযা (পড়ে গিয়ে) তার পরবর্তী অক্ষরকে তার পূর্বের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেয় তাই এই হামযাকে হামযায়ে ওয়াসল বলে।

হামযায়ে ওয়াসল আনার কারণঃ

আহলে আরবদের নিকট সাকিন দ্বারা কোন অক্ষর শুরু করা কঠিন হয়ে থাকে। তাই যে সমস্ত অক্ষরের শুরুতে সাকিন রয়েছে সে সাকিন হরফের সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্য একটি হামযা আনা হয়ে থাকে। যেন ابتدا بالسكون লাযেম না আসে।

হামযায়ে ওয়াসলের হুকুমঃ

১. যদি সেটা বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে সেটা পড়ায় আসে । যেমন: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

২. আর যদি মাঝখানে আসে তাহলে পড়ায় আসে না। বরং তার পরবর্তী অক্ষরকে তার পূর্ববর্তী অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন: **مَا اسْمُكَ؟**

৩. হামযায়ে ওয়াসল অধিকাংশ সময় লেখায় আসে। উপরোক্ত উদাহরণ।

৪. তবে কখনও কখনও লেখা থেকেও পড়ে যায়। যেমন: **لِلّٰهِ، لَلّٰهُ، محمد بْنُ عبد الله، أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ**

همزة القطع

همزة القطع ঐ হামযাকে বলে যা সর্বাবস্থায় বহাল থাকে। সেটা বাক্যের শুরুতে আসুক বা মাঝে আসুক।
যেহেতু এই হামযা তার পূর্ববর্তী অক্ষরকে তার পরবর্তী অক্ষর থেকে পৃথক করে দেয় তাই এই হামযাকে হামযায়ে ফসল বা হামযায়ে কতঈ বলে।

হামযায়ে ওয়াসল ও কতঈ লেখার পদ্ধতি:

হামযায়ে ওয়াসল শুধুমাত্র আলিফের সূরতে লেখা হয়। তার উপর হামযায়ে কুতনী থাকে না। এবং সে হামযার উপর (ٱ)[১] এই চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

আর হামযায়ে কতঈও আলিফের সূরতে লেখা হয়। তবে যদি সেটা মাফতূহ অথবা মাযমূম হয় তাহলে তার উপর ছোট্ট একটি হামযা লেখা হয়। যেমন: أَنْتَ، أُفٍّ আর যদি মাকসূর হয় তাহলে ছোট্ট হামযাটি তার নীচে লেখা হয়। যেমন: إِنَّ

তাছাড়া হামযা লেখার আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলো আরবী ইমলার কিতাবে রয়েছে।

فعل نہی সংক্রান্ত আলোচনা

فعل نہی এমন ফেয়েলকে বলে যা দ্বারা কোন কাজ না করা বা না হওয়া চাওয়া হয়। যেমন: لَا تَفْعَلْ (تومت کر) (তুমি করো না।)

فعل نہی বানানোর নিয়মঃ

فعل نہی বানানোর নিয়ম হুবহু نفی جحد بلم বানানোর নিয়মের ন্যায়। অর্থাৎ:-

فعل نہی এর সীগাসমূহ বানাতে হয় مضارع مثبت এর সীগাসমূহ থেকে। মারূফকে মারূফ থেকে, মাজহূলকে মাজহূল থেকে।

---

১. এই চিহ্নের হাকীকত হল এই যে, এই চিহ্নটি হল ছোট ص এর মাথা যা নাকি নেয়া হয়েছে صِلْ শব্দ থেকে। তেমনিভাবে হামযায়ে ক্বতয়ী লেখার নিয়ম হল সেটাকে আলিফের উপর ছোট হামযার সূরতে লিখতে হয় যার হাকীকত হল এই যে, সেটা হল ছোট ع এর মাথা যা নাকি নেয়া হয়েছে قطع শব্দ থেকে। তেমনিভাবে (ّ) তাশদীদের এই চিহ্নটির হাকীকত হল, সেটা নুকতাবিহীন ছোট ش এর মাথা যা নাকি নেয়া হয়েছে شد শব্দ থেকে।
مختصر الإملاء والترقيم: حسين والي ص٨-١٠

فعل نہی এর সীগাসমূহ বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ:

مضارع مثبت এর শুরুতে لائے نہی جازم বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: تَضْرِبُ থেকে لَا تَضْرِبْ।

দ্বিতীয় কাজ:

مضارع مفرد এর পাঁচ সীগা অর্থাৎ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم এর শেষে ضمہ এর পরিবর্তে جزم দিতে হবে, যদি হরফে ইল্লত না থাকে।

যেমন:

لَا تَنْصُرْ থেকে تَنْصُرُ

لَا تَضْرِبْ থেকে تَضْرِبُ ।

لَا تَسْمَعْ থেকে تَسْمَعُ

আর যদি **حرف علت** থাকে তাহলে তা ফেলে দিতে হবে। যেমন:

لَا تَدْعُ থেকে تَدْعُوْ

لَا تَرْمِ থেকে تَرْمِيْ

لَا تَخْشَ থেকে تَخْشَى

তৃতীয় কাজ:

مضارع باضمائر এর সাত সীগা অর্থাৎ চার تثنیہ , দুই جمع مذکر غائب وحاضر এবং এক **واحد مؤنث حاضر** এর শেষ থেকে نون اعرابی ফেলে দিতে হবে। যেমন: لَا يَفْعَلَا، لَا يَفْعَلُوْا، لَا تَفْعَلَا، لَا تَفْعَلُوْا، لَا تَفْعَلِيْ، لَا تَفْعَلَا

চতুর্থ কাজ:

مضارع مبنی এর দুই সীগা অর্থাৎ جمع مؤنث غائب وحاضر এর মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাসকে স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে। যেমন: لَا يَفْعَلْنَ، لَا تَفْعَلْنَ

তাহলেই فعل نہی এর সীগা সমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

نون ثقیلہ ونون خفیفہ যেমনিভাবে مضارع এর সীগাসমূহে আসে অনরূপভাবে فعل نہی এর সীগাসমূহেও আসে তবে তাতেও আমরের ন্যায় لام تاکید আসে না।

ফেয়েলে নাহীর তরজমা:

لَا تَفْعلْ: (تو ایک مرد مت کر) তুমি একজন পুরুষ করো না।

لَا يَفْعَلْ: (مت کرے وہ ایک مرد/ چاہیے کہ وہ ایک مرد مت/ نہ کرے) **(সে একজন পুরুষ না করুক/ সে একজন পুরুষ যেন না করে।)**

لَا يَفْعَلُنْ: (چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز مت/ نہ کرے) **(সে একজন পুরুষ কিছুতেই না করুক/ সে একজন পুরুষ যেন কিছুতেই না করে।)**

ফায়েদা:

نہی بانون تاکید ও امر بانون تاکید এবং لام تاکید بانون تاکید ও نفی تاکید بلن এর মধ্যে পার্থক্য:

نفی تاکید بلن ও نہی بانون تاکید এর মধ্যে পার্থক্য:	
لَنْ يَفْعَلَ	সে একজন পুরুষ কিছুতেই করবে না।
لَا يَفْعَلَنَّ	সে একজন পুরুষ যেন কিছুতেই না করে।
لام تاکید بانون تاکید এবং امر بانون تاکید এর মধ্যে পার্থক্য:	
لَيَفْعَلَنَّ	সে একজন পুরুষ অতি অবশ্যই করবে।
لِيَفْعَلَنَّ	সে একজন পুরুষ যেন অবশ্যই করে।

উপরোক্ত পার্থক্যের সারসংক্ষেপ হল:

ক. نفی تاکید بلن এর তরজমা তাকীদযুক্ত فعل مستقبل منفی এর মাধ্যমে হবে। যেমন: (وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا) (সে একজন পুরুষ কিছুতেই করবে না)

আর نہی بانون تاکید এর জন্য তাকীদযুক্ত فعل مضارع منفی ব্যবহৃত হবে। যেমন: (ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد) (সে একজন পুরুষ যেন কিছুতেই না করে)

খ. আর امر بانون تاکید ও لام تاکید بانون تاکید এর মধ্যে পার্থক্য হল:

لام تاکید با نون تاکید এর তরজমাতে তাকীদযুক্ত اثبات فعل مستقبل ব্যবহৃত হবে।যেমন: (وہ ایک مرد ضرور بالضرور کرے گا) (সে একজন পুরুষ অতিঅবশ্যই করবে) আর امر بانون تاکید এর তরজমাতে তাকীদযুক্ত مضارع مثبت ব্যবহৃত হবে। যেমন: (وہ ایک مرد ضرور کرے) (সে একজন পুরুষ যেন অবশ্যই করে)

আর যারা নুনে সাকীলা ও নূনে খফীফার মধ্যে পার্থক্য করেন না তাদের মতানুযায়ী لام تاکید بانون تاکید এর মধ্যে দুইটি তাকীদ হবে এবং আমর এর মধ্যে একটি তাকীদ হবে।

একটি ফায়েদা:

لَا تَضْرِبُوْنِ এ জাতীয় সীগাতে যদি নূনের মধ্যে কাসরা থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এটা নাহীর সীগা, যা মূলত لَا تَضْرِبُوْنِيْ ছিল। সেখান থেকে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমকে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর যে নূন রয়েছে সেটা হল নূনে বিকায়া। আর যদি ফাতহা থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এটা মুযারি' এর সীগা।

ইসমে ফায়েল বানানোর নিয়ম

ইসমে ফায়েল: ঐ ইসমকে বলে যা কাজের কর্তাকে বুঝায় (অর্থাৎ এমন সত্ত্বাকে বুঝায় যার দ্বারা কোন কাজ সম্পাদিত হয়)। যেমন: فَاعِلٌ (کرنے والا ایک مرد) (এমন একজন পুরুষ যে করে।) فَاعِلَةٌ (کرنے والی ایک عورت) (এমন একজন মহিলা যে করে।)

অথবা: ইসমে ফায়েল ঐ ইসমকে বলে যা এমন স্বত্ত্বাকে বুঝায় যার সাথে কোন কাজ অস্থায়ীভাবে কায়েম থাকে।

যেমন:ضَارِبٌ হল ইসমে ফায়েল যা এমন এক স্বত্তাকে বুঝাচ্ছে যার সাথে ضرب অস্থায়ীভাবে কায়েম রয়েছে। কেননা মারার পূর্বে তাকে ضَارِبٌ বলা

যাবে না। আবার মারার পরেও তাকে ضَـارِبٌ বলা যাবে না। বরং যখন যে মুহূর্তে যার থেকে প্রকাশ পেয়েছে শুধুমাত্র সে সময়ই সে ضَارِبٌ । তো এই গুণটি তার সাথে অস্থায়ীভাবে কায়েম রয়েছে।

আর যে গুণটি কারো মাঝে স্থায়ীভাবে পাওয়া যা সেটা বুঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়ে তাকে ইসমে ফায়েল বলে না। বরং সিফাতে মুশাব্বাহাহ বলে।

আর যদি কোন গুণ কারো মাঝে তুলনা বুঝানো ব্যতিত আধিক্যের সাথে পাওয়া যায় তাহলে সেটা বুঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় সেটাকে ইসমে ফায়েল মুবালাগা বলে।

আর কোন গুণ যদি কারো মাঝে অন্যের তুলনায় বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেটা বুঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় সেটাকে ইসমে তাফযীল বলে।

আরবীতে ইসমে ফায়েলের সীগা ছয়টি।

فَاعِلَةٌ	واحد مؤنث	فَاعِلٌ	واحد مذكر
فَاعِلَتَانِ، فَاعِلَتَيْنِ	تثنيہ مؤنث	فَاعِلَانِ، فَاعِلَيْنِ	تثنيہ مذكر
فَاعِلَاتٌ	جمع مؤنث	فَاعِلُوْنَ، فَاعِلِيْنَ	جمع مذكر

ইসমে ফায়েলের সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

ثلاثى مجرد থেকে ইসমে ফায়েল বানানোর নিয়ম:

মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগা "فَاعِلٌ" এর ওযনে আসে।

যেমন:

نَصَرَ থেকে ناصر

ضَرَبَ থেকে ضَارِبٌ

سَمِعَ থেকে سَامِعٌ

غير ثلاثي مجرد থেকে ইসমে ফায়েল বানানোর নিয়মঃ

আর যদি মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় তাহলে اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগা বানাতে হয় মুযারি' মারূফ এর واحد مذكر غائب এর সীগা থেকে। তো তখন ইসমে ফায়েল এর واحد مذكر এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজঃ

مضارع معروف 'র واحد مذكر غائب এর সীগার শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

দ্বিতীয় কাজঃ

অতঃপর তার স্থানে ميم مضموم বৃদ্ধি করতে হবে।

তৃতীয় কাজঃ

শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে كسره দিতে হবে, যদি কাসরা না থাকে।[১]

চতুর্থ কাজঃ

শেষ অক্ষরে ضمه এর পরিবর্তে তানবীন (দুই পেশ) যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই غير ثلاثي مجرد থেকে اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

যেমন:

يُكْرِمُ থেকে مُكْرِمٌ

اِجْتَنَبَ থেকে مُجْتَنِبٌ

يَتَقَبَّلُ থেকে مُتَقَبِّلٌ

---

১. কয়েকটি শব্দ এমন রয়েছে যেগুলো ইসমে ফায়েলের সীগা হওয়া স্বত্ত্বেও عين كلمه ফাতহার সাথে আসে। যেমন: أَسْهَبَ থেকে مُسهَب, أَحْصَنَ থেকে مُحصَن, أَلْفَجَ بمعنى أفلس থেকে مُلفَج, أَهْتَرَ থেকে مُهتَر بمعنى ذاهب العقل من مرض أو حزن أو غيرهما

কয়েকটি শব্দের ইসমে ফায়েল বাবে ইফআল থেকে হওয়া স্বত্ত্বেও "فَاعِلٌ" এর ওযনে আসে। যেমন: أَعْشَبَ المكان থেকে عَاشِبٌ, أورس থেকে وَارِسٌ, أَيْفَعَ الغلام থেকে يَافِعٌ

اسم فاعل এর অবশিষ্ট সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

❖ اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগার শেষে الف এবং نون مكسوره অথবা يا ما قبل مفتوح এবং نون مكسوره বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنيه مذكر এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: فَاعِلٌ থেকে فَاعِلَانِ، فَاعِلَيْنِ

❖ واوما قبل مضموم এবং نون مفتوحه অথবা ياءما قبل مكسور এবং نون مفتوحه বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذكر এর সীগা, যেমন: فَاعِلُوْنَ، فَاعِلِيْنَ

❖ গোল "ة" বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مؤنث এর সীগা, যেমন: فَاعِلَةٌ

❖ واحد مؤنث এর শেষে الف এবং نون مكسوره অথবা ياءما قبل مفتوحه এবং نون مكسوره বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنيه مؤنث এর সীগা গঠিত হয়, যেমন: فَاعِلَتَانِ، فَاعِلَتَيْنِ

❖ واحد مؤنث এর শেষ থেকে গোল "ة" ফেলে দিয়ে الف এবং লম্বা ت বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث এর সীগা গঠিত হয়। যেমন: فَاعِلَاتٌ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. কখনও কখনও فَاعِلَةٌ এর ওযন মাসদারের অর্থে আসে। যেমন: كَاذِبَةٌ

২. বাবে كَرُمَ – يَكْرُمُ থেকে ইসমে ফায়েল অনেক সময় فَعِيْلٌ এর ওযনে আসে। তবে তা প্রকৃত পক্ষে ইসমে ফায়েল নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ বাবের আলোচনায় আসবে।

৩. فَاعِلٌ এর ওযনটা কখনও কখনও সিফাতে মুশাব্বাহ এর জন্যও আসে। যেমন: بَاسِلٌ

৪. কখনও কখনও فَعِيْلٌ এর ওযনটাও فَاعِلٌ এর অর্থে আসে। যেমন: شَهِيْدٌ بمعنى شَاهِدٌ

৫. তেমনিভাবে فَعُوْلٌ এ ওযনটাও فَاعِلٌ এর অর্থে আসে। যেমন:غَفُوْرٌ

ইসমে ফায়েলের জমার আরো কয়েকটি ওযন:

جمع مؤنث	جمع مذكر
فَوَاعِلُ، فُعَّلٌ	فَعَلَةٌ، فُعَّالٌ، فُعَّلٌ، فُعْلٌ، فُعَلَاءُ، فُعْلَانٌ، فِعَالٌ، أَفْعَالٌ، فُعَلٌ، فُعُوْلٌ، فُعُلٌ، فَعَلٌ

ইসমে ফায়েলের তরজমা: نَاصِرٌ ***(সাহায্যকারী একজন পুরুষ, সাহায্য করে এমন একজন পুরুষ)***

اسم مفعول

اسم مفعول ঐ اسم কে বলে যা এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় যার উপর ফায়েলের ফেয়েল পতিত হয়।[১]

আরবীতে ইসমে মাফউলের সীগা ছয়টি।

مَفْعُوْلَةٌ	واحد مؤنث	مَفْعُوْلٌ	واحد مذكر
مَفْعُوْلَتَانِ، مَفْعُوْلَتَيْنِ	تثنيه مؤنث	مَفْعُوْلَانِ، مَفْعُوْلَيْنِ	تثنيه مذكر
مَفْعُوْلَاتٌ	جمع مؤنث	مَفْعُوْلُوْنَ، مَفْعُوْلِيْنَ	جمع مذكر

১. এখানে পতিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, فعل সাথে مفعول এর এমন সম্পর্ক যে, যদি مفعول না হত তাহলে فعل অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না এবং তার অর্থই বুঝা যেত না। যেমন: مَضْرُوْبٌ এমন এক স্বত্ত্বাকে বুঝাচ্ছে যার সাথে ضَرْب (মার) এমন ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, যদি সে না থাকত তাহলে ضَرْب তথা মার অস্তিত্বেই আসতে পারতো না। তেমনিভাবে مَعْبُوْدٌ এমন এক স্বত্ত্বাকে বুঝাচ্ছে যার সাথে (ইবাদত) এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, যদি তিনি না থাকতেন তাহলে ইবাদত কাকে বলে তা বুঝা যেত না।

ইসমে মাফউল এর সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

اسم مفعول কে مضارع مجهول থেকে বানাতে হয়।

اسم مفعول এর গঠনপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করে ফেয়েলসমূহ দুই প্রকার:

১. ثلاثي مجرد

২. غير ثلاثي مجرد

ثلاثي مجرد থেকে ইসমে মাফউল এর ওয়াহিদ মুযাক্কার এর সীগা বানানোর নিয়ম:

যদি মাযী তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ইসমে মাফউল এর واحد مذكر এর সীগাটি مفعول এর ওযনে আসে।

যেমন:

نصر থেকে مَنْصُوْرٌ

ضرب থেকে مَضْرُوْبٌ

سمع থেকে مَسْمُوْعٌ

ثلاثي مجرد থেকে اسم مفعول বানানোর অপর আরেক পদ্ধতি

اسم مفعول এর সীগা বানাতে হয় مضارع مجهول থেকে।

ثلاثي مجرد থেকে اسم مفعول এর সীগা বানাতে হলে ৪টি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مجهول এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিয়ে তার শুরুতে ميم مفتوح বৃদ্ধি করতে হবে।

২. عين কালিমাতে ضمه দিতে হবে।

৩. অতঃপর عين এবং لام كلمه এর মাঝে واو ساكن مفعولى বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. সবেশেষে لام كلمه কালিমাতে تنوين দিতে হবে।

তাহলেই ثلاثي مجرد থেকে اسم مفعول এর واحد مذكر এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يُنْصَرُ থেকে مَنْصُوْرٌ ।

কেউ কেউ আবার اسم مفعول এর واحد مذکر এর সীগা এভাবে গঠন করেছেন।

১. মাদ্দার পূর্বে میم مفتوح বৃদ্ধি করতে হবে।

২. মাদ্দার দ্বিতীয় অক্ষরের পর واو ساکن বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. মাদ্দার শেষ অক্ষরে তানবীন যুক্ত করতে হবে।

এমতাবস্থায় মাদ্দার প্রথম অক্ষর সাকিন এবং দ্বিতীয় অক্ষর মাযমূম হবে। تثنیہ এবং جمع এর সূরতে আলামতে তাছনিয়া ও জমাও যুক্ত করতে হবে।

غیر ثلاثی مجرد থেকে ইসমে মাফউল এর ওয়াহিদ মুযাক্কার এর সীগা বানানোর নিয়ম:

❖ আর যদি মাযী তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় তাহলে اسم مفعول এর واحد مذکر এর সীগা বানাতে হয় مضارع مجہول থেকে।

সেক্ষেত্রে اسم مفعول এর واحد مذکر এর সীগা বানাতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مجہول এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. অতঃপর তার স্থানে میم مضموم বৃদ্ধি করতে হবে।

২. শেষ অক্ষরে তানবীন যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم مفعول এর ওয়াহিদ মুযাক্কার এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يُجْتَنَبُ থেকে مُجْتَنَبٌ, يُتَقَبَّلُ থেকে مُتَقَبَّلٌ।

اسم مفعول এর অন্যান্য সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম:

❖ واحد مذکر এর শেষে الف এবং نون مکسورہ অথবা یاء ما قبل مفتوحہ এবং نون مکسورہ বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنیہ مذکر এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: مَضْرُوْبٌ থেকে مَضْرُوْبَانِ، مَضْرُوْبَيْنِ, مُجْتَنَبٌ থেকে مُجْتَنَبَانِ، مُجْتَنَبَيْنِ

- ❖ نون مفتوحہ এবং یاءما قبل مکسور এবং نون مفتوحہ অথবা واوما قبل مضموم বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مذکر এর সীগা, যেমন: مضروبون، مضروبين، مجتنبون، مجتنبين
- ❖ واحد مذکر এর শেষে গোল "ة" বৃদ্ধি করার দ্বারা واحد مؤنث এর সীগা, যেমন: مَضْرُوْبَةٌ، مُجْتَنَبَةٌ
- ❖ واحد مؤنث শেষে الف এবং یاءما قبل مفتوحہ এবং نون مکسورہ অথবা نون مکسورہ বৃদ্ধি করার দ্বারা تثنیہ مؤنث এর সীগা গঠিত হয়, যেমন: مَضْرُوْبَتَانِ، مَضْرُوْبَتَيْنِ، مُجْتَنَبَتَانِ، مُجْتَنَبَتَيْنِ
- ❖ واحد مؤنث এর শেষ থেকে গোল "ة" ফেলে দিয়ে আলিফ এবং লম্বা তা বৃদ্ধি করার দ্বারা جمع مؤنث এর সীগা গঠিত হয়। যেমন: مَضْرُوْبَاتٌ، مُجْتَنَبَاتٌ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কখনও কখনও فَعِيْلٌ এবং فَعُوْلٌ এর ওযনও اسم مفعول এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: رَسُوْلٌ بمعنى مُرْسَلٌ এবং قَتِيْلٌ بمعنى مَقْتُوْلٌ।

আবার কখনও কখনও مَفَاعِيْلُ এর ওযনেও اسم مفعول এর জমা এর সীগা আসে। যেমন: مَلْعُوْنٌ থেকে مَلَاعِيْنُ

উল্লেখ্য যে, ইসমে মাফউল শুধুমাত্র فعل متعدی থেকেই গঠিত হয়। তবে ফেয়েলে লাযেমকে যদি متعدی বানানোর পদ্ধতি[১] অনুযায়ী মুতাআদ্দি বানানো

---

১. أسباب تعدية الأفعال عشرة وهي:

١ -الهمزة ، وتسمى همزة التعدية ، نحو قام (لازم) أقمته (متعدٍ).

٢ -ألف المفاعلة ، نحو قام (لازم) قاومته (متعدٍ).

٣ -تشديد الوسط أي التضعيف ، نحو فرح (لازم) فرَّحته (متعدٍ).

٤ -حروف الجر ، نحو فرح (لازم) فرح به (متعدٍ).

٥ -حذف حرف الجر من المفعول به ، نحو أمرتُكَ الخيرَ.

٦ -حذف حرف الجر من الظروف أي المنصوب بنزع الخافض ، نحو : قول الشاعر : تَمُرُّون الدِّيارَ ولم

হয় তাহলে সেখানে থেকেও ইসমে মাফঊলের সীগা গঠন করা যায়। যেমন: مَدْخُوْلٌ بِهِ، مُتَّكَأٌ عَلَيْهِ

ইসমে মাফঊলের তরজমা: مَنْصُوْرٌ (সাহায্য করা হয়েছে এমন একজন পুরুষ, সাহায্য প্রাপ্ত একজন পুরুষ)

ইসমে তাফযীল

ইসমে তাফযীল ঐ ইসমকে বলে যা কোন কাজের মধ্যে স্বীয় কর্তার বড়ত্বকে বুঝায়। যেমন: أَنْصَرُ (তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী একজন পুরুষ)
কিন্তু ইহা ইসমে তাফযীলের প্রকৃত সংজ্ঞা নয়। বরং প্রকৃত সংজ্ঞা হল:
ইসমে তাফযীল ঐ ইসমকে বলে যা এমন স্বত্ত্বাকে বুঝায় যার মধ্যে معنى مصدرى অন্যের তুলনায় অধিক পাওয়া যায়। যেমন: أَنْصَرُ যা এমন স্বত্ত্বাকে বুঝাচ্ছে যার মধ্যে نصرت অর্থাৎ (সাহায্য) অন্যের তুলনায় অধিক হারে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অন্যের তুলনায় অধিক সাহায্যকারী।
ইসমে তাফযীলের জন্য মোট ছয়টি সীগা ব্যবহৃত হয়।

فُعْلَى	واحد مؤنث	أَفْعَلُ	واحد مذكر
فُعْلَيَانِ، فُعْلَيَيْنِ	تثنيه مؤنث	أَفْعَلَانِ، أَفْعَلَيْنِ	تثنيه مذكر
فُعْلَيَاتٌ	جمع مؤنث	أَفْعَلُوْنَ، أَفْعَلِيْنَ	جمع مذكر
فُعَلٌ		أَفَاعِلُ	

تَعُوجُوا كلامُكُمْ عَلَيَّ إذاً حَرامُ والأصل : تمرون بالديار . فانتصب المجرور بعد سقوط الجار.

٧ -إلّا في الاستثناء ، نحو قام القومُ إلا زيداً. =

=٨- واو مع ، نحو قمت وزيداً.

٩ -حمل الفعل على الفعل إذا كان في معناه أي التضمين النحوي وهو أن تُشْرَبَ كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها ، نحو : " وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ " ، ضُمِّن تعزموا معنى تنووا فعُدِّي تعديته.

١٠ -زيادة الهمزة والسين والتاء ، نحو خرج (لازم) استخرجته (متعدٍ).

ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম

ছুলাছী মুজাররাদ থেকে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম:

মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ইসমে তাফযীলের واحد مذكر এর সীগা সর্বদা أَفْعَلُ এবং واحد مؤنث এর সীগা فُعْلَى এর ওযনে আসে। যেমন: أَكْبَرُ، كُبْرَى، أَصْغَرُ، صُغْرَى।

গাইরে ছুলাছী মুজাররাদ থেকে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম:

আর মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ইসমে তাফযীল এ পদ্ধতিতে আসবে না।

ইসমে তাফযীলের বাকি সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

তাছনিয়া বানানোর নিয়ম:

واحد শেষে الف এবং نون مكسوره অথবা ياء ما قبل مفتوحه এবং نون مكسوره বৃদ্ধি করার দ্বারা তাছনিয়া এর সীগাসমূহ গঠিত হয়। যেমন: أَفْعَلَانِ، أَفْعَلَيْنِ، فُعْلَيَانِ، فُعْلَيَيْنِ

জমা বানানোর নিয়ম:

واحد مذكر শেষে واو ما قبل مضموم এবং نون مفتوحه অথবা ياء ما قبل مكسور এবং نون مفتوحه বৃদ্ধি করলে جمع مذكر এর সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: أَفْعَلُوْنَ، أَفْعَلِيْنَ
এবং واحد مؤنث এর শেষে الف এবং লম্বা "ت" বৃদ্ধি করলে جمع مؤنث এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: فُعْلَيَاتٌ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

اسم تفضيل এর جمع مذكر এর সীগা أَفَاعِلُ এবং جمع مؤنث এর সীগা فُعَلٌ এর ওযনেও আসে।

(উল্লেখ্য যে, প্রথম জমাটি হল جمع سالم এবং এই জমাটি হল جمع مكسر।)

ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়মঃ

اسم تفضيل এর সীগাসমূহ বানাতে হয় مضارع مثبت معروف থেকে।

মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় এবং তাতে রং, বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি এবং শারীরিক গঠনের অর্থ না থাকে তাহলে ইসমে তাফযীলের واحد مذكر এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১.مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع ফেলে দিতে হবে।
২. অতঃপর শুরুতে হামযায়ে ইসমে তাফযীল যুক্ত করতে হবে।

৩. عين كلمه তে ফাতহা দিতে হবে যদি ফাতহা না থাকে।

৪. এবং শেষ অক্ষরের ضمه কে বাকি রাখতে হবে। বাকি তানবীন দেওয়া যাবে না।

তাহলেই اسم تفضيل এর واحد مذكر এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

আর اسم تفضيل এর واحد مؤنث এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর فاء كلمه কালিমাতে ضمه দিতে হবে।

২. অতঃপর عين كلمه কে সাকিন করতে হবে।

৩. لام كلمه তে ফাতহা দিতে হবে।

৪. لام كلمه এর পর الف مقصوره যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই اسم تفضيل এর واحد مؤنث এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

আর মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় অথবা তাতে রং, বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি অথবা শারীরিক সৌন্দর্যের অর্থ থাকে তাহলে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম হল এই যে,

উদিষ্ট ফেয়েলের মাসদারে মানসূবের শুরুতে أشد، أكثر এ জাতীয় শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: أشد اجتنابا، أكثر إكراما، أكثر حمرة ইত্যাদি।

ইসমে তাফযীল বানানোর দুইটি পদ্ধতি রয়েছে:

১. الطريقة المباشِرة (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)

২. الطريقة غير المباشِرة(পরোক্ষ পদ্ধতি)

الطريقة المباشرة (প্রত্যক্ষ পদ্ধতি)

اسم تفضيل এর সীগা শুধুমাত্র এমন ثلاثي مجرد থেকে গঠিত হয় যা لون (রং), عيب ظاهر (বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি) এবং حليه (শারীরিক সৌন্দর্য) এর অর্থের ধারক না হয়।[১]

সুতরাং فعل ثلاثي مجرد যদি لون (রং), عيب ظاهر (বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি) এবং حليه (শারীরিক সৌন্দর্য) এর অর্থের ধারক না হয় তাহলে তা থেকে اسم تفضيل এর واحد مذكر এর সীগা সর্বদা أَفْعَلُ এর ওযনে আসে । এবং واحد مؤنث এর সীগা فُعْلَى এ ওযনে আসে। যেমন: أَكْبَرُ، كُبْرَى- أَصْغَرُ، صُغْرَى

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে اسم تفضيل বানানোর জন্য আটটি শর্ত রয়েছে।
ক. ইসমে তাফযীলের ফেয়েল থাকতে হবে।
খ. ফেয়েলটির মাযী তিন অক্ষর বিশিষ্ট হতে হবে।
গ. ফেয়েলটি মুতাসাররিফ হতে হবে।
ঘ. সেটা কম-বেশির উপযুক্ত হতে হবে। সুতরাং مَاتَ، فَنِيَ এজাতীয় শব্দ থেকে ইসমে তাফযীল বানানো যাবে না। কেননা এগুলোতে তারতম্যের কোন সুযোগ নেই।
ঙ. ফেয়েলটি تام হতে হবে। সুতরাং ফেয়েলে নাকেস থেকে ইসমে তাফযীল বানানো যাবে না। যেমন: كَانَ، لَيْسَ وغيرهما
চ. ফেয়েলটি মানফী না হতে হবে।
ছ. রং, বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি, শারীরিক সৌন্দর্যের অর্থের ধারক না হতে হবে।
জ. ফেয়েলটি মাজহূল না হতে হবে।

اسم تفضیل এর واحد مذکر এবং واحد مؤنث সীগা বানানোর অপর আরেকটি পদ্ধতি:

اسم تفضیل এর واحد مذکر এর সীগা বানাতে হয় مضارع مثبت معروف থেকে।

اسم تفضیل এর واحد مذکر এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১.مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع ফেলে দিতে হবে।
২. অতঃপর শুরুতে হামযায়ে ইসমে তাফযীল যুক্ত করতে হবে।

৩. عین کلمہ তে ফাতহা দিতে হবে যদি ফাতহা না থাকে।

৪. এবং শেষ অক্ষরের ضمہ কে বাকি রাখতে হবে। বাকি তানবীন দেওয়া যাবে না।

তাহলেই اسم تفضیل এর واحد مذکر এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

اسم تفضیل এর واحد مؤنث এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর فاء کلمہ কালিমাতে ضمہ দিতে হবে।

২. অতঃপর عین کلمہ কে সাকিন করতে হবে।

৩. لام کلمہ তে ফাতহা দিতে হবে।

৪. لام کلمہ এর পর الف مقصورہ যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই اسم تفضیل এর واحد مؤنث এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

(পরোক্ষ পদ্ধতি) الطريقة غير المباشرة

যে ফেয়েল থেকে ইসমে তাফযীল বানাতে হবে সে ফেয়েলের ماضی এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয়, অথবা তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় কিন্তু সেটা (রং), (বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি) এবং (শারীরিক সৌন্দর্যের) অর্থের ধারক হয় তাহলে তা থেকে اسم تفضیل এর সীগা বানাতে হলে দুইটি কাজ করতে হবে।

১. যে فعل থেকে اسم تفضيل এর সীগা বানাতে হবে সেই فعل এর মাসদারকে تمييز হিসেবে منصوب আকারে আনতে হবে।

২. অতঃপর এর শুরুত أَشَدُّ، أَكْثَرُ، أَعْظَمُ، أَكْبَرُ، أَزْيَدُ، أَقْوَى، أَجْدَرُ، أَحَقُّ، أَلْيَقُ، أَحْسَنُ এজাতীয় শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

তাহলেই এজাতীয় فعل থেকে اسم تفضيل এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

যেমন: أَشَدُّ اجْتِنَابًا، أَكْثَرُ إِكْرَامًا، أَكْثَرُ حَوَرًا

উল্লেখ্য যে, ইসমে জামেদ, এবং এমন ফেয়েল যেগুলো তারতম্যের সম্ভাবনা রাখেনা সেগুলো থেকে ইসমে তাফযীল গঠন করা যায় না।

আর ফেয়েলটি যদি মানফী হয় কিংবা মাজহুল হয় তাহলে সেগুলো থেকে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম হলঃ

مصدر مؤول এর শুরুতে أَجْدَرُ، أَحَقُّ، أَلْيَقُ এ জাতীয় শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

যেমন: أَحَقُّ أَنْ لَا يَضْرِبَ، أَجْدَرُ أَنْ يُنْصَرَ

ফেয়েলে নাকেস থেকে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়মঃ

ফেয়েলে নাকেস থেকে ইসমে তাফযীর বানাতে হলে الأحسن، الأفضل বা এজাতীয় শব্দ ফেয়েলে নাকেসের শুরুতে হরফে মাসদার এনে مصدر مؤول বানিয়ে তার শুরুতে মুবতাদা আকারে আনতে হবে। তাহলে এজাতীয় শব্দ থেকে ইসমে তাফযীল গঠিত হয়ে যাবে। যেমনঃ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى جَانِبِ الْحَقِّ

ইসমে তাফযীলের বাকি সীগাসমূহ বানানোর নিয়ম

তাছনিয়া বানানোর নিয়ম:

واحد এর শেষে الف এবং نون مكسوره অথবা ياء ما قبل مفتوح এবং نون مكسوره বৃদ্ধি করলে তাছনিয়া এর সীগা গঠিত হয়। যেমন: أَفْعَلَانِ، أَفْعَلَيْنِ، فُعْلَيَانِ، فُعْلَيَيْنِ

জমা বানানোর নিয়মঃ

واحد مذكر শেষে واؤ ما قبل مضموم এবং نون مفتوحه অথবা ياء ما قبل مكسور এবং نون مفتوحه বৃদ্ধি করলে جمع مذكر এবং واحد مؤنث এর শেষে الف এবংলম্বা "ت" বৃদ্ধি করলে جمع مؤنث এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: أَفْعَلُوْنَ، أَفْعَلِيْنَ، فُعْلَيَاتٌ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

اسم تفضيل এর جمع مذکر এর সীগা أَفَاعِلُ এবং جمع مؤنث এর সীগা فُعَلٌ এর ওযনেও আসে।

(উল্লেখ্য যে, প্রথম জমাটি হল جمع سالم এবং এই জমাটি হল جمع مکسر।

شُدَّى	واحد مؤنث	أَشَدُّ	واحد مذکر
شُدَّيَانِ، شُدَّيَيْنِ	تثنيه مؤنث	أَشَدَّانِ، أَشَدَّيْنِ	تثنيه مذکر
شُدَّيَاتٌ	جمع مؤنث	أَشَدُّوْنَ، أَشَدِّيْنَ	جمع مذکر
شُدَدٌ		أَشَادُّ	

- উল্লেখ্য যে, তিনটি শব্দ এমন রয়েছে যেগুলো ইসমে তাফযীল হওয়া স্বত্বেও সেগুলোর শুরু থেকে হামযায়ে ইসমে তাফযীল ফেলে দেওয়া হয়েছে। শব্দ তিনটি হল: خَيْرٌ، شَرٌّ، حَبٌّ
- কয়েকটি শব্দ এমন রয়েছে যেগুলো غیر ثلاثی হওয়া স্বত্বেও সেগুলো থেকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ইসমে তাফযীল এর সীগা ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হল: أَخْصَرُ، أَعْطَى، أَوْلَاهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، أَقْفَرُ
- কয়েকটি শব্দ এমন রয়েছে যেগুলো ফেয়েলে মাজহূল থেকে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো معنی مفعولیت এর আধিক্য বুঝায়। সেগুলো হল: أَشْهَرُ، أَخْصَرُ، أَعْذَرُ، أَلْوَمُ، أَعْرَفُ، أَرْجَى، أَخْوَفُ، أَهْيَبُ، أَحْمَدُ، أَشْغَلُ
- উল্লেখ্যে যে, যে সমস্ত ফেয়েলের মধ্যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ইসমে তাফযীল বানানোর শর্ত পাওয়া যায় সেগুলো থেকে পরোক্ষ পদ্ধতিতেও ইসমে তাফযীল বানানো জায়েয আছে। যেমন: أَكْثَرُ نُصْرَةً، أَشَدُّ ضَرْبًا

❖ কখনও কখনও ইসমে তাফযীল তুলনা বুঝানো ব্যতিত শুধুমাত্র معنیٰ مصدری এর زیادتی (আধিক্য) বুঝানোর জন্য আসে। যেমন আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত اسم تفضیل এর সীগাসমূহ।

❖ তেমনিভাবে কখনও কখনও আধিক্যের অর্থবিহীনও আসে। যেমন: أَكْرَمْتُ الْقَوْمَ أَكَابِرَهُمْ وَأَصَاغِرَهُمْ أَيْ كَبِيْرَهُمْ وَصَغِيْرَهُمْ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরে বর্ণিত বানানোর নিয়মগুলোতে এ পর্যন্ত যে সমস্ত জমাকে ওয়াও বা ওয়াও নূন দ্বারা বানানোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ব্যবহারের জন্য দুইটি শর্ত রয়েছে:

১. مذکر (পুরুষ) হতে হবে।

২. ذوي العقول (অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন) হতে হবে।

ইসমে তাফযীলের তরজমা:

أَنْصَرُ: (نسبتا زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد) (অপেক্ষাকৃত/তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী একজন পুরুষ)

আমরা ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়মে আমরা বলেছি যে, এমন ফেয়েল যার মধ্যে রং, বাহ্যিক দোষত্রুটি এবং শারীরিক সৌন্দর্যের অর্থ রয়েছে সেগুলো থেকে ইসমে তাফযীল আসেনা। কেননা এসমস্ত অর্থ বিশিষ্ট ফেয়েল থেকে أَفْعَلُ এর ওযনটা সিফাতে মুশাব্বাহ এর জন্য আসে। আর এর ভিন্ন একটি গরদান রয়েছে। যা জেনে রাখা জরুরী। কেননা অধিকাংশ তালিবুল ইলমরাই এ গরদান সম্পর্কে উদাসীন। তাই উপকারার্থে সে গরদানটি আমরা উল্লেখ করছি।

مذكر		مؤنث	
واحد مذكر	أَحْمَرُ	واحد مؤنث	حَمْرَاءُ
	أَحْوَرُ		حَوْرَاءُ
	أَبْيَضُ		بَيْضَاءُ
تثنيه مذكر	أَحْمَرَانِ، أَحْمَرَيْنِ	تثنيه مؤنث	حَمْرَاوَانِ، حَمْرَاوَيْنِ
	أَحْوَرَانِ، أَحْوَرَيْنِ		حَوْرَاوَانِ، حَوْرَاوَيْنِ
	أَبْيَضَانِ، أَبْيَضَيْنِ		بَيْضَاوَانِ، بَيْضَاوَيْنِ
جمع مذكر	حُمْرٌ	جمع مؤنث	حُمْرٌ
	حُوْرٌ		حُوْرٌ
	بِيْضٌ		بِيْضٌ

اسم ظرف بنانے کے قاعدے

فعل یاتو ثلاثی مجرد سے ہو گا

شروع یا آخر میں حرف علت نہ ہو گا

غیر مکسور العین ہو گا
تو اسم ظرف کا صیغہ مَفْعَلٌ کے وزن پر آئے گا، جیسے: مَنْصَرٌ، مَسْمَعٌ

یا مکسور العین ہو گا
تو اسم ظرف کا صیغہ مَفْعِلٌ کے وزن پر آئے گا، جیسے: مَضْرِبٌ

یا تو ہو گا

حرف علت یا تو فاء کلمہ میں ہو گا
تو اسم ظرف کا صیغہ مَفْعِلٌ کے وزن پر آئے گا، جیسے: مَوْعِدٌ

یا تو لام کلمہ میں یا فاء و لام دونوں کلمے میں ہو گا
تو اسم ظرف کا صیغہ مَفْعَلٌ کے وزن پر آئے گا،
جیسے: مَرْمًی، مَوْقًی

یا تو ثلاثی مزید فیہ سے ہو گا
تو اس کا اسم ظرف اس کے اسم مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے: مُجْتَنَبٌ

اسم الظرف

اسم الظرف: ঐ ইসমকে বলে যা কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কালকে বুঝায়। যেমন: مَفْعَلٌ (করার একটি স্থান বা কাল)

ইসমে যরফ দুই প্রকার:

১. ظرف زمان

২. ظرف مكان

ইসমে যরফের সীগা তিনটি:

১. واحد

২. تثنيه

৩. جمع

اسم ظرف এর গঠন প্রণালীর দিকে লক্ষ্য করে فعل সমূহ দুই প্রকার:

১. ثلاثى مجرد

২. غير ثلاثى مجرد

اسم ظرف বানানোর নিয়ম জানার আগে এ সংক্রান্ত একটি শের মুখস্থ করে নেই।

غیر یَفْعِلْ مَفْعَل آید دائماً إلا مِثال		ظرف یَفْعِلْ مَفْعِل است الا زنا قص اے کمال

ثلاثى مجرد থেকে اسم ظرف এর সীগা বানানোর নিয়ম

ইসমে যরফের ওয়াহিদের সীগা বানাতে হয় مضارع مثبت معروف এর ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েব এর সীগা থেকে।

ثلاثى مجرد থেকে اسم ظرف এর ওয়াহিদ এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع معروف এর واحد مذكر غائب এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. অতঃপর তার স্থানে ميم مفتوح বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. عين كلمه কালিমাতে فتحه দিতে হবে যদি ضمه থাকে। অন্যথায় স্বীয় অবস্থায় রেখে দিতে হবে।
৪. শেষ অক্ষরে তানবীন যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই ثلاثى مجرد থেকে اسم ظرف এর واحد এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন:
مَنْصَرٌ থেকে يَنْصُرُ
مَضْرِبٌ থেকে يَضْرِبُ
مَسْمَعٌ থেকে يَسْمَعُ

غير ثلاثى مجرد থেকে اسم ظرف এর সীগা বানানোর নিয়ম:

غير ثلاثى مجرد এর اسم ظرف এর واحد এর সীগা হুবহু اسم مفعول এর واحد مذكر এর সীগার ন্যায়। যেমন: يَجْتَنِبُ থেকে مُجْتَنَبٌ।

তাছনিয়া বানানোর নিয়ম:

ইসমে যরফের ওয়াহিদের সীগার শেষে الف এবং نون مكسوره অথবা ياء ما قبل مفتوحه এবং نون مكسوره বৃদ্ধি করলে তাছনিয়া এর সীগা গঠিত হয়। চাই এর ইসমে যরফটি ثلاثى مجرد থেকে হোক অথবা غير ثلاثى مجرد থেকে। যেমন: مَنْصَرَانِ، مَضْرِبَانِ، مَسْمَعَانِ، مُجْتَنَبَانِ

জমা বানানোর নিয়ম:

ثلاثى مجرد থেকে اسم ظرف এর جمع এর সীগা সর্বদা مَفَاعِلُ এর ওযনে আসে। যেমন: مَنْصَرٌ থেকে مَنَاصِرُ, مَضْرِبٌ থেকে مَضَارِبُ, مَسْمَعٌ থেকে مَسَامِعُ,

আর غير ثلاثي مجرد থেকে جمع এর সীগা বানানোর জন্য واحد'র শেষে আলিফ এবং লম্বা তা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: مُجْتَنَبٌ থেকে مُجْتَنَبَاتٌ

বিশেষ কিছু কথা

(১) اسم ظرف এর واحد এর সীগাটি যদি ثلاثي مجرد থেকে হয় এবং তার ফা কালিমাতে হরফে ইল্লত হয় তাহলে اسم ظرف এর সীগা সর্বদা مَفْعِلٌ এর ওযনে আসবে। চাই সেটা مفتوح العين হোক অথবা مكسور العين। যেমন: يَهَبُ থেকে مَوْهِبٌ

আর যদি لام كلمه অথবা فاء كلمه ও لام كلمه উভয়টিতেই হরফে ইল্লত হয় তাহলে اسم ظرف এর সীগা সর্বদা مَفْعَلٌ এর ওযনে আসবে। চাই সেটা مفتوح العين হোক অথবা مكسور العين। যেমন: يَرْمِيْ থেকে مَرْمًى এবং وَقَى থেকে مَوْقًى।

(২) اسم ظرف এর ক্ষেত্রে زمان ও مكان উভয়টির জন্য একই সীগা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং مُجْتَمَعٌ যেমন নাকি সমবেত হবার স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনিভাবে সমবেত হবার সময়ের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

(৩) কিছু কিছু শব্দ এমন রয়েছে যেগুলোর مضارع - مكسور العين না হওয়া স্বত্বেও সেগুলোর ইসমে যরফ নিয়ম বহির্ভূত مَفْعِلٌ এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। এসমস্ত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী যদিও ব্যবহার করা জায়িয আছে, কিন্তু উত্তম হল যেভাবে আহলে আরব এগুলোকে ব্যবহার করে আসছে সেভাবেই ব্যবহার করা। শব্দগুলো হল:

المرفِق	المجزِر	المنسِك	المسجِد	المغرِب	المشرِق
المركِز	المخزِن	المحشِر	المسكِن	المنبِت	المسقِط
المنخِر	المنحِر	المعدِن	المطلِع	المفرِق	المنفِذ

এগুলোর মধ্য হতে কয়েকটির মাঝে مفتوح العين ও পড়া হয়ে থাকে। যেমন: مَسْكَنٌ، مَنْسَكٌ، مَفْرَقٌ، مَطْلَعٌ

(৪) তিনটি মৌলিক অক্ষর বিশিষ্ট ইসমে জামেদ থেকে مَفْعَلَةٌ এর ওযনে اسم ظرف مکان বানানো যায়, সে জিনিসটি ঐ স্থানে প্রচুর বিদ্যমান থাকার কারনে। যেমন: مَأْسَدَةٌ (যেখানে সিংহ বেশি থাকে।) তেমনিভাবে مَقْبَرَةٌ، مَدْرَسَةٌ، مَسْبَعَةٌ، مَبْطَخَةٌ

তবে اسم جامد رباعی এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবলম্বন করা যাবে না। বরং যদি তা থেকে ইসমুল মাকান বানানোর প্রয়োজন হয় তাহলে বলতে হবে: أَرْضٌ كَثِيْرَةُ الضِّفْدِعِ। অথবা উক্ত রুবায়ী শব্দ থেকে ফায়েল এর সীগা বানিয়ে বলতে হবে: أَرْضٌ مُضَفْدِعَةٌ।

কিছু কিছু ইসমে যরফের শেষে তা যুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন: اَلْمَزِلَّةُ، اَلْمَطْبَعَةُ، اَلْمَزْرَعَةُ

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আন নাহবুল ওয়াফি নামক কিতাব দেখা যেতে পারে।

(৫) কিছু কিছু ইসমে যরফ এমন আছে যেগুলোর শেষে তা অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন: المَزِلَّة أي موضع الزَّلَل، مَلْجَأَةٌ أي موضع اللجوء، المَظِنَّة أي موضع الظن

ইসমে যরফের তরজমা: مُجْتَمَعٌ : (جمع ہونے کی ایک جگہ یا ایک وقت) (সমবেত হবার একটি স্থান বা একটি সময়)

اسم الآلة

اسم آلہ: ঐ ইসমকে বলে যা কোন হাতিয়ার অর্থাৎ কাজ করার কোন যন্ত্র, মাধ্যম বা উপকরণ বুঝায়।

اسم آلہ দুই ধরণের ।

১. قیاسی (নিয়মপন্থী)

২. سماعی (নিয়মবহির্ভূত)

سمائی দ্বারা উদ্দেশ্য হল এগুলো কোন নির্দিষ্ট ওযনে আসে না। যেমন: قُفْلٌ، فَأْسٌ، قَدُوْمٌ، سِكِّيْنٌ وغيرها

কিয়াসী দ্বারা উদ্দেশ্য হল এগুলো নির্দিষ্ট কিছু ওযনে আসে। এবং কোন اسم آلہ গঠন করার প্রয়োজন হলে সে ওযনগুলোতে নিয়ে গেলেই اسم آلہ'র অর্থ প্রদান করবে।

তো ইসমে আলা সাধারণত ثلاثی مجرد থেকে গঠিত হয়ে থাকে।

আর গঠন করতে হয়ে مضارع مثبت থেকে।

ইসমে আলার সীগা তিনটি।

১. واحد

২.تثنیہ

৩. جمع

এবং اسم آلہ এর واحد এর জন্য তিনটি শব্দ বব্যহৃত হয়।

১. مِفْعَلٌ

২. مِفْعَلَةٌ

৩. مِفْعَالٌ

اسم آلہ'র واحد এর সীগা তিনটি বানানোর নিয়ম।

اسم آلہ এর সীগা বানাতে হয় مضارع مثبت معروف এর ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের সীগা থেকে।

ফেয়েল যদি ثلاثی مجرد থেকে হয় তাহলে اسم آلہ এর ওয়াহিদের সীগাটি مِفْعَلٌ، مِفْعَلَةٌ অথবা مِفْعَالٌ এই তিন ওযনে আসে।

★ مِفْعَلٌ এর ওযনে اسم آلہ'র গঠন পদ্ধতি:

مِفْعَلٌ এর ওযনে اسم آلہ এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. অতঃপর তার স্থানে میم مکسور বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. عین کلمہ তে ফাতহা দিতে হবে যদি ফাতহা না থাকে।

৪. শেষ অক্ষরে তানবীন যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই مِفْعَلٌ এর ওযনে اسم آلہ'র ওয়াহিদের সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: يَجْهَرُ থেকে مِجْهَرٌ (অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপ)।

✸ مِفْعَلَةٌ এর ওযনে اسم آلہ'র গঠন পদ্ধতি:

مِفْعَلٌ এর ওযনের শেষে গোল "ة" বৃদ্ধি করার দ্বারা مِفْعَلَةٌ এর ওযনে ইসমে আলা এর ওয়াহিদের সীগা গঠিত হয়ে যায়। যেমন: مِكْنَسَةٌ (অর্থাৎ ঝাড়ু)

✸ مِفْعَالٌ এর ওযনে اسم آلہ'র গঠন পদ্ধতি:

مِفْعَالٌ এর ওযনে اسم آلہ এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দিতে হবে।

২. অতঃপর তার স্থানে میم مکسور বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. عین کلمہ এর পরে একটি আলিফ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. শেষ অক্ষরে তানবীন যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই مِفْعَالٌ এর ওযনে ইসমে আলা এর ওয়াহিদ এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: مِفْتَاحٌ (অর্থাৎ চাবি)

تثنیہ ও جمع এর সীগা বানানোর নিয়ম:

اسم آلہ এর واحد এর সীগার শেষে الف এবং نون مکسورہ অথবা یاءما قبل مفتوحہ এবং نون مکسورہ বৃদ্ধি করলে تثنیہ এর সীগা গঠিত হয়। যেমন:

مِفْعَلٌ থেকে مِفْعَلَانِ، مِفْعَلَيْنِ

مِفْعَلَةٌ থেকে مِفْعَلَتَانِ، مِفْعَلَتَيْنِ

مِفْعَالٌ থেকে مِفْعَالَانِ، مِفْعَالَيْنِ

جمع বানানোর নিয়মঃ

مِفْعَلٌ এবং مِفْعَلَةٌ এই দুই সীগার জমা (বহুবচন) مَفَاعِلُ এর ওযনে আসে। যেমন নাকি مِفْعَلَةٌ এর ওযনের জমা مِفْعَلَاتٌ এর ওযনে আসে। আর مِفْعَالٌ এর বহুবচন مَفَاعِيْلُ এর ওযনে আসে।

غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم آلہ বানানোর নিয়মঃ

غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم آلہ এর সীগা বানাতে হলে যে فعل থেকে اسم آلہএর সীগা বানানোর প্রয়োজন হবে সে فعل এর مصدر معرف باللام অর্থাৎ আলিফ লাম যুক্ত মাসদারের শুরুতে (مَا بِهِ) যুক্ত করতে হবে। তাহলেই غیر ثلاثی مجرد থেকে اسم آلہ এর واحد এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: مَا بِهِ الِاجْتِنَابُ

এবং শুরুতে مَا بِهِمَا যুক্ত করার দ্বারা তাছনিয়া এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: مَا بِهِمَا الِاجْتِنَابُ

আর مَا بِهِنَّ বৃদ্ধি করার দ্বারা اسم آلہ এর জমা এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে। যেমন: مَا بِهِنَ الِاجْتِنَابُ

কয়েকটি শব্দ নিয়ম বহির্ভূতভাবে مُفْعُلٌ অথবা مُفْعُلَةٌ এর ওযনে আসে। যেমন: مُسْعُطٌ، مُنْخُلٌ، مُدُقٌّ، مُكْحُلَةٌ

বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনের এ যুগে নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদি আবিষ্কার হয়েই চলছে। আরবী ভাষাবিদরা এসব নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে اسم آلہ এর নতুন নতুন ওযনও সংযোজন করছেন। এবং আধুনিক সেসসব আবিষ্কারের জন্য নতুন নতুন ওযনগুলোই ব্যবহার করছেন। তেমনি কয়েকটি ওযন নিম্নে উদাহরণ সহ উল্লেখ করা হল:

الرقم	أوزان اسم الآلة الحديثة	الأمثلة	الجموع
١	فَعَّالَةٌ	سَيَّارَةٌ، نَظَّارَةٌ، غَسَّالَةٌ، ثَلَّاجَةٌ، دَرَّاجَةٌ، سَمَّاعَةٌ، حَصَّادَةٌ، قَلَّايَةٌ، مَصَّاصَةٌ	فَعَّالَاتٌ

٢	فَعَّالٌ	خَلَّاطٌ، سَخَّانٌ، خَفَّافٌ، جَوَّالٌ، جَرَّارٌ، بَدَّالٌ، رَقَّاصٌ، كَشَّافٌ، بَرَّادٌ	فَعَّالَاتٌ
٣	مُفَعِّلٌ	مُحَرِّكٌ، مُوَلِّدٌ، مُنَبِّهٌ، مُكَيِّفٌ، مُسَجِّلٌ	مُفَعِّلَاتٌ
٤	فَاعِلَةٌ	رَافِعَةٌ، سَاقِيَةٌ، حَاسِبَةٌ، طَابِعَةٌ، كَاتِبَةٌ، شَاحِنَةٌ، قَاطِنَةٌ، طَائِرَةٌ، حَافِلَةٌ	فَاعِلَاتٌ، فَوَاعِلُ
٥	فَاعِلٌ	عَاكِسٌ، هَاتِفٌ	فَاعِلَاتٌ، فَوَاعِلُ
٦	فَاعُوْلٌ	جَارُوْفٌ، حَاسُوْبٌ، سَاطُوْرٌ، صَارُوْخٌ، خَازُوْقٌ، نَاقُوْرٌ، نَاسُوْخٌ، كَاشُوْفٌ	فَاعُوْلَاتٌ
٧	فَاعُوْلَةٌ	نَاقُوْرَةٌ، طَاحُوْنَةٌ، نَاعُوْرَةٌ	فَاعُوْلَاتٌ
٨	فِعَالٌ	حِزَامٌ، سِتَارٌ، حِزَامٌ، سِوَاكٌ، زِمَامٌ، قِنَاعٌ، لِجَامٌ، رِكَابٌ، رِبَاطٌ، ضِمَادٌ، زِنَادٌ، سِبَارٌ، إِرَاثٌ	فِعَالَاتٌ، فُعُلٌ
٩	فَاعَلٌ	خَاتَمٌ، عَالَمٌ	فَوَاعِلُ

❖ مِفْعَالٌ، مِفْعَلٌ এই ওযনটি যেমননাকি اسم آلہ এর জন্য ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে اسم مبالغہ এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন: مِجْزَمٌ، مِفْضَالٌ

❖ فعل مضارع এর মধ্যে নূনে ইরাবী যেমন নাকি আমেলে জাযেম বা আমেলে নাসেবের কারণে পড়ে যায়। তেমনিভাবে ইসমের মধ্যে নূনে তাছনিয়া ও নূনে জমা সালেম ইযাফাতের কারণে পড়ে যায়। যেমন: ضَارِبَا زَيْدٍ، ضَارِبُوْ زَيْدٍ

কখনও কখনও غير ثلاثي مجرد এবং اسم جامد থেকেও اسم آلہ এর সীগা ব্যবহৃত হয়। যেমন: مِئْزَرٌ، مِقْلَمَةٌ، مِحْبَرَةٌ

ফায়েদা: কেউ কেউ ইসমে আলার তিনটি ওযনকে তিনটি নাম দিয়েছে। مِفْعَلٌ এর ওযনকে اسم آلہ صغری (এমন ইসম যেটা ছোট যন্ত্র বুঝায়), مِفْعَلَةٌ এর ওযনকে اسم آلہ وسطی (এমন ইসম যেটা মধ্যম ধরণে যন্ত্র বুঝায়) এবং مِفْعَالٌ এর ওযনকে اسم آلہ کبری (এমন ইসম যেটা বড় যন্ত্র বুঝায়) বলে তারা আখ্যায়িত করে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এর কোন ভিত্তি নেই।

আর তিন ওযনের ব্যবহারের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, যদি কোন উপকরণের ব্যাপারে আরবরদের থেকে শ্রুত কোন ওযন ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত উপকরণের জন্য উক্ত ওযনই ব্যবহার করতে হবে। আর যদি কোন উপকরণের জন্য কোন ওযন আরবরা ব্যবহার না করে থাকে তাহলে এই তিন ওযনের যেকোন ওযনে ইসমে আলা বানানো যাবে।

আর এই তিনটি ওযনের মধ্যে মূল হল مِفْعَالٌ এর ওযন। বাকিগুলো হল এটার শাখা। مِفْعَالٌ থেকে আলিফকে ফেলে দিয়ে তার শেষে তা যুক্ত করে বানানো হয়েছে مِفْعَلَةٌ আর مِفْعَلٌ এর মধ্যে কোন কিছুই যোগ করা হয়নি।

এ কারণেই مِعْفَلٌ এর মধ্যে তালীল হয় না। কেননা এটা মূলত مِفْعَالٌ ছিল।

ইসমে আলা বানানোর জন্য শর্ত হল:

১. ফেয়েলটি ثلاثي مجرد হতে হবে। সুতরাং সাধারণত গাইরে ছুলাছী মুজাররাদ থেকে ইসমে আলা গঠিত হয় না।

২. ফেয়েলটি এমন হতে হবে যা বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয়।
৩. কারও কারও মতে ফেয়েলটি মুতাআদ্দি হতে হবে। কেননা লাযেমের কোন মাফঊল আসে না। আর ইসমে আলা হল ফেয়েলের আছর ফায়েল থেকে মাফঊল পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি মাধ্যম। তাই যার কোন মাফউলই নেই তার আছর পৌঁছানোর কোন মাধ্যমের প্রয়োজনও নেই।

اسم آلہ এর তরজমা:

مِنْصَرٌ : (مدد کرنے کا ایک آلہ) (সাহায্য করার একটি যন্ত্র, মাধ্যম, উপকরণ)

اَفعال تعجب

اَفعال تعجب এমন ফেয়েলসমূহকে বলে যেগুলোকে বিস্ময় প্রকাশের জন্য বানানো হয়েছে।যেমন: مَا أَحْسَنَهُ (সে কতইনা সুন্দর)

اَفعال تعجب এর গঠন প্রক্রিয়া

ইসমে তাফযীলের মধ্যে যেসমস্ত শর্তের কথা অতিবাহিত হয়েছে যদি সে শর্তগুলো এখানেও পাওয়া যায় তাহলে এমন ফেয়েল থেকে اَفعال تعجب - مَا أَفْعَلَهُ এবং أَفْعِلْ بِهِ এই দুই ওযনে আসে। যেমন: مَا أَكْرَمَهُ، أَحْسِنْ بِهِ

আর যেসমস্ত ফেয়েলের মধ্যে اَفعال تعجب গঠনের শর্ত না পাওয়া যায় সেগুলো থেকে اَفعال تعجب বানানোর পদ্ধতিও হুবহু ইসমে তাফযীল এর ন্যায়। অর্থাৎ

১. যদি مجہول অথবা منفی না হয় তাহলে أَشَدَّ، أَكْثَرَ، أَعْظَمَ، أَكْبَرَ، أَزْيَدَ، أَحْسَنَ، أَلْيَقَ، أَحَقَّ، أَجْدَرَ، أَقْوَى এজাতীয় শব্দের শুরুতে مَا বৃদ্ধি করে শর্ত না পাওয়া যাওয়া ফেয়েলের মাসদারকে এর পর এনে নসব দিতে হবে। এবং যে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হবে তার প্রতি নির্দেশক ইসম বা যমীর আনতে হবে। যেমন: مَا أَشَدَّ اجْتِنَابَهُ، مَا أَشَدَّ حُمْرَتَهُ

২. অথবা এগুলোকে أَفْعِلْ এর ওযনে এনে উদ্দিষ্ট ফেয়েলের মাসদারের শুরুতে ب বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: أَشْدِدْ بِحُمْرَتِهِ

৩. আর যদি مجهول বা منفي হয় তাহলে مصدر منفي অথবা مصدر مجهول مؤول এর শুরুতে أشد، أكثر، أعظم এজাতীয় শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: مَا أَعْظَمَ أَنْ لَا يَنْصُرَ، أَعْظِمْ بِأَنْ يُضْرَبَ

৪. তবে جامد এবং فعل غير قابل للتفاوت থেকে أفعال تعجب আসবে না।
(আস সরফুল কাফি:২৩৭)

কখনও কখনও فَعُلَ এ ওযনটাও تعجب এর জন্য আসে। যেমন: **حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا**

أقسام المصادر

বিভিন্ন প্রকার মাসদারের বর্ণনা

মাসদার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন:

১. المصدر الصريح

২. المصدر المؤول

১. المصدر الصريح: অর্থাৎ যাকে আরবী ভাষায় মাসদার হিসেবেই গঠন করা হয়েছে। যেমন: النصر، الاجتناب

২. المصدر المؤول: অর্থাৎ কোন জুমলার পূর্বে হরফে মাসদার সহযোগে যে মাসদার গঠন করা হয় তাকে المصدر المؤول বলে। যেমন: أَنْ يَنْصُرَ

এই মাসদারকে مصدر مُنْسَبِك، مصدر مَسْبُوْك ইত্যাদিও বলে।

আরো কয়েক প্রকার মাসদার ইলমুস সরফে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

المصدر الميمي

মাসদারে মীমী ঐ মাসদারকে বলে যার শুরুতে অতিরিক্ত একটি মীম থাকে, যে মীমটি مفاعلة এর জন্য না হয়। যেমন: اَلْمَكَانُ، اَلْمَدْخَلُ

المصدر الميمي এর গঠন প্রক্রিয়া

ثلاثی مجرد থেকে مصدر میمی–مَفْعَلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: مَضْرَبٌ، مَنْصَرٌ

তবে যদি عین কলিমাতে حرف علت থাকে এবং সেটা فعل এর মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তার مصدر میمی– مَفْعِلٌ এর ওযনে আসবে। যেমন: مَوْعِدٌ، مَوْضِعٌ

তবে কিছু কিছু শব্দ এই নিয়মের বিপরীত রয়েছে। যেমন: اَلْمَعْرَفَةُ، اَلْمَرْجِعُ، اَلْمَصِيْرُ

আর غیر ثلاثی مجرد থেকে مصدر میمی হুবহু اسم المفعول এর ওযনে আসে। যেমন: مُقَامٌ، مُكْرَمٌ، مُسْتَخْرَجٌ

অনেক মাসদারে মীমী এমন রয়েছে যেগুলোর শেষে তা যুক্ত করা হয়েছে, যেমন: اَلْمَعْرِفَةُ، اَلْمَذَمَّةُ، اَلْمَحْمَدَةُ، اَلْمَوَدَّةُ، اَلْمَبْخَلَةُ

المصدر الصِّنَاعِي

المصدر الصِّنَاعِي : এমন ইসমকে বলে যার শেষে یائے نسبتی مشدد এবং تائے مصدری বৃদ্ধি করে তাকে মাসদারের অর্থে পরিণত করা হয়। যেমন: اَلْإِنْسَانِيَّةُ، اَلْحُرِّيَّةُ، اَلْمَصْدَرِيَّةُ

اسم المصدر

اسم المصدر : ঐ ইসমকে বলে যা হুবহু মাসদারের অর্থই প্রদান করে, কিন্তু তাতে তার ফেয়েলের কোন হরফ (لفظا ও تقديرا) বিদ্যমান থাকে না এবং অনুপস্থিত হরফের পরিবর্তেও কোন হরফ থাকে না। যেমন: سَلَامٌ، كَلَامٌ، وُضُوْءٌ، عَوْنٌ،صَلَاةٌ، عَطَاءٌ

مصدر المرة/اسم المرة/مصدر العدد/اسم العدد

مصدر المرة: ঐ ইসমকে বলে যা فعل সংঘটিত হবার সংখ্যা বুঝায়। **যেমন:** ضربت ضربة

مصدر المرة গঠনের শর্ত

১. ফেয়েলটা এমন হতে হবে যা দেখা যায়।
২. ফেয়েলটা স্থায়ীত্বের অর্থের ধারক না হতে হবে।
৩. ফেয়েলের অর্থের মধ্যে তারতম্যের উপযুক্ততা থাকতে হবে।

مصدر المرة এর গঠন প্রক্রিয়া

ثلاثی مجرد **থেকে** مصدر المرة - فَعْلَةٌ এর ওযনে আসে। তবে যদি সে মাসদারটি فَعْلَةٌ এর ওযনে হয়ে থাকে তাহলে فعل এর সংখ্যা বুঝানোর জন্য সংখ্যা নির্দেশক সিফত আনতে হবে। **যেমন:** نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

আর غير ثلاثی مجرد থেকে مصدر المرة বানানোর নিয়ম হল এই যে,

মাসদারের শেষে গোল "ة" সংযুক্ত করতে হবে। তবে যদি মাসদারের শেষে গোল "ة" থেকে থাকে তাহলে সংখ্যা নির্দেশক সিফত আনতে হবে। **যেমন:** اِنْطِلَاقَةٌ، إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ

اسم الهيئة/مصدر الهيئة/مصدر النوع

اسم الهيئة: ঐ ইসমকে বলে যা ফেয়েল সংঘটিত হওয়ার ধরণ বা প্রকার বুঝায়। **যেমন:** مَشَيْتُ مِشْيَةَ عُمَرَ

اسم الهيئة বানানোর নিয়ম

ثلاثی مجرد **থেকে** اسم الهيئة - فِعْلَةٌ এর ওযনে আসে। **যেমন:** جِلْسَةٌ

তবে যদি মাসদারটি فِعْلَةٌ এর ওযনেই হয়ে থাকে তাহলে **فعل** এর ধরণ বুঝানোর জন্য ধরণ প্রকাশক সিফত আনতে হবে। **যেমন:** نَشَدَ الضَّالَّةَ نِشْدَةً عَظِيْمَةً

আর غير ثلاثى مجرد থেকে اسم الهيئة বানানোর নিয়ম হল এই যে,

উক্ত মাসদারের সিফত আনতে হবে, অথবা সে মাসদারকে ইযাফাতের সাথে ব্যবহার করতে হবে। **যেমন:** أَكْرَمْتُ زَيْدًا إِكْرَامًا كَثِيْرًا، أَكْرَمْتُ زَيْدًا إِكْرَامَ أَمِيْرٍ

তবে যদি মাসদারের শেষে তা না থাকে তাহলে তা যুক্ত করেও সিফত আনা যেতে পারে। **যেমন:** أَكْرَمْتُ زَيْدًا إِكْرَامَةً عَظِيْمَةً

একটি শে'র:

اَلْفَعْلَةُ للمَرَّة والفِعْلَة لِلْحَالَة	والْمَفْعل للبقعة والْمِفْعل لِلْآلَة

ইলমুস সরফ
দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করত এবং নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়ত এবং সালাম পেশ করত শুরু করছি।

মৌলিক অক্ষরের দিক দিয়ে সমস্ত فعل এবং اسم (مصدر ও مشتق) দুই প্রকার:

১. ثلاثی

২. رباعی

ক. ثلاثی এমন কালিমাকে বলে যার মধ্যে মৌলিক অক্ষর তিনটি হয়। যেমন: ضَرَبَ، نَصَرَ ইত্যাদি।

খ. رباعی এমন কালিমাকে বলে যার মধ্যে মৌলিক অক্ষর চারটি থাকে। যেমন: بَعْثَرَ، دَحْرَجَ ইত্যাদি।

অতঃপর ثلاثی এবং رباعی এর মধ্য হতে প্রতিটি আবার দুই প্রকার:

ক. مجرد

খ. مزيدفيه

* **مجرد** এমন কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحدمذكرغائب এর সীগার মধ্যে মৌলিক অক্ষর ব্যতীত অতিরিক্ত কোন অক্ষর থাকে না। যেমন: نَصَرَ، ضَرَبَ হল ثلاثی مجرد। কেননা এগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং মৌলিক অক্ষরত্রয় ব্যতীত এগুলোতে অতিরিক্ত কোন অক্ষর নেই।

এবং دَحْرَجَ، بَعْثَرَ হল رباعی مجرد কেননা এগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এগুলো চারটি মৌলিক অক্ষর ব্যতীত এগুলোতে অতিরিক্ত কোন অক্ষর নেই।

* **مزيدفيه** ঐ কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحدمذكرغائب এর সীগার মধ্যে মৌলিক অক্ষর ব্যতীত অতিরিক্ত অক্ষরও বিদ্যমান থাকে।

যেমন:

اِجْتَنَبَ، اَسْتَنْصَرَ হল ثلاثی مزید فیہ। কেননা এগুলোর মৌলিক অক্ষর হল তিনটি অর্থাৎ اِجْتَنَبَ এর মধ্যে ج، ن، ب এবং اَسْتَنْصَرَ এর মধ্যে ن، ص، ر এবং অবশিষ্ট অক্ষরসমূহ হল অতিরিক্ত অক্ষর। অর্থাৎ প্রথমটির মধ্যে ہمزہ এবং ت এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে ہمزہ، س، ت

تَسَرْبَلَ، تَزَنْدَقَ হল رباعی مزید فیہ। কেননা এগুলোর মৌলিক অক্ষর হল চারটি অর্থাৎ تَسَرْبَلَ এর মধ্যে س، ر، ب، ل এবং تَزَنْدَقَ এর মধ্যে ز، ن، د، ق এবং উভয়টির মধ্যে ت হল অতিরিক্ত অক্ষর।

এরই আলোকে আমরা বলতে পারি, মৌলিক অক্ষরের দিক দিয়ে সমস্ত فعل এবং اسم (مصدر ও مشتق) মোট চার প্রকার:

১- ছুলাছী মুজাররাদ
২- ছুলাছী মাযীদ ফীহ
৩- রূবায়ী মুজাররাদ
৪- রূবায়ী মাযীদ ফীহ

প্রতিটির সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল:

১/ ثلاثی مجرد : এমন কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحد مذکر غائب এর সীগায় মৌলিক অক্ষর তিনটি হয় এবং তাতে মৌলিক অক্ষর ব্যতীত অতিরিক্ত কোন অক্ষর বিদ্যমান থাকে না। যেমন: نَصَرَ، ضَرَبَ

২/ ثلاثی مزید فیہ: এমন কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحد مذکر غائب এর সীগায় মৌলিক অক্ষর তিনটি হয় এবং তাতে মৌলিক অক্ষর ব্যতীত অতিরিক্ত অক্ষরও বিদ্যমান থাকে। যেমন: اِجْتَنَبَ، اَسْتَنْصَرَ

৩/ رباعی مجرد: এমন কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحد مذکر غائب এর সীগায় মৌলিক অক্ষর চারটি হয় এবং মৌলিক অক্ষর ব্যতীত তাতে অতিরিক্ত কোন অক্ষর বিদ্যমান থাকে না। যেমন: بَعْثَرَ، دَحْرَجَ

৪/ رباعی مزید فیہ: এমন কালিমাকে বলে যার ماضی এর واحد مذکر غائب এর সীগায় মৌলিক অক্ষর চারটি হয় এবং তাতে মৌলিক অক্ষর ব্যতীত অতিরিক্ত অক্ষরও বিদ্যমান থাকে। যেমন: تَسَرْبَلَ، اِقْشَعَرَّ

তো মৌলিক অক্ষর ও অতিরিক্ত অক্ষরের দিক দিয়ে সমস্ত ফেয়েল দুই প্রকার:

১. ثلاثی

২. رباعی

প্রতিটি আবার দুই প্রকার:

১. مجرد

২. مزید فیہ

অতঃপর مزید فیہ আবার দুই প্রকার:

১. باہمزۂ وصل

২. بے ہمزۂ وصل

তো ফেয়েল মোট ছয় প্রকার হল:

১. ثلاثی مجرد

২. ثلاثی مزید فیہ باہمزۂ وصل[১]

৩. ثلاثی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل[২]

৪. رباعی مجرد

---

(১) ثلاثی مزید فیہ باہمزۂ وصل এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল অতিরিক্ত আসে।

(২) ثلاثی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে না।

৫. رباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل[১]

৬. رباعی مزید فیہ بےہمزۂ وصل[২]

এগুলোর মধ্য হতে ثلاثی مجرد এর বাব ছয়টি।

ثلاثی مزید فیہ بےہمزۂ وصل এর বাব পাঁচটি ।

এবং ثلاثی مزید فیہ باہمزۂ وصل এর বাব নয়টি।

অতঃপর ثلاثی مزید فیہ হয়ত رباعی এর ওযনের এর সাথে সামঞ্জস্যতা রাখবে। অথবা রাখবে না। প্রথম প্রকারকে ملحق برباعی বলে।

ملحق برباعی হয়ত ملحق برباعی مجرد হবে। অথবা ملحق برباعی مزید فیہ হবে।

যদি ملحق برباعی مجرد হয় তাহলে তার ৭ টি বাব।

আর যদি ملحق برباعی مزید فیہ হয় তাহলে হয়ত ملحق بتفعلل হবে অথবা ملحق بافعنلال হবে।

ملحق بتفعلل এর ৭ টি বাব এবং ملحق بافعنلال এর দুই বাব। যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। ইনশা-আল্লাহ

সুতরাং ثلاثی এর মোট বাব (৬ + ৫ + ৯ + ৭ + ৭ + ২) ৩৬ টি।

আর رباعی مجرد এর বাব একটি ।

رباعی مزید فیہ بےہمزۂ وصل এর ও বাব একটি।

رباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل এর বাব দুইটি ।

---

(১) رباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل এমন রূবায়ী মাযীদ ফীহকে বলে যার শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে।

(২) رباعی مزید فیہ بےہمزۂ وصل এমন রূবায়ী মাযীদ ফীহকে বলে যার শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে না।

সুতরাং মোট রূবায়ী এর বাব হল (১ + ১ + ২) চারটি।

তো মোট বাবের সংখ্যা দাঁড়াল: (৩৬ + ৪) চল্লিশটি।

এক নজরে চল্লিশ বাব

ছুলাছী মুজাররদের ছয় বাব:

১. فَعَلَ- يَفْعُلُ যেমন: نَصَرَ – يَنْصُرُ   ২. فَعَلَ- يَفْعِلُ যেমন: ضَرَبَ – يَضْرِبُ

৩. فَعِلَ- يَفْعَلُ যেমন: سَمِعَ – يَسْمَعُ   ৪. فَعَلَ- يَفْعَلُ যেমন: فَتَحَ – يَفْتَحُ

৫. فَعُلَ- يَفْعُلُ যেমন: كَرُمَ – يَكْرُمُ   ৬. فَعِلَ- يَفْعِلُ যেমন: حَسِبَ – يَحْسِبُ

ছুলাছী মাযীদ ফীহ বা হামযায়ে ওয়াসল এর নয় বাব:

١- اَلِافْتِعَال ٢- اَلِاسْتِفْعَال ٣- اَلِانْفِعَال ٤- اَلِافْعِلَال ٥- اَلِافْعِيْلَال ٦- اَلِافْعِيْعَال ٧- اَلِافْعِوَّال ٨- اَلِافَّعُّل ٩- اَلِافَّاعُل

ছুলাছী মাযীদ ফীহ বে হামযায়ে ওয়াসলের পাঁচ বাব:

١- اَلْإِفْعَال ٢- اَلتَّفْعِيْل ٣- اَلْمُفَاعَلَة ٤- اَلتَّفَعُّل ٥- اَلتَّفَاعُل

রূবায়ী মুজাররদের এক বাব:

১. اَلْفَعْلَلَةُ مثل الْبَعْثَرَة

রূবায়ী মাযীদ ফীহ বে হামযায়ে ওয়াসল এর এক বাব:

১. اَلتَّفَعْلُلُ مثل التَّسَرْبُلُ

রূবায়ী মাযীদ ফীহ বা হামযায়ে ওয়াসল এর দুই বাব:

১. اَلِافْعِنْلَالُ مثل الِابْرِنْشَاقُ

২. اَلِافْعِلَّالُ مثل اَلِاقْشِعْرَارُ

ملحق بارباعى مجرد 'র সাত বাব

١- اَلْفَعْلَلَةُ ٢- اَلْفَعْنَلَةُ ٣- اَلْفَوْعَلَةُ ٤- اَلْفَعْوَلَةُ ٥- اَلْفَيْعَلَةُ ٦- اَلْفَعْيَلَةُ ٧- اَلْفَعْلَاةُ

ملحق بتدحرج এর সাত বাব:

١- اَلتَّفَعْلُل ٢- اَلتَّفَعْنُل ٣- اَلتَّفَوْعُل ٤- اَلتَّفَعْوُل ٥- اَلتَّفَيْعُل ٦- اَلتَّفَعْيُل ٧- اَلتَّفَعْلِي

ملحق بِاحْرَنْجَمَ এর দুই বাব:

১. اَلِافْعِنْلَال ২. اَلِافْعِنْلَاء

- ❖ উল্লেখ্য যে, ثلاثى مزيد فيه، رباعى مجرد ومزيد فيه ইত্যাদির মাসদারের ওযন নির্দিষ্ট থাকার কারনে সেগুলোর বাবের নামকরণ সেগুলোর মাসদারের ওযনে করা হয়েছে। কিন্তু ثلاثى مجرد'র মাসদারের নির্দিষ্ট কোন ওযন না থাকার কারণে এগুলোর বাবের নামকরণ সেগুলোর ماضى এবং مضارع এর হরকতের মাধ্যমে করা হয়েছে।
- ❖ তো, ثلاثى مجرد এর ছয় বাব। যদিও নাকি মাযীর আইন কালিমার হরকতের ভিন্নতার দ্বারা মোট নয়টি ওযন সৃষ্টি হয়। কিন্তু আহলে আরব সেগুলোর মধ্য থেকে ছয়টি ওযন ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভাব্য ওযন নয়টি হল:

এগুলোর মধ্য হতে فَعَلَ، يَفْعِلُ এবং فَعُلَ، يَفْعَلُ , فَعِلَ، يَفْعُلُ ব্যবহৃত হয় না। যদিও নাকি মুনশাইবের মুসান্নিফ فَعُلَ، يَفْعَلُ এবং فَعِلَ، يَفْعُلُ কে বাব হিসেবে এনেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল এগুলো স্বতন্ত্র কোন বাব নয়। বরং দুটি বাবের

মাযী ও মুযারিকে মিলিয়ে একটি বাব বানানো হয়েছে। তো দেখতে একটি বাবের মতই মনে হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে।

ছুলাসী মুজাররদের ছয়টি বাব হল নিম্নরূপ:

১. فَعَلَ– يَفْعُلُ যেমন: نَصَرَ – يَنْصُرُ   ২. فَعَلَ– يَفْعِلُ যেমন: ضَرَبَ – يَضْرِبُ

৩. فَعِلَ– يَفْعَلُ যেমন: سَمِعَ – يَسْمَعُ   ৪. فَعَلَ– يَفْعَلُ যেমন: فَتَحَ – يَفْتَحُ

৫. فَعُلَ– يَفْعُلُ যেমন: كَرُمَ – يَكْرُمُ   ৬. فَعِلَ– يَفْعِلُ যেমন: حَسِبَ – يَحْسِبُ

বাবের সংজ্ঞা: ماضى এবং مضارع এর আইন কালিমার হরকতের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরণের ওযন গঠিত হয়। সরফীদের পরিভাষায় তাকেই বাব বলে।

বাবের অপর আরেকটি সংজ্ঞা:

সরফীদের পরিভাষায়, মাসদার এবং তার সমস্ত **مشتقات** এর এমন সমষ্টিকে বাব বলে যেগুলো পরস্পর শব্দের দিক দিয়ে এবং অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যতা রাখে।

প্রথম বাব نَصَرَ – يَنْصُرُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এর আইন কালিমা مفتوح হবে এবং مضارع এর আইন কালিমা مضموم হবে।

এই বাবকে باب قَتَلَ – يَقْتُلُ দ্বারাও নামকরণ করা হয়ে থাকে।

এই বাবের সরফে সগীর:

نَصَرَ،يَنْصُرُ، نَصْرًا، فَهُوَ نَاصِرٌ، وَنُصِرَ، يُنْصَرُ، نَصْرًا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اُنْصُرْ، وَالنَّهْيُ مِنْهُ لَا تَنْصُرْ، وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَنْصَرٌ، وَالْآلَةُ مِنْهُ مِنْصَرٌ وَمِنْصَرَةٌ وَمِنْصَارٌ، وَأَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَنْصَرُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ نُصْرَى.

সরফে সগীরের সংজ্ঞা:

এখানে সরফের অর্থ হল গরদান। তো সরফে সগীরের অর্থ হল: ছোট গরদান।

প্রতিটি বহসের প্রথম সীগাটি নিয়ে যে গরদান তৈরী করা হয় তাকে সরফে সগীর বলে।

আর প্রতিটি বহসের পূর্ণাঙ্গ গরদানকে সরফে কাবীর বলে।

ইলমুস সরফের মধ্যে যে সরফে সগীর উল্লেখ রয়েছে তা মূলত হুবহু অর্থে সরফে সগীর নয়। কারণ:

ক. তাতে প্রতিটি বহসের গরদানের প্রথম সীগাটি নেই।

তেমনিভাবে মুনশাইব কিতাবে উল্লেখিত সরফে সগীরও পূর্ণাঙ্গ অর্থে সরফে সগীর নয়। কেননা তাতে প্রথমোক্ত ত্রুটির সাথে সাথে:

খ. কয়েকটি বহসের পূর্ণাঙ্গ গরদান রয়েছে। যা নাকি সরফে কাবীরের আলোচ্য বিষয়।

তো এসমস্ত কিতাবে যা প্রয়োজন তা নেই। আর যা আছে সেটা এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বরং পূর্ণাঙ্গ অর্থে সরফে সগীর হল যা পাকিস্তানের বিভিন্ন সরফের কিতাবে পাওয়া যায়। তো আমরা সে কিতাব থেকেই একটি বাবের সরফে সগীর পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করা মুনাসিব মনে করছি:

نَصَرَ[١]، يَنْصُرُ[٢]، نَصْرًا[٣]، فَهُوَ نَاصِرٌ[٤]، وَنُصِرَ[٥]، يُنْصَرُ[٦]، نَصْرًا[٧]، فذاك مَنْصُوْرٌ[٨]، مَا نَصَرَ[٩]، مَا نُصِرَ[١٠]، لَمْ يَنْصُرْ[١١]،لَمْ يُنْصَرْ[١٢]، لَا يَنْصُرُ[١٣]، لَا يُنْصَرُ[١٤]، لَنْ يَنْصُرَ[١٥]، لَنْ يُنْصَرَ[١٦]، لَيَنْصُرَنَّ[١٧]، لَيُنْصَرَنَّ[١٨]، لَيَنْصُرَنْ[١٩]، لَيُنْصَرَنْ[٢٠]، اَلْأَمْرُ مِنْهُ:

---

(১) اثبات فعل ماضی معروف

(২) مضارع معروف

(৩) مصدر معروف

(৪) اسم فاعل

(৫) ماضی مجهول

(৬) مضارع مجهول

(৭) مصدر مجهول

(৮) اسم مفعول

(৯) نفی فعل ماضی معروف

(১০) نفی فعل ماضی مجهول

(১১) نفی جحد بلم معروف

(১২) نفی جحد بلم مجهول

(১৩) نفی فعل مضارع معروف

(১৪) نفی فعل مضارع مجهول

(১৫) نفی تاکید بلن معروف

(১৬) نفی تاکید بلن مجهول

(১৭) لام تاکید بانون تاکید ثقیله معروف

(১৮) لام تاکید بانون تاکید ثقیله مجهول

(১৯) لام تاکید بانون تاکید خفیفه معروف

(২০) لام تاکید بانون تاکید خفیفه مجهول

اُنْصُرْ(١)، لِتُنْصَرْ(٢)، لِيَنْصُرْ(٣)، لِيُنْصَرْ(٤)، اُنْصُرَنَّ(٥)، لِتُنْصَرَنَّ(٦)، لِيَنْصُرَنَّ(٧)، لِيُنْصَرَنَّ(٨)، اُنْصُرَنْ(٩)، لِتُنْصَرَنْ(١٠)، لِيَنْصُرَنْ(١١)، لِيُنْصَرَنْ(١٢)، وَالنَّهْيُ مِنْهُ: لَا تَنْصُرْ(١٣)، لَا تُنْصَرْ(١٤)، لَا يَنْصُرْ(١٥)، لَا يُنْصَرْ(١٦)، لَا تَنْصُرَنَّ(١٧)، لَا تُنْصَرَنَّ(١٨)، لَا يَنْصُرَنَّ(١٩)، لَا يُنْصَرَنَّ(٢٠)،

---

(১) امر حاضر معروف

(২) امر حاضر مجہول

(৩) امر غائب معروف

(৪) امر غائب مجہول

(৫) امر حاضر معروف بانون ثقیلہ

(৬) امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ

(৭) امر غائب معروف بانون ثقیلہ

(৮) امر غائب مجہول بانون ثقیلہ

(৯) امر حاضر معروف بانون خفیفہ

(১০) امر حاضر مجہول بانون خفیفہ

(১১) امر غائب معروف بانون خفیفہ

(১২) امر غائب مجہول بانون خفیفہ

(১৩) نہی حاضر معروف

(১৪) نہی حاضر مجہول

(১৫) نہی غائب معروف

(১৬) نہی غائب مجہول

(১৭) نہی حاضر معروف بانون ثقیلہ

(১৮) نہی حاضر مجہول بانون ثقیلہ

(১৯) نہی غائب معروف بانون ثقیلہ

(২০) نہی غائب مجہول بانون ثقیلہ

لَا تَنْصُرَنْ[١]، لَا تُنْصَرَنْ[٢]، لَا يَنْصُرَنْ[٣]، لَا يُنْصَرَنْ[٤]، اَلظَّرْفُ مِنْهُ: مَنْصَرٌ[٥]، وَالْآلَةُ مِنْهُ: مِنْصَرٌ، وَمِنْصَرَةٌ، وَمِنْصَارٌ[٦]، وَأَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ: أَنْصَرُ[٧]، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ: نُصْرَى[٨]

(تعلیم الصرف: ص۷۹)

এখানে কয়েকটি জরুরী কথা বলে রাখা মুনাসিব মনে করছি।

১. আমরা সাধারণত সরফের যে কিতাবগুলো পড়ে থাকি সেগুলোতে সরফে সগীরের মধ্যে والنهي عنه বলা হয়ে থাকে। আমি একদিন সবকের মধ্যে সরফে সগীর বলছিলাম। তো ছোটবেলার মুখস্থ হিসাবে আমিও والنهي عنه বললাম। কিন্তু তৎক্ষনাৎ মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, সবগুলোতে منه বলছি এখানে কেন عنه বলছি। যদি صلہ বলার প্রয়োজন হয় (তখন অবশ্য অর্থ মিলবে না, কেননা অর্থ হল, এই বাব থেকে আমরের সীগা, এই বাব থেকে নাহীর সীগা) তাহলে আমরের মধ্যে বলতে হবে, الأمر به। الأمر منه নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই বাব থেকে আমরের সীগা, এই বাব থেকে নাহীর সীগা। তাহলে উভয় স্থানেই منه আনতে হবে। তাই আমি সবক শেষ করে খুঁজতে থাকি। কেননা যদি এ মতের ব্যাপারে যদি আমি আবার মুনফারিদ হয়ে যাই তাহলে তো মুশকিল। যেখানে আমাদের মত ছোটদের অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি, সেখানে আবার নিজস্ব কোন মত দাঁড় করিয়ে দেয়া তো ভারী কঠিন ব্যাপার। অবশেষে ব্যর্থ হইনি। আমার

---

(১) نہی حاضر معروف بانون خفیفہ

(২) نہی حاضر مجہول بانون خفیفہ

(৩) نہی غائب معروف بانون خفیفہ

(৪) نہی غائب مجہول بانون خفیفہ

(৫) اسم ظرف

(৬) اسم آلہ

(৭) اسم تفضیل مذکر

(৮) اسم تفضیل مؤنث

প্রিয় কিতাবে এর সমর্থন পেয়ে গেলাম। সেখানেও আমার ভাবনানুযায়ী লিখেছে। فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والنهي منه

২. এখানে লিখিত সরফে সগীর তালীমুস সরফে লেখা গরদান অনুযায়ী। কেননা তাতে এসবগুলোর বহসকে পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। আমর ও নাহী হাযের, গায়েব, মারূফ, মাজহূল ইত্যাদি সব গুলোকেই পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সেগুলো থেকেও প্রথম সীগাটি এখানে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাব ضَرَبَ – يَضْرِبُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এর আইন কালিমা মাফতূহ হবে এবং مضارع এর আইন কালিমা মাকসূর হবে।

এই দুই বাবের মাসদারের কয়েকটি ওযন হলো:

فَعْلٌ، فَعِيْلٌ، فُعُوْلٌ، فُعَالٌ، فِعَالَةٌ، فُعَالٌ، فَعَلَانٌ

তৃতীয় বাব سَمِعَ – يَسْمَعُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের বাবের মাযী এর আইন কালিমা মাকসূর হবে এবং مضارع এর আইন কালিমা মাফতূহ হবে।

❖ এই বাব থেকে সাধারণত অসুস্থতা, কষ্ট-দুঃখ, আনন্দ, রং, দোষ-ত্রুটি, শারীরিক গঠন, পূর্ণতা, শূন্যতা, উত্তেজনা ইত্যাদির অর্থের ধারক ফেয়েল ব্যবহৃত হয়। যেমন: سَقِمَ، فَرِحَ، عَوِرَ، سَوِدَ، غَضِبَ، شَبِعَ، ظَمِئَ، عَيِنَ ইত্যাদি।

❖ এই বাব হতে ব্যবহৃত ফেয়েলগুলো متعدى এর তুলনায় অধিক লাযেম হয়ে থাকে।

এই বাব থেকে ব্যবহৃত ফেয়েলগুলোর মাসদারের কয়েকটি ওযন হল:

فَعْلٌ، فَعَلٌ، فُعْلَة، فِعَالَةٌ

* এই বাব যেহেতু অধিকাংশ দোষ-ত্রুটি, রং, শারীরিক গঠন ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে থাকে তাই এই বাব থেকে ইসমে ফায়েলের পরিবর্তে সিফাতে মুশাব্বাহ ব্যবহৃত হবে। আর সিফাতে মুশাব্বাহ এর নির্দিষ্ট কোন ওযন নেই। বরং একেক সময় একেক ওযনে আসে। সুতরাং এ বাব থেকে ইসমে ফায়েল বলতে গেলে ভেবে-চিন্তে বলতে হবে। যেমন: اَلْحُزْنُ এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়। তো এর ইসমে ফায়েল তথা সিফাতে মুশাব্বাহ হল: حَزِنٌ، حَزِيْنٌ، حَزْنَانٌ এ কথাগুলো স্মরণ রাখতে হবে।
* *এই বাবকে অনেক সময় باب تَعِبَ، এবং باب عَلِمَ، يَعْلَمُ ও باب فَرِحَ، يَفْرَحُ يَتْعَبُ এবং باب تَبِعَ–يَتْبَعُ দ্বারাও নামকরণ করা হয়।*

চতুর্থ বাব : فَتَحَ – يَفْتَحُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের ماضى এবং مضارع উভয়টির মধ্যেই আইন কালিমা মাফতূহ হবে।

- এ বাবের জন্য শর্ত হল এর আইন অথবা লাম কালিমার মধ্য হতে কোন একটিতে হরফে হালকীর ছয়টি অক্ষর অর্থাৎ ء، ه، ع، ح، غ، خ এর মধ্য হতে কোন একটি হরফ থাকতে হবে। অন্যথায় সে ফেয়েলটিকে এবাব থেকে ব্যবহার করা যাবে না। তবে أَبَى، يَأْبَى এটি এ নিয়ম বহির্ভূত। এবং رَكَنَ، يَرْكَنُ এবাব থেকে ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ নয়। বরং এটি হওয়া বাবে তাদাখুলের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ এর ماضى হল باب نَصَرَ থেকে আর مضارع হল باب سَمِعَ থেকে।

পঞ্চম বাব باب كَرُمَ – يَكْرُمُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এবং মুযারি’ উভয়টির মধ্যেই আইন কালিমা মাযমূম হবে।

* এই বাবের ইসমে ফায়েল অন্যসব ছুলাসী বাবের ন্যায় فاعلٌ এর ওযনে আসে না। বরং বিভিন্ন ওযনে আসে। এর কারণ হল এই যে, এই বাবের মাসদারগুলোর মধ্যে স্থায়ীত্বের অর্থ থাকে। আর এজাতীয় অর্থবোধক ফেয়েল থেকে ইসমে ফায়েল আসেনা। বরং সিফাতে মুশাব্বাহ আসে। আর সিফাতে মুশাব্বাহ বিভিন্ন ওযনে আসে। তাই এই বাব থেকেও ইসমে ফায়েল তথা সিফাতে মুশাব্বাহ একেক সময়ে একেক ওযনে আসবে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

كَرُمَ، يَكْرُمُ، كَرَامَةً فَهُوَ كَرِيْمٌ　　　صَعُبَ، يَصْعُبُ، صُعُوْبَةً فَهُوَ صَعْبٌ

حَسُنَ، يَحْسُنُ، حُسْنًا فَهُوَ حَسَنٌ　　　صَلُبَ، يَصْلُبُ، صَلَابَةً فَهُوَ صُلْبٌ

خَشُنَ، يَخْشُنُ، خُشُوْنَةً، فَهُوَ خَشِنٌ　　　شَجُعَ، يَشْجُعُ، شَجَاعَةً فَهُوَ شُجَاعٌ

সুতরাং এবাবের ইসমে ফায়েল বলার ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

* এই বাবের মাসদার সাধারণত فَعَالَةٌ এবং فُعُوْلَةٌ এর ওযনে আসে। যেমন:
كَرُمَ، يَكْرُمُ، كَرَامَةً. خَشُنَ، يَخْشُنُ، خُشُوْنَةٌ
* তবে কখনও কখনও فِعَلٌ এবং فُعْلٌ এর ওযনেও এসে থাকে।

যেমন: قَدُمَ، يَقْدُمُ، قِدَمًا، صَغُرَ، يَصْغُرُ، صِغَرًا، بَعُدَ، يَبْعُدُ، بُعْدًا

❖ এই বাবের একটি বৈশিষ্ট হল, এই বাবের মাসদারগুলো সৃষ্টিগত, জন্মগত ও স্বভাবগত গুণাবলীর অর্থের ধারক হয়ে থাকে।
❖ এই বাব সর্বদা লাযেম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এমনকি কোন মুতাআদ্দি ফেয়েলকে যদি এই বাবে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেটাও লাযেম হয়ে যায়।
❖ ثلاثى مجرد'র যে কোন বাবের ফেয়েলকে এই বাবে নিয়ে এসে ব্যবহার করা জায়িয আছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, উক্ত গুণটি তার স্বভাবজাত গুণে পরিণত হয়েছে।

❖ তেমনিভাবে কখনও কখনও এ বাবের ফেয়েল تعجب বুঝানোর জন্য আসে। তখন তাতে কোন কাল থাকবে না। যেমনটি আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

❖ এই বাবকে অনেক সময় باب شَرُفَ، يَشْرُفُ দ্বারাও নামকরণ করা হয়।

ষষ্ঠ বাব حَسِبَ – يَحْسِبُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এবং মুযারি' উভয়টির মধ্যেই আইন কালিমা মাকসূর হবে।

❖ উল্লেখ্য যে, এ বাব থেকে ব্যবহৃত ফেয়েলের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর সহীহ মাসদারও ব্যবহৃত হয় মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। মজার কথা হল এই যে, যে ফেয়েল দ্বারা এই বাবের নামকরণ করা হয়েছে সে ফেয়েলটিই বাবে سَمِعَ – يَسْمَعُ থেকে ব্যবহার করা উত্তম এবং কুরআনে মাজীদে এই ফেয়েলটি বাবে سَمِعَ – يَسْمَعُ থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাকি বেশ কিছু গাইরে সহীহ ফেয়েল এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন: وَثِقَ، وَرِثَ، وَرِمَ، وَرِعَ
এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা ফুসূলে আকবারীর মাঝে আসবে ইন শা-আল্লাহ।

মাসদার সংক্রান্ত আরো কিছু কথা

১. পেশা, শিল্পকর্ম সংক্রান্ত মাসদার সাধারণত فِعَالَةٌ এর ওযনে আসে।

২. রংয়ের অর্থের ধারক মাসদার সমূহ فُعْلَةٌ এর ওযনে আসে। যেমন: حُمْرَةٌ، خُضْرَةٌ، صُفْرَةٌ، زُرْقَةٌ

৩. নড়াচড়া, পরিবর্তনের অর্থের ধারক মাসদার সমূহ فَعَلَانٌ এর ওযনে আসে। যেমন: طَارَ طَيَرَانٌ، دَارَ دَوَرَانٌ، جَرَى،جَرَيَان، ثَارَ ثَوَرَانٌ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, আমার দেখা অনুযায়ী অনেক তালিবে ইলমই এক্ষেত্রে ভুল করে থাকে।

যেমন: جَرَيَانٌ এর ক্ষেত্রে বলে থাকে جِرْيَان

تَوَقَانٌ এর ক্ষেত্রে বলে থাকে تَوْقَان

دَوَرَان এর ক্ষেত্রে বলে থাকে دَوْرَان

سَيَلَان এর ক্ষেত্রে বলে থাকে سَيْلَان

তাই একটু সতর্কতার সাথে এ কথাগুলি মনে রেখে তা খাটাতে হবে।

৪. বিরত থাকা, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অর্থপ্রকাশক মাসদার فِعَال এর ওযনে আসে। যেমন: جَمَحَ، جِمَاحًا/ أَبَى، إِبَاءً، شرد، شِرادا،نفر،نِفارا، فر، فِرَارًا

৫. রোগ-ব্যধির অর্থের ধারক মাসদার সাধারণত فُعَال এবং فَعَل এর দুই ওযনে আসে। যেমন: سَعَلَ سُعَالًا، زُكِمَ زُكَامًا، رَمِدَ، رُمَادًا، مَرِضَ مَرَضًا

৬. আওয়াযের অর্থের ধারক মাসদার সাধারণত فُعَال এবং فَعِيْل এই দুই ওযনে আসে। যেমন: صرخ، صُراخا، نبح،نُباحا، زأر، زَئِيْرًا

৭. চলার অর্থের ধারক মাসদার সাধারণত فَعِيْلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: رَحِيْلٌ، دَبِيْبٌ

৮. স্থায়ী গুণ প্রকাশক মাসদার সাধারণত فُعُوْلَةٌ এর ওযনে আসে। যেমন: يُبُوْسَةٌ،خُشُوْنَةٌ

৯. শারীরিক বাহ্যিক দোষ-ক্রটির অর্থ প্রকাশক মাসদার সাধারণত فَعَلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: عَوَرٌ، عَمًى، عَرَج، عَمَشٌ

১০. তৃমূল বিশিষ্ট মুতাআদ্দি ফেয়েলের মাসদার فَعْلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: أَخْذٌ، فَهْمٌ، رَدٌّ، قَوْلٌ، غَزْوٌ

১১. তৃমূল বিশিষ্ট মাকসূরুল আইন (فَعِلَ) লাযেম ফেয়েলের মাসদার فَعَلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: فَرَحٌ، جَزَعٌ، أَسَفٌ

১২. তৃমূল বিশিষ্ট মাফতুহুল আইন (فَعَلَ) লাযেম ফেয়েলের মাসদার فُعُوْلٌ এর ওযনে আসে। যেমন: خُرُوْجٌ، عُرُوْجٌ، غُرُوْبٌ، جُلُوْسٌ، قُعُوْدٌ

১৩. আর যদি আইন কালিমাতে হরফে ইল্লত হয় তাহলে তার মাসদার فَعْلٌ এবং فِعَالٌ এই দুই ওযনে আসবে। যেমন: صَوْمٌ، صِيَامٌ، نَوْمٌ، صِيَاحٌ

১৪. বাবে كَرُمَ এর মাসদার সাধারণত فُعُوْلَة অথবা فَعَالَة এই দুই ওযনে আসে। যেমন:سُهُوْلَةٌ، شَجَاعَةٌ، مَلَاحَةٌ

যদি এর সিফাতে মুশাব্বাহ فَعِيْلٌ এর ওযনে আসে তাহলে এর মাসদার হবে فعالة এর ওযনে। আর যদি এর সিফাতে মুশাব্বাহ فَعْلٌ এর ওযনে আসে তাহলে তার মাসদার হবে فعولة এর ওযনে। যেমন: مَلُحَ، مَلَاحَةً، مَلِيْحٌ. صَعُب، صُعُوْبَةٌ، صَعْبٌ

এখানে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সহজীকরণে কয়েকটি কথা কানূন আকারে পেশ করছিঃ

আলামতে মুযারি' সংক্রান্ত কানূন

ক. ফেয়েলটি যদি مجہول হয় তাহলে علامت مضارع সর্বদা পেশ বিশিষ্ট হবে।

খ. আর যদি মা'রূফ হয় তাহলে-

* মাযী যদি চার অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে আলামতে মুযারি পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন: بَعْثَرَ، يُبَعْثِرُ
* আর যদি এর চেয়ে কম বা বেশি হয় তাহলে আলামতে মুযারি যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন: نَصَرَ، يَنْصُرُ، اِجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ
* তবে একটি শব্দ এমন রয়েছে যাতে علامت مضارع এর মধ্যে কাসরা দিয়ে পড়াই অধিক বিশুদ্ধ। আর সেটা হল: إِخَالُ

ফেয়েলে মুযারি' এর শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরের হারাকাত সংক্রান্ত কানূন

ক. মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে তার আইন কালিমা বাব অনুযায়ী হবে।

খ. আর মাযী যদি তিন অক্ষরের চেয়ে অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে:

* যদি মাযীর শুরুতে তা থাকে তাহলে তার শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাফতূহ হবে। যেমন: تَسَرْبَلَ، يَتَسَرْبَلُ
* অন্যথায় মাকসুর হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ

মাসদার সংক্রান্ত একটি কানূন

যে সমস্ত বাবের শুরুতে তা রয়েছে সে সকল বাবের মাসদারের মধ্যে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর সর্বদা মাযমূম হবে। যেমন: التَّسَرْبُلُ، التَّقَبُّلُ

মাযী সংক্রান্ত কানূন

* মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে তার সকল অক্ষরই মুতাহাররিক হবে। এবং আইন কালিমা বাব অনুযায়ী হবে।
* মাযী যদি চার অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে তার দ্বিতীয় অক্ষর সাকিন হবে। যেমন: أَكْرَمَ، بَعْثَرَ
  আর বাকি অক্ষর গুলো মাফতুহ।
* মাযী যদি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে যদি তার শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল থাকে তাহলে তার দ্বিতীয় অক্ষর সাকিন হবে। আর বাকি অক্ষরগুলো মুতাহাররিক। তবে হামযায়ে ওয়াসল মাকসূর এবং বাকি হরফগুলো মাফতূহ হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ
  আর যদি শুরুতে "ت" থাকে তাহলে তার তৃতীয় অক্ষর সাকিন হবে। বাকি হরফগুলো মাফতূহ হবে। যেমন: تَسَرْبَلَ، تَقَبَّلَ

* মাযী যদি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে তার দ্বিতীয় এবং চতুর্থ হরফ সাকিন হবে। বাকিগুলো মুতাহাররিক হবে। শুরুর হামযায়ে ওয়াসল মাকসুর আর বাকিগুলো মাফতুহ। যেমন: اِسْتَفْسَرَ
* কিন্তু যদি শেষ হরফ মুশাদ্দাদ হয় এবং তার পূর্বে আলিফ না থাকে তাহলে চতুর্থ হরফ সাকিন হবে না। যেমন: اِقْشَعَرَّ

মাসদার সংক্রান্ত কিছু কথা

* যে সমস্ত বাবের শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল রয়েছে সে সমস্ত বাবের মাসদার সংক্রান্ত কানূন হল এই যে, সেগুলোর শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে আলিফ বৃদ্ধি করতে হবে। অতঃপর তৃতীয় অক্ষরে কাসরা দিতে হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ থেকে اِجْتِنَابٌ

اِسْتَنْصَرَ থেকে اِسْتِنْصَارٌ

ثلاثی مزید فیہ باہمزۂ وصل এর বাব নয়টি

١- اَلِافْتِعَال ٢- اَلِاسْتِفْعَال ٣- اَلِانْفِعَال ٤- اَلِافْعِلَال ٥- اَلِافْعِيْلَال ٦- اَلِافْعِيْعَال ٧- اَلِافْعِوَّال ٨- اَلِافَّعُّل ٩- اَلِافَّاعُل

প্রথম বাব: اَلِافْتِعَال[১]

এই বাবের আলামত হল এই যে, এ বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর

---

(১) বা হামযায়ে ওয়াসল এর বাব গুলোর শুরুতে যদি আলিফ লাম যুক্ত হয় তাহলে পড়ার ক্ষেত্রে আলিফ লামের পরের যে হামযা রয়েছে সেটাকে উচ্চারণ করা যাবে না। বরং লামে কাসরা দিয়ে হামযা পরবর্তী সাকিন অক্ষরকে উচ্চারণ করতে হবে। সুতরাং الافتعال এর উচ্চারণ হবে: আলিফতি‘আল। আল -ইফতি‘আল নয়।

অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অর্থাৎ শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং ফা কালিমা এর পরে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে "ت"।

এই বাবের সরফে সগীর

اِجْتَنَبَ، يَجْتَنِبُ، اجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنِبٌ، وَاجْتُنِبَ، يُجْتَنَبُ، اجْتِنَابًا فَهُوَ مُجْتَنَبٌ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اجْتَنِبْ، وَالنَّهْيُ مِنْهُ لَا تَجْتَنِبْ، وَالظَّرْفُ مِنْهُ مُجْتَنَبٌ، وَالْآلَةُ مِنْهُ مَا بِهِ الِاجْتِنَابُ وَأَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَّرِ مِنْهُ أَكْثَرُ اجْتِنَابًا وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ كُثْرَى اجْتِنَابًا.

باب الافتعال সংক্রান্ত কয়েকটি কানূন

১. باب الافتعال এর ফা কালিমাতে যদি ص، ض، ط، ظ এই চারটি অক্ষরের মধ্য হতে কোন একটি অক্ষর আসে তাহলে باب الافتعال এর "ت" কে "ط" দ্বারা পরিবর্তন করা জরুরী। যেমন: اِصْطَبَرَ، اِضْطَرَبَ

অতঃপর যদি এর ফা কালিমাতে ط থেকে থাকে তাহলে উক্ত ط কে ط এর মধ্যে ইদগাম করাও জরুরী। যেমন: اِطَّلَبَ

আর যদি ظ থেকে থাকে তাহলে তাকে তিনভাবে পড়া জায়িয আছে। যেমন: اِظْطَلَمَ، اِظَّلَمَ، اِطَّلَمَ

আর যদি ص، ض থাকে তাহলে তাতে দুই সূরত জায়িয আছে। যেমন: اِضْطَرَبَ، اِصْطَبَرَ، اِضَّرَبَ، اِصَّبَرَ

২. যদি باب الافتعال এর ফা কালিমাতে د، ذ، ز এই তিনটি হরফের মধ্য হতে কোন একটি হরফ থাকে তাহলে باب الافتعال এর "ت" কে د দ্বারা পরিবর্তন করা জরুরী। যেমন: ازدهر

অতঃপর ফা কালিমাতে যদি د থাকে তাহলে د কে د 'র মাঝে ইদগাম করা জরুরী। যেমন: اِدَّخَلَ

আর যদি ذ থাকে তাহলে তাতে তিন সূরত জায়িয আছে। যেমন: اِذْدَكَرَ، اِدَّكَرَ، اِذَّكَرَ

আর ز থাকলে তাতে দুই সূরত জায়িয আছে। যেমন: اِزْدَهَرَ، اِزَّهَرَ

৩. যদি باب الافتعال এর আইন কালিমাতে ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض এর বারটি অক্ষরের মধ্য হতে কোন একটি অক্ষর আসে তখন باب الافتعال এর "ت" কে উক্ত হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা জায়িয আছে। যেমন: اِخْتَصَمَ উক্ত কালিমাতে আইন কালিমাতে ص এসেছে। তাই باب الافتعال এর "ت" কে ص দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং اِخْصَصَمَ হয়েছে। অতঃপর একটি ص কে অপর ص এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। তাই اِخَصَّمَ হয়েছে। অতঃপর প্রথম অক্ষর মুতাহাররিক হবার কারণে হামযায়ে ওয়াসলের প্রয়োজনহীনতার কারণে তাকে ফেলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং خَصَّمَ হয়েছে।

ফায়েদা:

উক্ত কায়েদা জারী করার পর মাযী, মুযারি, ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল এর ফা কালিমাতে যবর ও যের উভয়টি দেয়া জায়িয আছে। যেমন: خَصَّمَ وخِصَّمَ، يَخَصِّمُ ويَخِصِّمُ

অতঃপর ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউলের মধ্যে মীমের মুনাসাবাতে ফা কালিমাতে ضمہ দেওয়াও জায়িয আছে। যেমন: مُخِصِّمٌ، مُخُصِّمٌ

❖ *এই বাবটি লাযেম এবং মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।*

দ্বিতীয় বাব: اَلِاسْتِفْعَال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি

এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে همزهٔ وصل এবং فاكلمه 'র পূর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে سين এবং তৃতীয় স্থানে تاء ।

এই বাবটিও লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় বাব: اَلِانْفِعَال

এই বাবের আলামত হল, এই বাবের মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুই। আর অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল: শুরুতে همزهٔ وصل এবং فاكلمه 'র পূর্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে নূন।

- ***এই বাবটি সর্বদা লাযেম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এমনকি কোন শব্দকে যদি এই বাবে নিয়ে আসা হয় সেটাও লাযেম হয়ে যায়। অর্থাৎ এই বাবটি হল লাযেমের ফর্মা।***

باب الانفعال সংক্রান্ত একটি কানূন

যে সমস্ত ফেয়েলের ফা কালিমাতে ইদগামের হরফ সমূহ অর্থাৎ ي، ر، م، ل، و، ن এই ছয়টি হরফের মধ্য হতে কোন একটি হরফ থাকে সে ফেয়েল এই বাব থেকে আসবে না।

তাই সে মাদ্দা থেকে এই বাবের অর্থ আদায় করতে হলে করণীয় হল এই যে, সে ফেয়েলকে باب الافتعال এ নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমি তাকে সাহায্য করলাম সুতরাং সে সাহায্যপ্রাপ্ত হল এই অর্থ আদায় করার প্রয়োজন হলে বলতে হবে: نَصَرْتُهُ فَانْتَصَرَ

চতুর্থ বাব: اِلِافْعِلَالُ

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذكر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর

অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুইটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং শেষে لام کلمہ مکرر مشدد (অর্থাৎ পুনরুক্ত লাম কালিমা।)

❖ এই বাব সর্বদা লাযেম হয়ে থাকে।

* এই বাব থেকে সাধারণত রং এবং বাহ্যিক দোষ-ত্রুটির অর্থ প্রকাশক ফেয়েল ব্যবহৃত হয়। তবে এ বাব থেকে ব্যবহৃত অর্থে আধিক্যের অর্থ থাকবে। সুতরাং اِحْمَرَّ এর অর্থ হবে অত্যাধিক লাল হওয়া।

এই বাবের সরফে সগীরও উল্লেখ করা এখানে মুনাসিব মনে করছি। কেননা এরই উপর নির্ভর করে কিছু কথা সামনে বলতে হবে।

اِحْمَرَّ، يَحْمَرُّ، احْمِرَارًا، فَهُوَ مُحْمَرٌّ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِحْمَرَّ، اِحْمَرِّ، اِحْمَرِرْ، وَالنَّهْيُ مِنْهُ لَا تَحْمَرَّ، لَا تَحْمَرِّ، لَا تَحْمَرِرْ، اَلظَّرْفُ مِنْهُ مُحْمَرٌّ، وَالْآلَةُ مِنْهُ مَا بِهِ الِاحْمِرَارُ، وَأَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَشَدُّ احْمِرَارًا، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ شُدَّى احْمِرَارًا

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

১. এ বাব এবং এ জাতীয় সকল বাবেই শেষ দুইটি হরফ এক জাতীয় হবার কারণে ফেয়েলের শেষ অক্ষর মুশাদ্দাদ হয়ে থাকে। কিন্তু গরদানের মধ্যে যে সমস্ত স্থানে শেষ হরফের পূর্বের হরফে সাকিন রয়েছে সেখানে আবার মুশাদ্দাদ হবে না। যেমন: اِحْمَرَرْنَ থেকে اِحْمَرَرْنَا পর্যন্ত। তেমনিভাবে يَحْمَرِرْنَ، تَحْمَرِرْنَ

তাই গরদান দেওয়ার সময় এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে।

২. একটি বিষয়ের দিকে এখানে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মাযীর গরদানের মধ্যে এবাবে তেমনিভাবে সামনের বাবে জমা মুআন্নাস থেকে থেকে জমা মুতাকাল্লিম পর্যন্ত ইদগামের সাথে হবে না। এবং লাম কালিমাতে ফাতহা হবে। সুতরাং বলা হবে اِحْمَرَرْنَ
আর যদি মুযারি হয় তাহলে জমা মুআন্নাস এর দুই সীগাতে তাশদীদ হবে না। আর লাম কালিমাতে কাসরা হবে। যেমন: يَحْمَرِرْنَ

৩. যদি কোন ফেয়েলের শেষ অক্ষর মুশাদ্দাদ হয় এবং তার শুরুতে হরফে জাযেম আসে:

তাহলে যদি তার শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাযমূম হয় তবে সে ফেয়েলকে চারভাবে পড়া জায়েয আছে। যেমন: يَمُدُّ থেকে لَمْ يَمُدَّ، لَمْ يَمُدِّ، لَمْ يَمُدُّ، لَمْ يَمْدُدْ

আর যদি তার শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাযমূম না হয় তাহলে তাতে তিন সূরত জায়িয আছে। যেমন: لَمْ يَحْمَرَّ، لَمْ يَحْمَرِّ، لَمْ يَحْمَرِرْ

সুতরাং সরফে সগীর দেখে শুধু আমর ও নাহীর প্রথম সীগাতেই শুধুমাত্র এমনটি ঘটবে এমনটা মনে করোনা। বরং امر، نہي، نفی جحد بلم এর সমস্ত বহসের মুযারি মুফরাদের পাঁচ সীগাতেই এমনটি ঘটবে। ভালভাবে মনে রেখ।

৪. সরফে সগীরের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, ইসমে ফায়েল এবং ইসমে যরফ দুনোটার সীগাই হল: مُحْمَرٌّ (দ্বিতীয় মীমে ফাতহা দিয়ে ইসমে ফায়েলের মধ্যে দ্বিতীয় মীমে কাসরা দেয়া যাবে না। এ কথা মনে করে যে, ইসমে ফায়েলের শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে তো কাসরা হয়ে থাকে। এখানে মীম শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর নয়। বরং رائے مشددہ র মধ্যে প্রথম را টি হল শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর। মীম এটা পূর্বে থেকেই মাফতূহ ছিল। এখানে শুধুমাত্র প্রথম را কে সাকিন করে দ্বিতীয়টির মধ্যে তাকে ইদগাম করা হয়েছে।)

এখন বুঝার বিষয় হল: এই দুটির সীগাই যদি مُحْمَرٌّ হয়ে থাকে তাহলে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য কি, এবং কিভাবে নির্ণয় করা হবে যে, এটা ইসমে ফায়েল না ইসমে যরফ।

প্রথমে পার্থক্যের কথা বলে নিচ্ছি:

উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, مُحْمَرٌّ ইসমে ফায়েল এর মধ্যে মূলত مُحْمَرِرٌ (শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে কাসরার সাথে) ছিল। আর ইসমে যরফের মধ্যে এর আসল রূপ ছিল مُحْمَرَرٌ (শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে ফাতহার সাথে)। এটাই হল পার্থক্য।

এখন কথা হল, বাক্যের মধ্যে কিভাবে নির্ধারণ করব যে, এটা কোন সীগা। তো এর সহজ সরল উত্তর হল এই যে, উক্ত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোই বলে দিবে যে, তুমি এটাকে কোন সীগা হিসেবে ধরবে। সুতরাং পেরেশানীর কোন কারণ নেই। আরবীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোল। সেই তোমাকে সহায়তা করবে।

৫. এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তা হল এই যে, এই বাবে اِحْمَرَّا এই শব্দটি তিনটি সীগার সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ মাযী এর تثنيہ مذکر غائب এবং আমর এর تثنيہ حاضر غائب ও تثنيہ مؤنث غائب
আর اِحْمَرُّوْا এই শব্দটি দুইটি সীগার সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ মাযী এর جمع مذکر غائب এবং আমর এর جمع مذکر حاضر ।

পঞ্চম বাব: اَلِافْعِيْلَال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে আলিফ যা মাসদারের মধ্যে ইয়া হয়ে যায়। আর لام کلمہ مکرر مشدد (অর্থাৎ পুনরুক্ত লাম কালিমা।)

ফায়েদা:

ক. এই বাবটিও সর্বদা লাযেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. এই বাব থেকেও সাধারণত রং এবং বাহ্যিক দোষ-ক্রুটির অর্থ প্রকাশক ফেয়েল ব্যবহৃত হয়। তবে এ বাব থেকে ব্যবহৃত অর্থে আধিক্যের অর্থ থাকবে। সুতরাং اِدْهَامَّ এর অর্থ হবে অত্যাধিক কালো হওয়া।

গ. এই বাবের ক্ষেত্রেও হুবহু সে কথাগুলোও প্রযোজ্য যা আমরা এর পূর্বের বাবে বলে এসেছি। অর্থাৎ “কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা”র অধিনে আমরা যা কিছু বলেছি সে সব কিছুই এখানে প্রযোজ্য হবে।

ষষ্ঠ বাব: اَلِافْعِيْعَال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحدمذکرغائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং আইন কালিমা مکرر অর্থাৎ দ্বিতীয় বার আসা এবং عین کلمۂ مکرر এর মাঝখানে ওয়াও যা মাসদারের মধ্যে ইয়া হয়ে যায়।

- ❖ এই বাব অধিকাংশ লাযেমই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও মুতাআদ্দিও ব্যবহৃত হয়।

  যেমন: (আমি তা মিষ্ট মনে করেছি।) (میں نے اس کو شیریں سمجھا) اِحْلَوْلَيْتُهُ

  اِعْرَوْرَى الْفَرَسَ(وہ گھوڑے پر ننگے بدن سوار ہوا)

- ❖ এই বাবে অধিকাংশ সময় আধিক্যের অর্থ পাওয়া যায়। তো خَشُنَ এর অর্থও হল অমসৃণ হওয়া, তেমনিভাবে اِخْشَوْشَنَ এরও অর্থ হল অমসৃণ হওয়া। তবে দ্বিতীয়টির মধ্যে আধিক্যের অর্থ রয়েছে। والله أعلم بالصواب

সপ্তম বাব: اَلِافْعِوَّال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحدمذکرغائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝখানে واومکرر مشدد অর্থাৎ তাশদীদ যুক্ত পুনরুক্ত ওয়াও।

- ❖ এই বাবটি লাযেম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাব কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি।

অষ্টম বাব: اَلِافِّعُّل

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং ফা কালিমা ও লাম কালিমায়ে মুকাররার মুশাদ্দাদ। (তাশদীদ যুক্ত পুনরুক্ত হওয়া।)

নবম বাব: اِلافَّاعُل

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে ہمزۂ وصل এবং فا کلمۂ مکرر مشدد। (তাশদীদ যুক্ত পুনরুক্ত হওয়া।) এবং তারপর (অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে) আলিফ।

ফায়েদা

باب الافعل এবং باب الافاعل এই দুটি বাব স্বতন্ত্র কোন বাব নয়। বরং বাবে تفعل এবং تفاعل এর পরিবর্তিত রূপ। তাই অনেকেই এই দুটি বাবকে হামযায়ে ওয়াসলের বাবসমূহের সাথে উল্লেখ করেননি। বরং হামযায়ে ওয়াসলের সাতটি বাব উল্লেখ করেছেন।

باب الافاعل এবং باب الافعل এর হাকীকত

একটি কায়েদা আছে যে,

যদি باب التفعل এবং باب التفاعل এর ফা কালেমাতে ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، এই বারটি অক্ষরের মধ্য হতে কোন একটি হরফ থাকে তাহলে باب التفعل এবং باب التفاعل এর "ت" কে উক্ত হরফ দ্বারা পরিবর্তন

করে একটি অপরটির মধ্যে ইদগাম করা জায়িয আছে। যেমন: تَطَهَّرَ এ ফেয়েলের শুরুতে "ت" এসেছে। তাই তা কে "ط" দ্বারা পরিবর্তন করে একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। সুতরাং طَّهَرَ হয়েছে। অতঃপর যেন ابتدا بالسکون লাযেম না আসে তাই শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল আনা হয়েছে। সুতরাং اِطَّهَّرَ হয়ে গিয়েছে।

তো এই কায়েদার প্রায়োগিক রূপই হল এই দুই বাব। ভিন্ন কিছু নয়।

একটি মজার কথা

এই কায়েদার মধ্যে বারটি অক্ষরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কিন্তু সেখানে "فاء" এর উল্লেখ নেই। তো এ কায়েদা অনুযায়ী اِفَّاعُل، اِفَّعُّل হবার কথা ছিল না। তবুও এতে এই কায়েদা প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা আমরা ف،ع،ل কে মীযান (শব্দ পরিমাপক) নির্ধারণ করেছি। তাই এই কায়েদা প্রয়োগ করে যে শব্দগুলোকে বানানো হবে সেগুলোর موزون به হিসেবে اِفَّاعُل، اِفَّعُّل এর মধ্যেও এই কায়েদার প্রয়োগ করা হয়েছে।

❖ **ফায়েদা:**

আমরা একটি কায়েদা উল্লেখ করেছিলাম যে, যদি কোন বাবের শুরুতে তা থাকে তাহলে তার মুযারি এর মধ্যে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাফতূহ হবে। অন্যথায় মাকসূর হবে।

তো এই দুই বাবের শুরুতে যদিও তা নেই। কিন্তু যেহেতু এই দুই বাব باب التفعل এবং باب التفاعل এর পরিবর্তিত রূপ। তাই এই দুই বাবের শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরেরও মাকসুর না হয়ে মাফতূহ হবে। ভালোভাবে বুঝে নাও।

আর যেহেতু এই দুটি বাব باب التفعل এবং باب التفاعل এর পরিবর্তিত রূপ। তাই ঐ দুটি বাব যেমন লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে এই বাব দুটোও লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। *এবং উভয় বাবই কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।*

بے ہمزۂ وصل এর বাব পাঁচটি

١- اَلْإِفْعَال ٢- اَلتَّفْعِيْل ٣- اَلْمُفَاعَلَة ٤- اَلتَّفَعُّل ٥- اَلتَّفَاعُل

প্রথম বাব: اَلْإِفْعَال

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল ফা কালেমার পূর্বে همزة القطع।

প্রশ্ন: বাবে باب افعال এর আমরে হাযেরের শুরুতে যে হামযা রয়েছে সেটা وصلی না قطعی?

উত্তর: باب افعال এর আমরে হাযেরের শুরুতে যে হামযা রয়েছে সেটা ওয়াসলী নয়। বরং কতয়ী।

প্রশ্ন: এটা কিভাবে বুঝা গেল যে, باب افعال এর শুরুতে যে হামযা রয়েছে সেটা وصلی নয় বরং قطعی?

উত্তর: কেননা এ বাবের মাযী হল: أَكْرَمَ। অতঃপর মুযারি বানানোর নিয়ম অনুযায়ী এর শুরুতে আলামতে মুযারি বৃদ্ধি করার দ্বারা মুযারি' এর সীগা হবার কথা ছিল يُأَكْرِمُ। এবং আমরে হাযেরের সীগা হবার কথা ছিল: تُأَكْرِمُ। অতঃপর আমরে হাযের বানানোর নিয়ম অনুযায়ী এর শুরু থেকে আলামতে মুযারি' ফেলে দেয়া হয়েছে এবং শেষ অক্ষরে সাকিন করা হয়েছে। সুতরাং أَكْرِمْ হয়ে গিয়েছে।

তো এ বাবের শুরুতে যে হামযাটা রয়েছে এটা সেই হামযা যেটা নাকি মাযীর শুরুতে ছিল। আর সেটা হল কতয়ী। সুতরাং বুঝা গেল যে, এই বাবের আমরে হাযেরের শুরুতে যে হামযা রয়েছে সেটাও قطعی, وصلی নয়

প্রশ্ন: পূর্বে বলা হল যে, এই বাবের মুযারি হল: يُأَكْرِمُ। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বাবের মুযারি হল يُكْرِمُ । হামযাটাতো দেখতে পাচ্ছি না। সেটা কোথায় গেল?

উত্তর: যেহেতু এই বাবের মুযারি'টা তো হবার কথা ছিল يُأَكْرِمُ। সে অনুযায়ী মুতাকাল্লিমের সীগা হবার কথা ছিল أُأَكْرِمُ। তো এখানে দুটি হামযা একত্রিত হয়ে যায়। যা উচ্চারণ করা কাঠিন্যের কারণ ছিল। তাই সেখান থেকে একটি হামযা ফেলে দেয়া হয়। সুতরাং أُكْرِمُ হয়ে যায়। আর এই একটি সীগার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে বাকি সীগাগুলো থেকেও হামযাকে ফেলে দেয়া হয়। যেন একটি বহসের সকল সীগা একই রকম থাকে। তাই এখন সে হামযাটি দেখা যাচ্ছে না।

❖ **ফায়েদা:**

امر حاضر বানানোর নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছে, علامت مضارع কে ফেলে দেবার পর যদি প্রথম অক্ষর সাকিন হয় তাহলে হামযায়ে ওয়াসল বৃদ্ধি করতে হবে।

এ বাবের মধ্যেও তো علامت مضارع ফেলে দেবার পর তো প্রথম অক্ষর সাকিন হয়ে থাকে। তাহলে এখানেও তো হামযায়ে ওয়াসল আসার কথা। কিন্তু যেহেতু এই বাবের মুযারি মূলত يُأَكْرِمُ ছিল। এবং হাযিরের সীগা تُأَكْرِمُ ছিল।

তাই علامت مضارع ফেলে দেবার পর প্রথম অক্ষর ছিল হামযায়ে মুতাহাররিকা। সুতরাং আর অন্য কোন হামযা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়নি।

এই বিষয়টির ব্যাপারে আমরা আমরে হাযের বানানোর নিয়মের মধ্যেও সর্তক করেছি।

❖ এখানে এ বাবের একটি সুন্দর মাসদার নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। আর সেটা হল: هَرَاقَ، يُهَرِيْقُ

অভিধান প্রণেতাগণ বলে থাকেন যে, এটা মূলত أَرَاقَ ছিল। অতঃপর হামযাকে হা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন নাকি বলা হয়ে থাকে যে, اَلْهَمْزَةُ মূলত اَلْأَمْزَةُ ছিল। অতঃপর هَرَاقَ হয়েছে। আর এর মুযারি' হল يُهَرِيْقُ। বাবে ইফআলের মধ্যে মুযারি তে একটি হামযা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, মুতাকাল্লিমের সীগাতে দুটি হামযা একত্রিত হয়ে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যাবার কারণে। কিন্তু এই ফেয়েলের মধ্যে উক্ত সমস্যাটি নেই। কেননা শুরুতে হামযা নেই। তাই এর মুযারি হয়েছে: يُهَرِيْقُ যা মূলত يُهَرْيِقُ ছিল। তালীলের মাধ্যমে يُهَرِيْقُ বানানো হয়েছে।

* কখনও কখনও হামযা সহযোগে أَهْرَاقَ ও বলা হয়ে থাকে।
* এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়। তবে লাযেমের তুলনায় মুতাআদ্দিই বেশি ব্যবহৃত হয়।
* এবং এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃতও হয়েছে।

দ্বিতীয় বাব: اَلتَّفْعِيْل

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল عين كلمه مكرر مشدد (অর্থাৎ তাশদীদযুক্ত পুনরুক্ত আইন কালিমা)।

* এই বাব অধিকাংশ মুতাআদ্দি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও লাযেমও ব্যবহৃত হয়।
* এই বাব কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফায়েদা

এই বাবের মাসদারসমূহ সাধারণত تَفْعِيْلٌ এর ওযনে আসে। তবে এই বাবের মাসদার আরো কিছু ওযনে আসে। আর সেগুলো হল:

فَعَالٌ، فِعَالٌ، فِعَّالٌ، تَفْعَالٌ، تَفْعِلَةٌ مثل: سَلَامٌ، كِتَابٌ، كِذَّابٌ، تَكْرَارٌ، تَذْكِرَةٌ

কখনও কখনও تِفْعَالٌ এর ওযনেও আসে। যেমন: تِبْيَانٌ، تِلْقَاءٌ

এই বাবের মাসদার সংক্রান্ত একটি শের:

تَفْعِلَہ تَفْعَال وفِعَّال وفَعَال آمد فِعَال	مصدر تفعیل آمد پنجتا اندر خیال
تذکرہ تکرار وکِذَّاب وسَلَام آمد کِتَاب	بشنوز من آنچہ آید بر وزنش یاد گیر

তৃতীয় বাব: اَلْمُفَاعَلَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল ফা কালেমা এবং আইন কালিমার মাঝে আলিফ।

❖ ফায়েদা:

ক. এই বাবটি সাধারণত মুতাআদ্দিই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও লাযেমও ব্যবহৃত হয়। যেমন: سَارَعَ

খ. এই বাবের মাসদার সাধারণত مُفَاعَلَةٌ এবং فِعَالٌ এর ওযনে আসে। তবে যদি ফা কালিমাতে ইয়া থাকে তাহলে এর বাবের মাসদার فِعَالٌ এর ওযনে আসবে না। বরং مُفَاعَلَةٌ এর ওযনে আসবে। যেমন: يَاسَرَ، مُيَاسَرَة

* কখনও কখনও فِيْعَال এর ওযনেও আসে। যেমন: قَاتَل، قِيتالا

গ. এই বাবের মধ্যে সাধারণত দুজন মিলে কোন কাজ করার অর্থ পাওয়া যায়। যেমন: قَاتَلَ

এর অর্থের মধ্যে দুজন কিতাল করেছে এর অর্থ আছে।

ঘ. এই বাব কুরআনে মাজীদের ব্যবহৃত হয়েছে।

ঙ. قَاتِلْنْ এটি বলার ক্ষেত্রে দুটি সীগা হতে পারে। একটি হল: اَلْقَتْل থেকে ইসমে ফায়েলের সীগা। আরেকটি হল বাবে المفاعلة এর আমর বা নূনে খফীফার জমা মুযাক্কার হাযিরের সীগা।

তেমনিভাবে قاتلوا المشركين এটাও বলার ক্ষেত্রে তিনটি সীগা হতে পারে। একটি হল ইসমে ফায়েলের واحد مذكر এর সীগা, আরেকটি হল ইসমে ফায়েলের جمع مذكر এর সীগা। আর সর্বশেষটি হল باب مفاعلة এর আমরে হাযেরের জমা মুযাক্কারের সীগা।

চতুর্থ বাব:اَلتَّفَعُّل

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল: ফা কালেমার পূর্বে তা এবং عين كلمهٔ مكرر مشدد (তাশদীদ যুক্ত পুনরুক্ত আইন কালিমা।)

ফায়েদা

ক. এই বাব অধিকাংশ সময় লাযেম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও মুতাআদ্দিও ব্যবহৃত হয়।

খ. এই বাবও কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. এই বাব, তেমনিভাবে باب التَّفَعْلُل এবং باب التَّفَاعُل আর তার মুলহাকাতের মধ্যে فعل مضارع তে যেখানেই দুইটি তা একত্রিত হবে তখন দুই তা এর মধ্য থেকে একটিকে হযফ করে দেয়া জায়িয আছে। তবে শর্ত হল সীগাটি মারূফ হতে হবে। যেমন: تَتَقَبَّلُ থেকে تَقَبَّلُ

ঘ. এই বাবের মাসদার কখনও কখনও تِفِعَّال এর ওযনে আসে। যেমন: تَكَلَّمَ تِكِلَّامًا

পঞ্চম বাব: التَّفَاعُل

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল: ফা কালেমার পূর্বে তা এবং ফা কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে আলিফ।

❖ ফায়েদা:

ক. এই বাব অধিকাংশ সময় লাযেম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও মুতাআদ্দিও ব্যবহৃত হয়।

খ. এই বাবও কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. বাবে مفاعلہ এর ন্যায় এই বাবেও কোন কাজে দুইজন অংশ গ্রহণ করার অর্থ প্রদান করে। যেমন: تَفَاخَرَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو

তবে باب الْمُفَاعَلَة এবং باب التَّفَاعُل এর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে,

باب الْمُفَاعَلَة এর মধ্যে যদিও নাকি কোন কাজ দুই জন মিলে করার অর্থ আছে, কিন্তু সেখানে একজনকে ফায়েল হিসেবে এবং অপর জনকে মাফউল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন: قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا

কিন্তু এই বাবের মধ্যে উভয় জনকেই ফায়েল হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে বলা হবে: تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو

প্রথমটিকে বলে مشارکہ আর দ্বিতীয়টিকে বলে تشارک ।

ঘ. উপরের ফায়েদা নং (গ) এর আলোকে আমরা বলেতে পারি যে, বাবে মুফাআলা কখনও একটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয় আবার কখনও দুইটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয়।

তো যদি باب المفاعلة একটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয় তাহলেباب التفاعل এ এসে সেটা লাযেম হয়ে যাবে। যেমন: قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا

এখানে قَاتَلَ ফেয়েলটি একটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয়েছে। তাই এটাকে যদি باب التفاعل এ নিয়ে আসা হয় তাহলে বলা হবে:تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ এখানে উভয়টিকে ফায়েল হিসাবে আনতে হবে। তখন ফেয়েলটি

লাযেম হয়ে যাবে। তখন আর باب التفاعل থেকে না মাজহূল আসবে আর না ইসমে মাফঊল আসবে।

❖ কিন্তু আমরা ইলমুস সরফের মধ্যে দেখছি যে, এজাতীয় মাসদার যা বাবে মুফাআলা এর মধ্যে متعدی بیک مفعول ছিল সেখানে মাজহুলের গরদান আনা হয়েছে। যা সঠিক মনে হচ্ছে না।

আর যদি বাবে মুফাআলা দুইটি মাফঊলের দিকে মুতাআদ্দি হয় তাহলে বাবে তাফাউলে এসে সেটা একটি মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হবে। যেমন: جَاذَبْتُ زَيْدًا ثَوْبًا এটাকে বাবে তাফাউলে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বলা হবে: تَجَاذَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ ثَوْبًا

رباعی مجرد'র একটি বাব

আর সেটি হল: اَلْفَعْلَلَةُ

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে চারটিই হল মৌলিক অক্ষর। অর্থাৎ فاکلمہ، عین کلمہ، لام کلمۂ اول এবং لام کلمۂ ثانی।

❖ ফায়েদা:

ক. এই বাবটি অধিকাংশ মুতাআদ্দিই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও লাযেমও ব্যবহৃত হয়।

খ. এই বাবটিও কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. এই বাবের মাসদার সাধারণত فَعْلَلَةٌ এর ওযনে আসে। তবে কখনও কখনও فِعْلَالٌ، فَعْلَالٌ এবং فَعْلَلَى এর ওযনেও আসে। যেমন: زِلْزَالٌ، وَسْوَاسٌ، قَهْقَرَى

رباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل এর দুই বাব

১- اَلِافْعِنْلَال ٢- اَلِافْعِلَّال

প্রথম বাব: اَلِافْعِنْلَال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল চারটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর দুইটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং চতুর্থ স্থানে অর্থাৎ আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে নূন।

❖ ফায়েদা:

ক. এই বাবটি সর্বদা লাযেম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

খ. এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।

দ্বিতীয় বাব: اَلِافْعِلَّال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল চারটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। আর অতিরিক্ত অক্ষর দুইটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং লাম কালিমায়ে সানী মুকাররার মুশাদ্দাদ (তাশদীদ যুক্ত পুনরুক্ত দ্বিতীয় লাম কালিমা)।

ফায়েদা:

ক. এই বাবটি সর্বদা লাযেম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

খ. কুরআন শরীফে এই বাবের তিনটি মাসদার ব্যবহৃত হয়েছে। মাসদার তিনটি হল: اَلِاطْمِئْنَان[২]، اَلِاقْشِعْرَار[৩]، اَلِاشْمِئْزَاز[৪][১]

رباعی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل এর এক বাব

অর্থাৎ: اَلتَّفَعْلُل

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযীর *واحد مذکر غائب* এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল চারটি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল: শুরুতে "ت"।

❖ ফায়েদা:

ক. এই বাবটি সাধারণত লাযেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খ. এবং এই বাব কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়নি।

গ. এই বাবের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই বাবকে অপর আরেক মুতাআদ্দি ফেয়েলের পর উল্লেখ করা হয় একথা বুঝানোর জন্য যে, এই ফেয়েলের

---

(১) এ মাসদার সমূহ থেকে ব্যবহৃত আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨) ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (الفجر: ٢٧) ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى﴾ (البقرة: ٢٦٠) ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ﴾ (آل عمران: ١٢٦) ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ (المائدة: ١١٣) ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ (الأنفال: ١٠) ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ٢٨) ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ١٠٦) ﴿قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ (النحل: ١١٢) ﴿يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ (الإسراء: ٩٥) ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ (الزمر: ٤٥) ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ (الزمر: ٢٣)

(২) প্রশান্তি লাভ করা।

(৩) কাঁপা, কম্পিত হওয়া।

(৪) সংকোচিত হওয়া, ঘৃণা করা।

ফায়েল যে নাকি প্রথম ফেয়েলের মাফঊলে বিহী সে প্রথম ফেয়েলের ফায়েলের আছর গ্রহণ করেছে। যেমন: سَرْبَلْتُ زَيْدًا فَتَسَرْبَلَ অর্থাৎ আমি যায়েদকে জামা পরিধান করালাম সুতরাং সে জামা পরিহিত হলে গেল। তো উক্ত উদাহরণের মধ্যে تَسَرْبَلَ ফেয়েলকে سَرْبَلَ ফেয়েলের পরে উল্লেখ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, سَرْبَلَ ফেয়েলের মাফঊলে বিহী অর্থাৎ যায়েদ (যে নাকি تَسَرْبَلَ ফেয়েলের ফায়েল সে) سَرْبَلَ ফেয়েলের ফায়েলের আছর অর্থাৎ জামা পরিধান করানোকে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইহাকে مطاوعت বলে। ভালোভাবে বুঝে নাও।

ملحقات এর বাবসমূহের বর্ণনা

মুলহাক হল: أَلْحَقَ، يُلْحِقُ، إِلْحَاقًا থেকে ইসমে মাফঊলের সীগা। একারনে মুলহাকের সংজ্ঞা জানতে হলে ইলহাকের সংজ্ঞা জানতে হবে।

الحاق এর শাব্দিক অর্থ হল: لاحق کردینا، ملادینا، ملانا অর্থাৎ মিলানো, মিলিয়ে দেওয়া, সংযুক্ত করে দেওয়া।

সরফীতে পরিভাষায় الحاق বলা হয়:

"কোন কালিমাকে অন্য কোন কালিমার সমওযনে বানানোর জন্য তাতে নিয়ম বহির্ভূত এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করা। যেমন: جَلْبَبَ যা মূলত جَلَبَ ছিল। তাতে অতিরিক্ত একটি বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেন তা دَحْرَجَ এর সমওযনে হয়ে যায়।

ملحق এর সংজ্ঞা:

মুলহাক ঐ কালিমাকে বলে যাকে অন্য কোন কালেমার সমওযনে বানানোর জন্য তাতে এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করা হয়।

ملحق بہ এর সংজ্ঞা:

কোন কালিমার মধ্যে এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করে যার সমওযনে বানানো হয় তাকে ملحق بہ বলে।

الحاق এর শর্ত সমূহ:

১. এই বৃদ্ধিকরণ নিয়ম বহির্ভূত হতে হবে। (অর্থাৎ এই বৃদ্ধি করাটা নির্দিষ্ট কোন অর্থের জন্য না হতে হবে যে, এই অক্ষরটি বৃদ্ধি করলে সর্বদা সেই

অর্থই প্রদান করে থাকে। যেমন নাকি হামযায়ে ইসমে তাফযীল বৃদ্ধি করার দ্বারা কোন শব্দ সর্বদা ইসমে তাফযীলের অর্থই প্রদান করে।)

২. ملحق به এর خاصيات অর্থাৎ বৈশিষ্টগত অর্থ ছাড়া নতুন কোন বৈশিষ্ট্যগত অর্থের ধারক না হতে হবে।
৩. ملحق এবং ملحق به উভয়টির মাসদার একই ওযনে আসতে হবে।
৪. মুলহাক এবং মুলহাক বিহীর সকল গরদান একই রকম হতে হবে।
৫. ملحق به এর যে স্থানে অতিরিক্ত অক্ষর রয়েছে ملحق এর মধ্যেও ঠিক সে স্থানেই অতিরিক্ত অক্ষর থাকতে হবে।
৬. অনেকেরই মতে, الحاق এর জন্য যে অক্ষর বৃদ্ধি করা হবে তা ফা কালিমার পূর্বে না হতে হবে।
৭. এক জাতীয় দুটি হরফ এক স্থানে আসলে এবং তাতে ইদগামের কানূন জারি করা অবধারিত করে এমন কিছু পাওয়া গেলেও ইদগাম না করা। যেমন: جَلْبَبَ এখানে ইদগাম করে جَلَبَّ বলা যাবে না।
৮. এখানে এমন কোন তা'লীল জারি না হওয়া যার কারনে মুলহাক বিহীর সমওযন থেকে বের হয়ে যায়। যেমন: شَرْيَفَ এর মধ্যে তা'লীল করে شَرَافَ বলা যাবে না।

❖ **ফায়েদা:**

কালামে আরবে যেখানেই কোন হরফ অতিরিক্ত হবার কথা আসবে সেগুলো নির্ধারিত কয়েকটি হরফসমূহের মধ্য হতে কোন একটি হতে হবে। আর এমন হরফ হল দশটি। যেগুলো سَأَلْتُمُوْنِيْهَا এবং أَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ এর মধ্য হতে প্রতিটিতে বিদ্যমান।

প্রশ্ন: أَكْرَمَ এটা دَحْرَجَ এর সমওযনে হয়েছে। সুতরাং أَكْرَمَ কে কি ملحق বলা যাবে?

উত্তর: না। কেননা الحاق এর জন্য একটি শর্ত ছিল এই যে, মুলহাক এবং মুলহাক বিহী উভয়টির মাসদার একই ওযনে আসতে হবে। তো أَكْرَمَ যদিও নাকি دَحْرَجَ এর সমওযনে হয়েছে, কিন্তু এই উভয়টির মাসদার ভিন্ন ভিন্ন ওযনের। কেননা أَكْرَمَ এর মাসদার হল إِكْرَام যা নাকি إِفْعَال এর ওযনে। আর دَحْرَجَ এর মাসদার হল دَحْرَجَة যা নাকি فَعْلَلَة এর ওযনে। অথচ উভয়টির মাসদার সমওযনে আসা ইলহাকের জন্য শর্ত ছিল। সুতরাং أَكْرَمَ কে ملحق বলা যাবে না।

প্রশ্ন: دَحْرَجَ এর মাসদার তো دِحْرَاج এর ওযনেও রয়েছে যা নাকি أَكْرَمَ এর মাসদার إِكْرَام এর ওযনে?

উত্তর: এখানে ধর্তব্য হল فَعْلَلَة এর ওযন। কেননা এ ওযনই বহুল প্রচলিত। এক্ষেত্রে فِعلال এর ওযনের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা এটার ব্যবহার নিতান্তই কম। তাই সিবাওয়াইহ فَعْلَلَة এর ওযনকেই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন।

প্রশ্ন: ثلاثی مزید فیہ ملحق এবং ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق এর মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়টির মধ্যেই তো যিয়াদাতী পাওয়া গিয়েছে। তাহলে এই ভাগ করার প্রয়োজন কি?

উত্তর:
এর উত্তর হল এই যে, ثلاثی مزید فیہ যেটা মুলহাকের জন্য না হয়, সেখানে উদ্দেশ্য হয় এই যে, ছুলাসী মুজাররাদের মধ্যে কোন হরফ বৃদ্ধি ঘটিয়ে এর অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনা। যেমন: كَرُمَ এর অর্থ হল সম্মানিত হওয়া। এর শুরুতে যদি ہمزۂ تعدیہ বৃদ্ধি করে باب الإفعال এ নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ أَكْرَمَ বানানো হয়, তখন অর্থ দাঁড়ায়: সম্মানিত করা।

কিন্তু মুলহাকের মধ্যে এই উদ্দেশ্যটি থাকে না। বরং শুধুমাত্র মুলহাক বিহী এর সাথে ওযন মিলানো উদ্দেশ্য থাকে। যেমন: جَهْوَرَ যা মূলত جَهَرَ ছিল।

এতে একটি و বৃদ্ধি করা হয়েছে যেন শব্দটি دَحْرَجَ এর ওযনে হয়ে যায়। এবং এর গরদানও دَحْرَجَ এর গরদানের ন্যায় হয়ে যায়।

ملحقات 'র বাবসমূহের বর্ণনা

ملحق برباعى এর প্রকার সমূহ

ملحق برباعى এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার মধ্যে কোন অক্ষর বৃদ্ধি করার কারণে رباعى এর সমওযনে হয়ে যায়।

ملحق برباعى দুই প্রকার:

১. ملحق برباعى مجرد
২. ملحق برباعى مزيد فيه

ملحق برباعى مجرد এর সংজ্ঞা: ملحق برباعى مجرد এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার মধ্যে কোন অক্ষর বৃদ্ধি করার কারণে رباعى مجرد এর সমওযনে হয়ে যায়। যেমন: جَلْبَبَ যা মূলত جَلَبَ ছিল, এতে আরো একটি باء বৃদ্ধি করার কারণে بَعْثَرَ এর ওযনে হয়ে গিয়েছে।

ملحق برباعى مزيد فيه এর সংজ্ঞা: ملحق برباعى مزيد فيه এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার মধ্যে কোন অক্ষর বৃদ্ধি করার কারণে رباعى مزيد فيه এর সমওযনে হয়ে যায়। যেমন: تَجَلْبَبَ যা মূলত جَلَبَ ছিল, এতে আরো একটি باء এবং শুরুতে **مطاوعت** এর জন্য تاء বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুতরাং তা تَدَحْرَجَ এর ওযনে হয়ে গিয়েছে।

ملحق بارباعى مجرد 'র সাত বাব

١- اَلْفَعْلَلَةُ ٢- اَلْفَعْنَلَةُ ٣- اَلْفَوْعَلَةُ ٤- اَلْفَعْوَلَةُ ٥- اَلْفَيْعَلَةُ ٦- اَلْفَعْيَلَةُ ٧- اَلْفَعْلَاةُ

এ সাতটি বাবই মুতাআদ্দি। ইলমুস সরফের কোন কোন নুসখায় এবং মুনশাইব নামক কিতাবে এ বাবের মাসদারের তরজমা লাযেম দ্বারা করা হয়েছে। যা সঠিক নয়। বরং এই বাব সাতটিই মুতাআদ্দি। এবং কিতাবে উল্লেখিত প্রতিটি মাসদারের মধ্যে الباس مأخذ খাসিয়াত টি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ معنی مصدری পরিধান করানো।

প্রথম বাব: اَلْفَعْلَلَةُ مثل اَلْجَلْبَبَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল لام کلمۂ مکرر الحاق। (ইলহাকের উদ্দেশ্যে পুনরুক্ত লাম কালিমা)

❖ ফায়েদা:

বাবে اَلْفَعْلَلَة (মুলহাক) এবং বাবে اَلْفَعْلَلَة (মুলহাক বিহী) এর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, اَلْفَعْلَلَة মুলহাক বিহীর মধ্যে চারটি অক্ষরই হল মৌলিক অক্ষর। অর্থাৎ ফা কালেমা, আইন কালিমা, লাম কালিমায়ে আউয়াল এবং লাম কালিমায়ে ছানী।

কিন্তু اَلْفَعْلَلَة (মুলহাক) এর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি। অর্থাৎ ফা কালেমা, আইন কালিমা, লাম কালিমা। তো এখানে যে দ্বিতীয় আরেকটি লাম কালিমা দেখা যাচ্ছে তা মূলত প্রথম লাম কালিমাকে দ্বিতীয় বার পুনরুক্ত করার দ্বারা এসেছে। তো এটি লাম কালিমায়ে ছানী নয় বরং দ্বিতীয়বার আনা প্রথম লাম কালিমা। একারনেই এ বাবের শেষ দুটি হরফ সর্বদা একই ধরণের হবে। যেমন: جَلْبَبَ

কিন্তু اَلْفَعْلَلَة মুলহাক বিহী এর মধ্যে শেষ দুটি হরফ এক ধরণের হবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেননা এ দুটিই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক অক্ষর। যেহেতু আমরা ف، ع، ل কে মীযান (শব্দ পরিমাপক) নির্ধারণ করেছি তাই চতুর্থ হরফের ক্ষেত্রে বলতে হয়েছে লাম কালিমায়ে ছানী। (অর্থাৎ দ্বিতীয় লাম কালিমা)। অন্যথায় সেটা স্বতন্ত্র একটি মৌলিক অক্ষর। যেমন নাকি ফা, আইন, লামে আউয়াল।

এই হল উভয় বাবের মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয় বাব: اَلْفَعْنَلَة مثل اَلْقَلْنَسَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে নূনে ইলহাকী।

তৃতীয় বাব: اَلْفَوْعَلَة مثل الْجَوْرَبَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল ফা কালিমা এবং আইন কালিমার মাঝে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে واو الحاقی।

চতুর্থ বাব: اَلْفَعْوَلَة مثل السَّرْوَلَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে واو الحاقی।

পঞ্চম বাব: اَلْفَيْعَلَة مثل اَلْخَيْعَلَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল ফা কালিমা এবং আইন কালিমার মাঝে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে یائے الحاقی।

❖ *ফায়েদা:*
মুলহাকাতের বাব সমূহের মধ্য হতে শুধুমাত্র এই বাবটিই কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

ষষ্ঠ বাব: اَلْفَعْيَلَة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি

আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল আইন কালিমা এবং লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে ইয়ায়ে ইলহাকী।

সপ্তম বাব: اَلْفَعْلَاة

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذكر غائب এর সীগাটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল একটি। আর সেটি হল লাম কালিমার পর অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে ইয়ায়ে ইলহাকী যা নাকি মাযীর واحد مذكر غائب এর মধ্যে আলিফ হয়ে যায়।

ملحق برباعى مزيد فيه আবার দুই প্রকার:

১. ملحق بتَدَحْرَجَ[১]

২. ملحق بِاحْرَنْجَمَ

ملحق بتدحرج এর সাত বাব:

١- اَلتَّفَعْلُل ٢- اَلتَّفَعْنُل ٣- اَلتَّفَوْعُل ٤- اَلتَّفَعْوُل ٥- اَلتَّفَيْعُل ٦- اَلتَّفَعْيُل ٧- اَلتَّفَعْلِي

❖ এই সবগুলো বাবই লাযেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এবং এগুলোর কোনটিই কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।

---

(১) এই উভয় বাবের নামকরণ যুৎসই মনে হচ্ছে না। কেননা ইলমুস সরফ কিতাবে তো তাদাহরাজা মাসদারের উল্লেখই নেই। আর ইহরানজামা এই মাসদারটিও অবহেলিত অবস্থায় কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। কেননা উক্ত বাবের সরফে সগীর দেওয়া হয়েছে ইবরানশাকা দিয়ে। ইহরনজামা দিয়ে নয়। তাই মুবতাদীদের জন্য এটি ওয়াহশাতের কারণ হতে পারে। সুতরাং মুসান্নিফের কর্তব্য ছিল হয়ত যে দুইটি ফেয়েল দ্বারা এই বাব গুলোর নামকরণ করেছেন সেগুলো দিয়েই মুলহাক বিহী বাবগুলোর সরফে সগীর দিতেন অন্যথায় এবাব গুলোর নাম করণ সে বাবগুলো দ্বারাই করতেন যে বাবগুলো দ্বারা তিনি সরফে সগীর দিয়ে এসেছেন। কিংবা এর নাম এগুলোর মাউযুন বিহী দ্বারা করতেন তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ওয়াহশাত ভাবটা আসতোনা।

প্রথম বাব: اَلتَّفَعْلُل مثل اَلتَّجَلْبُب

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে "ت" এবং لام کلمہ مکرر الحاقی। (ইলহাকের উদ্দেশ্যে পুনরুক্ত লাম কালিমা)

দ্বিতীয় বাব: اَلتَّفَعْنُل مثل اَلتَّقَلْنُس

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং আইন কালিমা ও লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে নূনে ইলহাকী।

তৃতীয় বাব: اَلتَّفَوْعُل مثل اَلتَّجَوْرُب

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং ফা কালিমা ও আইন কালিমার মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে واو الحاقی।

চতুর্থ বাব: اَلتَّفَعْوُل مثل اَلتَّسَرْوُل

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং আইন কালিমা ও লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে واو الحاقی।

পঞ্চম বাব: اَلتَّفَيْعُل مثل اَلتَّخَيْعُل

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি

আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং ফা কালিমা ও আইন কালিমার মাঝে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে ইয়ায়ে ইলহাকী।

ষষ্ঠ বাব: اَلتَّفَعْيُل مثل اَلتَّشَرْيُف

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং আইন কালিমা ও লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে ইয়ায়ে ইলহাকী।

সপ্তম বাব: اَلتَّفَعْلِيْ مثل اَلتَّقَلْسِيْ

এই বাবের আলামত হলো এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্যে মৌলিক অক্ষর হল তিনটি আর অতিরিক্ত অক্ষর হল দুইটি। অতিরিক্ত অক্ষর দুটি হল শুরুতে তা এবং লাম কালিমার পর অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে ইয়ায়ে ইলহাকী যা নাকি মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগার মধ্যে আলিফ হয়ে যায়।

ملحق بِاِحْرَنْجَمَ এর দুই বাব:

২. اَلِافْعِنْلَال ২. اَلِافْعِنْلَاء

প্রথম বাব: اَلِافْعِنْلَال

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এর واحد مذکر غائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিননি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং আইন কালিমা ও লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে নূন এবং সবশেষে لام کلمہ مکرر الحاقی। (অর্থাৎ ইলহাকের উদ্দেশ্যে পুনরুক্ত লাম কালিমা)

দ্বিতীয় বাব: اَلِافْعِنْلَاء

এই বাবের আলামত হল এই যে, এই বাবের মাযী এর واحدمذکرغائب এর সীগাটি ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে। যেগুলোর মধ্য হতে মৌলিক অক্ষর হল তিননি এবং অতিরিক্ত অক্ষর হল তিনটি। অতিরিক্ত অক্ষর তিনটি হল: শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল এবং আইন কালিমা ও লাম কালিমার মাঝে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে নূন এবং লাম কালিমার পর ইয়ায়ে ইলহাকী, যা মাযীর واحد مذکر غائب এর সীগার মধ্যে আলিফ হয়ে যায়।

❖ ফায়েদা:

মুনশাইবের মধ্যে ملحق بتدحرج এর অধীনে আরো দুটি বাবের উল্লেখ রয়েছে।

একটি হল: اَلتَّفَعْلُت مثل التَّعَفْرُت

অপরটি হল: اَلتَّمَفْعُل مثل اَلتَّمَسْكُن

তবে তাতে باب التشريف এর উল্লেখ নেই । তাই বাব সংখ্যা নয়টা হবার পরিবর্তে আট হয়েছে।

আর ইলমুস সীগাতে ملحق بافعلال এরও একটি বাব উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটা হল: اَلِافْوِعْلَال مثل اِلاكْوِهْدَاد

ইলহাকের উদ্দেশ্য:

১. ইলহাকের উদ্দেশ্য সাধারণত নতুন নতুন ওযন সৃষ্টি করে কালামে আরবকে সমৃদ্ধশালী করা।
২. নতুন নতুন ওযনের মাধ্যমে নতুন নতুন অর্থ বানানো।

ইলহাকের ফায়েদা:

ইলহাকের মাধ্যমে মুলহাকের মধ্যে মুলহাক বিহীর খাসিয়াত এসে যায়। এটাই হল ইলহাকের ফায়েদা।

আরো কিছু বাব নিম্নে দেওয়া হল:

١- الِافْعِيَّال مثل: اَلِاهْبِيَّاخ وهو التبختر والتهاد وماضيه اِهْبَيَّخَ

٢- اَلِافِّعَال مثل: اَلِادِّمَاجُ وماضيه اِدَّمَجَ بمعنى دخل

٣- اَلِافْلِئْعَالُ مثل: اَلِاكْلِئْزَازُ وهو التقبض وماضيه اِكْلَأَزَّ

٤- وقيل: وزنه اَلِافْلِعْلَالُ

٥- اِلِانْفِعْلَالُ مثل: اَلِانْقِهْلَالُ وهو الضعف وماضيه اِنْقَهَلَّ

٦- اَلِافْعِيْلَال وماضيه مثل: اِفْعَوْلَلَ

٧- اَلِافْوِنْعَالُ وماضيه مثل: اِفْوَنْعَلَ

٨- اَلِافْوِعْلَالُ مثل: اَلِاكْوِهْدَادُ وهو الارتعاد من الضعف وماضيه اِكْوَهَدَّ

٩- اَلِافْعِئْلَالُ مثل: اَلِاسْحِئْرَارُ وهو بمعنى صَلُبَ وماضيه اِسْحَأَرَّ

١٠- اَلِافْعِئْلَالُ مثل:اَلِاسْمِئْدَادُ وماضيه اِسْمَأْدَدَ بمعنى غَضِبَ

١١- اَلِافْعِمَّالُ مثل: اَلِاهْرِمَّاعُ وماضيه اِهْرَمَّعَ الدمع بمعنى سال

١٢- اَلِافْلِعْلَالُ مثل: اَلِازْلِغْبَابُ وماضيه اِزْلَغَبَّ الفرخ: إذا طلع ريشه

١٣- اَلِافْعِهْلَالُ مثل: اَلِاقْمِهْدَادُ بمعنى رفع رأسه وماضيه اِقْمَهَدَّ

١٤- اَلِافِّيْعَالُ مثل: اَلِادِّيْرَاسُ وماضيه اِدَّارَسَ

١٥- اَلِافَّعَّالُ مثل: اَلِازَّمَّال وماضيه اِزَّمَّلَ

١٦- اَلْافْعِلَاءُ مثل: اَلِارْعِوَاءُ وماضيه اِرْعَوَى

١٧- اَلِافْمِعْلَالُ مثل: اَلِاسْمِدْرَارُ وماضيه اِسْمَدَرَّ بمعنى ضعف بصره

١٨- اَلْفَعْمَلَةُ مثل: اَلْجَعْمَظَةُ والْجَحْمَلَةُ وهو صرعه.

١٩- اَلْفَمْعَلَةُ مثل: اَلسَّمْلَقَةُ

٢٠- اَلْفَعْلَسَةُ مثل: اَلْخَلْبَسَةُ

٢١- اَلْفَعْلَفَةُ مثل: اَلْفَلْسَفَةُ

٢٢- اَلْفَنْعَلَةُ مثل: اَلْخَنْصَأَةُ وهو المنع

٢٣- اَلْفَعْفَلَةُ مثل: اَلطَّرْطَبَةُ

٢٤- اَلْمَفْعَلَةُ مثل: اَلْمَرْحَبَةُ

٢٥- اَلْفَعْلَلَةُ (بزيادة اللام لا بتكرار اللام) مثل: اَلْحَذْلَقَةُ (حذق) أي ادعى أكثر مما عنده.

٢٦- اَلتَّفَأْعُلُ مثل: اَلتَّرَأْبُلُ، يقال: فلان يترأبل، أي يغير على الناس ويفعل فعل الأسد.

٢٧- اَلْافْعِنْلَاءُ مثل: اَلِاجْلِنْظَاءُ وماضيه اِجْلَنْظَأَ

বিভিন্ন ফাওয়ায়েদ

অতিরিক্ত অক্ষর তিন প্রকার হয়ে থাকে:

১. এক কালিমা থেকে অন্য কালিমা বানানোর জন্য আনা অতিরিক্ত অক্ষর। যেমন: ضَرَبَ থেকে يَضْرِبُ বানানোর জন্য ইয়া অতিরিক্ত আনা হয়েছে। এটাকে *زائد برائے اشتقاق* বলে।

২. এক বাব থেকে অন্য বাবের রূপান্তরিত করার জন্য আনা অতিরিক্ত অক্ষর। যেমন: كَرُمَ থেকে أَكْرَمَ বানানোর জন্য আলিফ অতিরিক্ত আনা হয়েছে। এটাকে *زائد برائے نقل باب* বলে।

৩. এক কালিমাকে অন্য কালিমার সমওযনে বানানোর জন্য আনা অতিরিক্ত অক্ষর। যেমন: جَلَبَ কে دَحْرَجَ এর সমওযনে বানানোর জন্য একটি বা বৃদ্ধি করে جَلْبَبَ বানানো হয়েছে। এটাকে *زائد برائے الحاق* বলে।

উল্লেখ্য যে, মাযীদ ফীহ বলার ক্ষেত্রে *زائد برائے نقل باب* ও *زائد برائے الحاق* এর *اعتبار* করা হয়। *زائد برائے اشتقاق* এর নয়।

গাইরে ছুলাছী মুজাররাদের বাব সমূহের মধ্যে যে সকল বাবের শুরুতে তা নেই সে সকল বাবের কয়েকটি সীগার মধ্যে আইন কালিমার মধ্যে হরকতের পরিবর্তনের কারণে সীগা ও বাহাসের পরিবর্তন ঘটে। যেমন: اِجْتَنَبَا এর মধ্যে যদি আইন কালিমাতে যবর দেয়া হয় তাহলে সেটা মাযী মুতলাকের তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েবের সীগা হয় আর যদি কাসরা দেয়া হয় তাহলে সেটা আমরে হাযের মারূফের তাছনিয়া মুযাক্কার ও মুআন্নাসের সীগা হয়।

তেমনিভাবে اِجْتَنَبُوْا এর মধ্যে যদি আইন কালিমাতে যবর দেয়া হয় তাহলে সেটা মাযী মুতলাকের জমা মুযাক্কার গায়েবের সীগা হয় আর যদি কাসরা দেয়া হয় তাহলে সেটা আমরে হাযের মারূফের জমা মুযাক্কারের সীগা হয়। আর اِجْتَنَبْنَ এর মধ্যে যদি আইন কালিমাতে যবর দেয়া হয় তাহলে সেটা মাযী মুতলাকের জমা মুআন্নাস গায়েবের সীগা হয় আর যদি কাসরা দেয়া হয় তাহলে সেটা আমরে হাযের মারূফের জমা মুআন্নাসের সীগা হয়। অনুরূপভাবে গাইরে ছুলাসী মুজাররাদের তা বিহীন সকল বাব। তবে যদি লাম কালেমাতে তাশদীদ থাকে তাহলে একটি শব্দই দুটি বাহাসের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: اِحْمَرَّ এটি যেমন নাকি ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের জন্য ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে এটাকে আমরে হাযের মারূফের ওয়াহিদ মুযাক্কারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনিভাবে اِحْمَرَّا শব্দটিও তিনটি সীগা হবার সম্ভাবনা রাখে। একটি হল তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েব (মাযী মুতলাক) দ্বিতীয়টি হল আমরে হাযের এর তাছনিয়া মুযাক্কার আর তৃতীয়টি হল আমরে হাযের এর তাছনিয়া মুআন্নাস। আর اِحْمَرُّوْا এ শব্দটিও দুটি সীগা হবার সম্ভাবনা রাখে। ১. মাযী মুতলাকের জমা মুযাক্কার গায়েব, ২. আমরে হাযের মারূফের জমা মুযাক্কার

আর যদি শুরুতে তা থাকে তাহলে সেখানে হুবহু এ কথা গুলোই প্রযোজ্য হবে। যেমন: تَسَرْبَلَا এই শব্দটি তিনটি সীগার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১. মাযী মুতলাকের তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েব, ২. আমরে হাযের মারূফের তাছনিয়া মুযাক্কার ও ৩. তাছনিয়া মুআন্নাস।

আর تَسَرْبَلُوْا শব্দটি দু'টি সীগার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১. মাযী মুতলাকের জমা মুযাক্কার গায়েব, ২. আমরে হাযের মারূফের জমা মুযাক্কার

আর تَسَرْبَلْنَ শব্দটিও দু'টি সীগার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১. মাযী মুতলাকের জমা মুআন্নাস গায়েব, ২. আমরে হাযের মারূফের জমা মুআন্নাস।

যেসমস্ত বাবের শেষে তাশদীদ রয়েছে সেগুলোর ماضی গরদানের মধ্যে واحد مذکر غائب থেকে নিয়ে تثنیہ مؤنث غائب পর্যন্ত তাশদীদ বহাল থাকবে। আর جمع

مؤنث غائب থেকে নিয়ে جمع متكلم পর্যন্ত তাশদীদ থাকবে না। অর্থাৎ অন্যান্য স্বাভাবিক গরদানের মতই হবে। যেমন: اِحْمَرَّ থেকে اِحْمَرَّتَا এবং اِحْمَرْنَ থেকে اِحْمَرْنَا

আর যদি মুযারি' হয় তাহলে শুধুমাত্র جمع مؤنث غائب وحاضر এই দুই সীগার মধ্যে তাশদীদ হবে না। বাকি সীগা গুলোর মধ্যে তাশদীদ বাকি থাকবে। যেমন: يَحْمَرُّ، يَحْمَرَّانِ، يَحْمَرُّوْنَ، تَحْمَرُّ، تَحْمَرَّانِ، يَحْمَرِرْنَ، تَحْمَرُّ، تَحْمَرَّانِ، تَحْمَرُّوْنَ، تَحْمَرِّيْن، تَحْمَرَّانِ، تَحْمَرِرْنَ، أَحْمَرُّ، نَحْمَرُّ

তবে جمع مؤنث غائب وحاضر এর মধ্যে আইন কালিমাতে কাসরা দিতে হবে যার মূলনীতি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

✍ باب اِفْعِوَّال এর মুযারি' এর গরদানের মধ্যে তাশদীদযুক্ত হরফে যের দিতে হবে। যেমন: يَجْلَوِّذُ

✍ যদি মুযারি' এর তাছনিয়া বা জমার সীগার শেষে نون وقايه আসে যেমন: تَضْرِبَانِنِيْ، تَضْرِبُوْنَنِيْ তাহলে সেখানে একটি নূনকে আরেকটি নূনের মধ্যে ইদগাম করে পড়া জায়িয আছে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণের মধ্যে বলা হবে: تَضْرِبَانِّيْ، تَضْرِبُوْنِّيْ আর ইদগাম করা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে পড়াও জায়িয আছে। অর্থাৎ تَضْرِبَانِنِيْ، تَضْرِبُوْنَنِيْ

কুরআন শরীফ থেকে উভয়টির উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

{وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ} ﴿الأنعام: ٨٠﴾

{قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} ﴿البقرة: ١٣٩﴾

{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ } ﴿الأحقاف: ١٧﴾

মাযীর জমা মুযাক্কার হাজিরের সীগার সাথে যদি যমীরে মানসূব যুক্ত হয় তাহলে জমা মুযাক্কারে হাজিরের শেষে যে মীম রয়েছে তার পরে একটি ওয়াও যুক্ত হবে। যেমন: ضَرَبْتُمُوْهُ

আর যদি এর পর কোন সাকিন হরফ আসে তাহলে উক্ত মীমে পেশ দিতে হবে। যেমন: ضَرَبْتُمُ الْيَوْمَ

যে সমস্ত বাবের শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল রয়েছে সেগুলো যদি মারূফ হয়ে থাকে তাহলে তার মাযীর মধ্যে হামযায়ে ওয়াসল মাকসূর হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ আর যদি মাজহূল হয় তাহলে মাযমূম হবে। যেমন: اُجْتُنِبَ
তবে যদি এর শুরুতে হামযায়ে ইসতিফহাম আসে তাহলে তখন হামযায়ে ওয়াসল পড়ে যাবে এবং হামযায়ে ইসতিফহামকে তার পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। যেমন: اِجْتَنَبَ থেকে أَجْتَنَبَ
এ কথাটি এজন্য মনে রাখতে হবে যে, যদি কোথাও এমন দেখা যায় তাহলে মনে করতে হবে যে, এটা মূলত মাযীর সীগা। এর শুরুতে হামযায়ে ইসতিফহাম এসেছে। অন্যথায় যে বাবের শুরুতে হামযায়ে ওয়াসল আছে তার শুরুর হামযাটা যদি মাফতূহ হয় তাহলে সেটা হয় মুযারি'। তখন তার শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাকসূর হতে হয়। মাফতূহ নয়। আর যদি শেষ অক্ষরের পূর্বে অক্ষরের ফাতহা থাকে তাহলে হামযাটা মাকসূর হবে। মাফতূহ নয়। কেননা তখন সেটা হামযায়ে ওয়াসল হবে। সুতরাং أَجْتَنَبَ বলে সীগা

জিজ্ঞাসা করলে চমকে যাবার কিছু নেই। কেননা এর শুরুর যে হামযাটা আছে সেটা হামযায়ে ইসতিফহাম। এটা মাযীর সীগা। এর শুরুতে থাকা হামযায়ে ওয়াসলটি পড়ে গিয়েছে। হামযায়ে ওয়াসল কোন হামযার শুরুতে আসলে কি পরিবর্তন ঘটে তা আমরা বর্ণনা করেছি। আর এ ব্যাপারে একটি নকশাও রয়েছে।

مُجْتَنَبٌ এজাতীয় শব্দ যদি মুতাআদ্দি হয় তাহলে সেটা তিনটি সীগা হবার সম্ভাবনা রাখে।

১. اسم مفعول
২. اسم ظرف
৩. مصدر میمی

আর যদি লাযেম হয় তাহলে দু'টি সীগা হবার সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ

১. اسم ظرف
২. مصدر میمی

অনেক সময় ফেয়েলের সাথে যমীর যুক্ত হবার কারণে প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য সীগা চিনতে অসুবিধা হয়। তাই এ ব্যাপারেও সচেতন ও সতর্ক হবে। যেমন: قَدَّمْنَا হল মাযীর জমা মুতাকাল্লিমের সীগা। আর যদি বলা হয় قَدَّمَنَا তখন نَا হল মাফঊলের যমীর আর قَدَّمَ হল মাযীর ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের সীগা। আর যদি বলা হয় قَدِّمْنَا তখন এটা হবে আমরের ওয়াহিদ মুযাক্কার হাযিরের সীগা। আর نَا হল মাফঊলের যমীর। সুতরাং এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কখনও কখনও مضارع باضمائر এর মধ্যে عامل ناصب কিংবা جازم এর কারণে نون اعرابی পড়ে যায়। তবে সে ফেয়েলের সাথে ضمیر منصوب متصل সমূহের মধ্য থেকে یائے متکلم যুক্ত হয়। এবং তার সাথে নূনে বিকায়াও যুক্ত হয়। কিন্তু কখনও কখনও ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম তো পড়ে যায় আর নূনে বিকায়া রয়ে যায়। তখন অনেক সময় প্রাথমিক ছাত্রদের সীগা নির্ধারণ করতে বেগ পোহাতে হয়। তাই একটি সহজ কথা হল: যদি নূনটি মাকসূর হয় এবং সীগাটি তাছনিয়ার না হয় তাহলে সেটাকে নূনে বিকায়া ধরতে হবে। আর এর বাহাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুরুতে দেখতে হবে আমেলে নাসেব আছে না জাযিম। সে হিসাবে বাহাস নির্ধারণ করতে হবে। যেমন: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا

لِي وَلَا تَكْفُرُونِ উক্ত উদাহরণের মধ্যে وَلَا تَكْفُرُونِ হল নাহীর সীগা। মুযারি’ মানফী নয়।

আর যদি তাছনিয়ার মধ্যে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম উল্লেখ থাকে আর নূন একটি থাকে তাহলে সেটাকে নূনে বিকায়া ধরতে হবে। যেমন: لَا تَضْرِبَانِيْ আর যদি নূন দুইটি থাকে তাহলে প্রথম নূন হবে নূনে ইরাবী আর দ্বিতীয় নূন হবে নূনে বিকায়া। যেমন: لَا تَضْرِبَانِنِيْ আর এ ক্ষেত্রে উক্ত সীগাকে কত ভাবে পড়া যায় তার বর্ণনা পিছনে বলে আসা হয়েছে। পুনরায় তা দেখে নাও।

কথাগুলো ভালভাবে কোন উস্তাদের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে।

❖ **কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা:**

ইলমুস সরফের মধ্যে শুধুমাত্র মাযী মুতলাকের আলোচনা এসেছে। মাযী ক্বরীব, বাঈদ ইত্যাদির আলোচনা আসেনি। কেননা সরফীয়্যীনদের নিকট মূলত ফেয়েল হল তিনটি: ১. মাযী ২. মুযারি’ ৩. আমরে হাযের মারুফ। আর বাকি যত বাহাস আছে সেগুলো নাহুর বিভিন্ন কায়েদার আশ্রয় ও সহযোগিতা গ্রহন করে বানানো হয়ে থাকে। আমরা তাই এই তিনটি বাহাসের সহযোগিতা নিয়ে আরো কিছু বাহাস বানানো নিয়ে আলোচনা করব।

- **মাযী ক্বরীব:** মাযীর শুরুতে قَدْ যুক্ত করলে মাযী ক্বরীবের সীগা গঠিত হয়। তবে قَدْ এর মধ্যে সর্বদা তাকীদের অর্থ বিদ্যমান থাকে। তবে কারীনা পাওয়া গেলে এর সাথে কখনও তাকরীব অর্থাৎ কোন কাজ বর্তমানকালের নিকটবর্তী অতীতকালে সংঘটিত হওয়া বুঝাবে। আবার কখনও একথা বুঝাবে যে, যে কাজটি প্রতীক্ষিত ছিল তা সংঘটিত হয়ে গিয়েছে।

মাযী ক্বরীব এর মানফী বানানোর জন্য فعل ماضى مطلق এর শুরুতে ما শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি। সুতরাং মাযী ক্বরীবের মানফী হবে: ما فعل

- **ماضى بعيد:** বানাতে হলে মাযী মুতলাকের শুরুতে كان ফেয়েলে নাকেস বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাযী মুতলাকের গরদানের পরিবর্তনের সাথে সাথে كان ফেয়েলের মধ্যেও হুবহু সেই পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন: كان زيد فعل। তবে বিভিন্ন আরবী কিতাবে ব্যবহারে দেখা যায় যে, তারা এক্ষেত্রে كان قد فعل ফেয়েলে মাযীর শুরুতে قد সংযুক্ত করে থাকেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তাহকীকের আশা রাখি। আল্লাহ আসান করুন। আমীন

মাযী বাঈদকে কেই কেউ ماضى روائى দ্বারাও নামকরণ করেছে।

- **মাযী বাঈদ মানফী:** ماضى بعيد এ كان এবং তার পরবর্তী فعل উভয়টি যেহেতু فعل ماضى, তাই كان এর শুরুতে ماۓ نافيه যুক্ত করেই ماضى بعيد এর مثبت কে منفى ফেয়েলে রূপান্তর করা হয়। যেমন: كان نصر থেকে ما كان نصر।
- **মাযী ইসতিমরারী:** বানাতে হলে فعل مضارع এর শুরুতে كان বৃদ্ধি করতে হবে। এবং فعل مضارع এর সীগার পরিবর্তনের সাথে সাথে كان এর গরদানের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে।
- **মাযী ইসতিমরারী মানফী** বানাতে হলে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন কর যায়:

  ১/ كان ফেয়েলের শুরুতে ماۓ نافيه যুক্ত করে। যেমন: ما كان يضرب

  ২/ كان পরবর্তী ফেয়েলে মুযারি'র শুরুতে لاۓ نافيه বৃদ্ধি করে। যেমন: كان لا يلعب

মাযী ইসতিমরারী এর প্রয়োগক্ষেত্র:

- ◈ সাধারণত মাযী ইসতিমালী হালের বিপরীতে আসে। অর্থাৎ এমন কাজ যা অতীত কালে নিরবিচ্ছিন্নভাবে করা হত। যেমন: যায়েদ খাচ্ছিল। এটাকে কেউ কেউ الماضي المستمر দ্বারাও নামকরণ করেছে।
- ◈ তেমনিভাবে মাযী ইহতিমালী খাস মুযারির বিপরীতেও আসে। অর্থাৎ কোন কাজ কেউ অভ্যাস হিসেবে করত অথবা প্রথা হিসেবে, রীতিনীতি কিংবা ধর্মীয় রীতিনীতি হিসাবে করত। যেমন: যায়েদ প্রত্যহ সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হত। এটাকে কেউ কেউ الماضي المتجدد দ্বারাও নামকরণ করেছে।

- ***মাযী ইহতিমালী*** বানাতে হলে মাযী মুতলাকের শুরুতে لعل এবং তার সাথে উদ্দিষ্ট ফেয়েলের যমীর যুক্ত করতে হবে। যেমন: لعله فعل، لعلك فعلت ইত্যাদি।

  আর *মানফী* বানাতে হলে ফেয়েলের শুরুতে ماۓ نافيہ যুক্ত করতে হবে। যেমন: لعله ما فعل
- **মাযী তামান্নায়ী:** বানাতে হলে মাযী মুতলাকের শুরুতে ليت এবং তার সাথে উদ্দিষ্ট ফেয়েলের যমীর যুক্ত করতে হবে। যেমন: ليته فعل، ليتني فعلت
- **এবং মানফী** বানানোর ক্ষেত্রে ফেয়েলের শুরুতে ماۓنافيہ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: ليتني ما فعلت
- উল্লেখ্য যে, কিতাবে উল্লেখিত لعلما এবং ليتما বৃদ্ধি করে ماضی احتمالی এবং ماضی تمنائی গঠন করার যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

উল্লেখ্য যে,

যেমনিভাবে ফেয়েলে মাযী ছয় প্রকার হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুতলাক, ক্বরীব, বাঈদ ইত্যাদি হয়ে থাকে। তেমনিভাবে ফেয়েলে মুস্তাকবিলও ক্বরীব, বাঈদ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

ফেয়েলে মুস্তাকবিলের বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ

- مستقبل قریب : ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে سین শব্দ বৃদ্ধি করার দ্বারা মুসতাকবিলে ক্বরীব গঠিত হয়ে যায়। যেমন: سَيَفْعَلُ (নিকটবর্তী ভবিষ্যত কালে সে করবে)
- مستقبل بعید : ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে سَوْفَ শব্দ বৃদ্ধি করার দ্বারা মুসতাকবিলে বাঈদ গঠিত হয়ে যায়। যেমন: سَوْفَ يَفْعَلُ (দূরবর্তী ভবিষ্যত কালে সে করবে)
- مستقبل استمراری : ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে سَيَظَلُّ، لَا يَزَالُ ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করার দ্বারা মুসতাকবিলে ইসতিমরারী গঠিত হয়ে যায়। যেমন: سَيَظَلُّ يَفْعَلُ، لَا يَزَالُ يَفْعَلُ (সে করতে থাকবে)
- مستقبل احتمالی : ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে لَعَلَّ এবং এর সাথে ফায়েলের মুতাবেক যমীরে মুত্তাসিল যুক্ত করলেই مستقبل احتمالی গঠিত হয়ে যায়। যেমন: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ، لَعَلَّهُمَا يَفْعَلَانِ (হয়ত সে করবে)
- مستقبل تمنائی : ফেয়েলে মুযারি' এর শুরুতে لَيْتَ এবং এর সাথে ফায়েলের মুতাবেক যমীরে মুত্তাসিল যুক্ত করলেই مستقبل تمنائی গঠিত হয়ে যায়। যেমন: لَيْتَهُ يَفْعَلُ، لَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ (যদি সে করত!)

ফেয়েলে মুযারি' এর প্রয়োগক্ষেত্র

ফেয়েল মুযারি'র মধ্যে যেমন নাকি বর্তমান কাল পাওয়া যায়, তেমনিভাবে ভবিষ্যত কালও পাওয়া।

সাথে সাথে ফেয়েলে মুযারি'টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়:

- ➢ চিরন্তন সত্য যেমন: দুয়ে দুয়ে চার হয়
- ➢ প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন: সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়

- অভ্যাসগত ও স্বভাবজাত বিষয়াবলী যেমন: আবির প্রত্যহ মাদরাসায় যায়। সুআদ সকালে রুটি খায়
- ধর্মীয় রীতি- নীতি যেমন: মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে
- সামাজিক রীতি-নীতি যেমন: এ সমাজের লোকেরা কুরবানী ঈদে গোশত জমা করে সকলের মাঝে বণ্টন করে।
- রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি যেমন: বাংলাদেশের আবাল বাঙ্গালিরা পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকে।
- পারিবারিক রীতি-নীতি যেমন: এ পরিবারের ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই খেটে খাওয়া শেখে।
- আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি যেমন: রাষ্ট্রদূত হত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ মনে করা হয়।
- প্রথাগত বিষয়াবলী ইত্যাদি বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন: হিন্দুরা মূর্তির পূজা করে, হিন্দুরা মৃত ব্যক্তিদের জ্বালিয়ে দেয়।

الزمن الصرفي والنحوي

যামানার জন্য আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ দুই ধরণের হয়ে থাকে।

১. এমন ফেয়েল যা নিজে নিজেই যমানা বুঝাতে পারে। আরবীতে এমন ফেয়েল তিনটি:
   - ক. মাযী
   - খ. মুযারি
   - গ. আমরে হাযের মারূফ

এই তিন প্রকার ফেয়েল যে যামানা বুঝায় সেগুলোকে যামানায়ে সরফী বলে। কেননা এতিনটি ফেয়েল খালেস সরফ শাস্ত্রানুযায়ী গঠিত। এবং এগলোতে অন্য কিছু যুক্ত করা হয়নি। আর নির্দিষ্ট এই প্রক্রিয়ায় গঠিত হবার কারণেই এই তিনটি তিনটি যমানা বা তিন ধরণের অর্থ বুঝাচ্ছে। তো নির্দিষ্ট ওযনের এই ফেয়েলগুলো থেকে যে যমানা পাওয়া যায় সেগুলো হল যামানায় সরফী।

২. এমন ফেয়েল যার সাথে অন্য কোন শব্দ যুক্ত হওয়ার কারণে নতুন কোন অর্থ প্রকাশ করে এবং নতুন যামানা বুঝায়। এটা সাধারণত প্রথম দুই প্রকার ফেয়েলের সাথে কোন শব্দ বৃদ্ধি করে গঠন করা হয়ে থাকে। আর এগুলোকে যামানে নাহবী বলে।

তো বিভিন্ন শব্দ যোগ করে উক্ত দুই প্রকার ফেয়েলের যমানার মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। যেমন: মাযী মুতলাককে মাযী বাঈদ বানানো যায়, মাযী ক্বরীব বানানো যায় ইত্যাদি, মুযারি'কে মাযী ইসতিমরারী বানানো যায়, মুস্তাকবিলে ক্বরীব বানানো যায়, বাঈদ বানানো যায়, তাকীদ যুক্ত মুস্তাকবিল বানানো যায়, মাযী মানফী বানানো যায় ইত্যাদি। এগুলো সব হল নাহবী পদ্ধতিতে বানানো ফেয়েল।

সুতরাং শুধুমাত্র তিন প্রকার ফেয়েল ছাড়া বাকি যত প্রকারের ফেয়েল রয়েছে সবই নাহবী পদ্ধতিতে বানানো ফেয়েল।

- তো যামানায়ে সরফী হল সরফী নিয়মানুযায়ী বানানো ফেয়েল থেকে প্রাপ্ত যামানা। সুতরাং এক্ষেত্রে মূল হল সীগা।

  আর যমানায়ে নাহবী হল সরফী নিয়মানুযায়ী বানানো ফেয়েলের সাথে যুক্ত কোন শব্দের কারণে প্রাপ্ত যামানা। এক্ষেত্রে যামানার মূল হল সীগার সাথে যুক্ত শব্দ।

যামানায়ে নাহবীর কিছু উদাহরণ

- যে সকল অবস্থায় মাযী মুস্তাকবিলের অর্থ ধারণ করে:

  ১. কসমের পর উল্লেখিত "لا" এর পরে উল্লেখিত মাযী। যেমন: وَاللهِ لَا فَعَلْتُ

  ২. كُلَّمَا، حَيْثُ، حَيْثُمَا এর পরে।

  যেমন: ﴿كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ﴾ ﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾

  ৩. همزة التسوية এর পরে। যেমন: سَوَاءٌ عَلَيَّ أَ قُمْتَ أَمْ قعدت

  ৪. এমন ইসমে মাউসূল যা عام হবে হবে এবং মুবতাদা হবে। যেমন: الذي أتاني فله درهم بمعنى الذي يأتيني

৫. এমন نكرہ عامہ এর পর যার সিফাত মাযী হয়ে থাকে। যেমন: كل رجل أتاني فله درهم

৬. অতীত কালের এমন কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যা এখন করা সম্ভব। যেমন: هلا زرتنا أي هلا تزورنا

৭. বেশির ভাগ জুমলায়ে ইনশাইয়াহ এর মধ্যে বিশেষত জুমলায়ে দুআইয়্যাহ এর মধ্যে। যেমন: بارك الله

৮. যদি ফেয়েলে মাযীটি শর্তযুক্ত হয় যেমন: إن جئتني أكرمتك

- যে সকল অবস্থায় فعل مضارع মাযীর অর্থ ধারণ করে:

১. لم ولما এর পর। যেমন: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ﴾

২. إذ এর পরে। যেমন: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾

৩. كان এর পরে। যেমন: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾

৪. قد এর পর। যেমন: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ﴾

৫. ربما এর পর। যেমন: ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ﴾

৬. لو الشرطية এর পর। যেমন: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ﴾

আরবীতে বিভিন্ন প্রকার ফেয়েল এবং সেগুলোর গঠন পদ্ধতি (সংক্ষেপে):

الرقم	أسماء الأفعال	المثبت	المنفي
١	الماضي البعيد المنقطع	كَانَ فَعَلَ	لَمْ يَكُنْ فَعَلَ
٢	الماضي القريب المنقطع	كَانَ قَدْ فَعَلَ	لَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ
٣	الماضي المتجدد	كَانَ يَفْعَلُ	مَا كَانَ يَفْعَلُ، لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ، كَانَ لَا يَفْعَلُ
٤	الماضي المنتهي بالحاضر	قَدْ فَعَلَ	مَا فَعَلَ

٥	الماضي المتصل بالحاضر	مَا زَالَ يَفْعَلُ	لَمَّا يَفْعَلْ
٦	الماضي المستمر	ظَلَّ يَفْعَلُ	لَمْ يَفْعَلْ
٧	الماضي البسيط	فَعَلَ	لَمْ يَفْعَلْ
٨	الماضي المقارب	كَادَ يَفْعَلُ	لَمْ يَكَدْ يَفْعَلُ
٩	الماضي الشروعي	طَفِقَ يَفْعَلُ	مَا فَعَلَ
١٠	الحال العادي	يَفْعَلُ	لَيْسَ يَفْعَلُ
١١	الحال التجددي	يَفْعَلُ	مَا يَفْعَلُ
١٢	الحال الاستمراري	يَفْعَلُ	مَا يَفْعَلُ
١٣	الاستقبال البسيط	يَفْعَلُ	لَا يَفْعَلُ
١٤	الاستقبال القريب	سَيَفْعَلُ	لَنْ يَفْعَلَ
١٥	الاستقبال البعيد	سَوْفَ يَفْعَلُ	مَا كَانَ لِيَفْعَلَ
١٦	الاستقبال الاستمراري	سَيَظَلُّ يَفْعَلُ	لَنْ يَفْعَلَ

كذا في "اللغة العربية معناها ومبناها" لـ"تمام حسان عمر"

প্রতিটি সীগার মধ্যে করণীয় কাজ

প্রতিটি সীগার মশকের মধ্যে ৯ টি কাজ করতে হবে:

১. সীগা নির্ণয়
২. বাহাস নির্ণয়
৩. বাব নির্ণয়
৪. মাসদার নির্ণয়
৫. موزون بہ নির্ণয়
৬. মৌলিক অক্ষর নির্ণয়
৭. জিনস নির্ণয়
৮. উর্দূ বা আরবী অর্থ নির্ণয়
৯. বাংলা বা আরবী অর্থ নির্ণয়

নশকের কিছু নিয়ম

প্রতিটি সীগার মধ্যে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলোর জন্য আমরা ইজরার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি।

এই ইজরার পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হল:

- প্রথম কাজ বাহাস নির্ণয় আর এজন্য করণীয় কাজগুলো হল:

প্রথম প্রশ্ন: বাহাস কী ও কেন?

উত্তর:

<table>
<tr><td>বাহাস</td><td colspan="2">কারণ</td></tr>
<tr><td>মাযী</td><td colspan="2">আলামতে মুযারি নেই।</td></tr>
<tr><td>মুযারি</td><td colspan="2">আলামতে মুযারি’ রয়েছে এবং সাথে অন্য কোন আলামত নেই।</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য ফেয়েল</td><td colspan="2">لن، لم، لام امر، لائے نہی، لام تاکید ইত্যাদি রয়েছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">অন্যান্য ইসম</td><td>ছুলাছী হলে: فاعل এর ওযনে হয়েছে।
গাইরে ছুলাছী হলে: শুরুতে মীমে মাযমূম এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে কাসরা রয়েছে।</td><td>اسم الفاعل</td></tr>
<tr><td>ছুলাছী হলে: مفعول এর ওযনে হয়েছে।
গাইরে ছুলাছী হলে: শুরুতে মীমে মাযমূম এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে ফাতহা রয়েছে।</td><td>اسم المفعول</td></tr>
<tr><td>শুরুতে হামযায়ে ইসমে তাফযীল রয়েছে।</td><td>اسم التفضيل</td></tr>
<tr><td>ছুলাছী হলে: শুরুতে মীমে মাফতূহ রয়েছে।
গাইরে ছুলাছী হলে: শুরুতে মীমে মাযমূম এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে ফাতহা রয়েছে।</td><td>اسم الظرف</td></tr>
<tr><td>শুরুতে মীমে মাকসূর রয়েছে।</td><td>اسم الآلة</td></tr>
</table>

মুসবাত	হরফে নফী রয়েছে।	
মানফী	হরফে নফী নেই।	
মারূফ	**(মাযী হলে)** প্রথম অক্ষরে পেশ নেই। **(মুযারি হলে)** আলামতে মুযারিতে পেশ এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে যবর নেই।	
মাজহুল	**(মাযী হলে)** প্রথম অক্ষরে পেশ রয়েছে। **(মুযারি হলে)** আলামতে মুযারেতে পেশ এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে যবর রয়েছে)	

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সীগা কী ও কেন?

	কেন (মাযী হলে)	কেন (মুযারি' ইত্যাদি হলে)	কেন (আমর হলে)
واحد مذكر غائب	فتحہ	ي(لام كلمہ)	ي(لام كلمہ ساكن)
تثنيہ مذكر غائب	ا	ي+ا	ي+ا
جمع مذكر غائب	وْا	ي+وْا	ي+وْا
واحد مؤنث غائب	تْ	ت+(لام كلمہ)	ت+(لام كلمہ ساكن)
تثنيہ مؤنث غائب	تَا	ت+ا	ت+ا
جمع مؤنث غائب	نَ	ي+ن	ي+ن
واحد مذكر حاضر	تَ	ت+(لام كلمہ)	همزۂ وصل+ ساكن عدم علامت مضارع + ساكن

تثنيه مذكر حاضر	تُمَا	ت+ا	همزۂ وصل+ ا عدم علامت مضارع + ا
جمع مذكر حاضر	تُمْ	ت+وا	مزۂ وصل+ وا عدم علامت مضارع + وا
واحد مؤنث حاضر	تِ	ت+ي	مزۂ وصل+ ي عدم علامت مضارع + ي
تثنيه مؤنث حاضر	تُمَا	ت+ا	مزۂ وصل+ ا عدم علامت مضارع + ا
جمع مؤنث حاضر	تُنَّ	ت+ن	مزۂ وصل+ ن عدم علامت مضارع + ن
واحد متكلم	تُ	أ	أ+لام كلمه ساكن
جمع متكلم	نَا	ن	ن + لام كلمه ساكن

তৃতীয় প্রশ্ন: বাব কী এবং কেন?

- ছুলাছী না রূবায়ী?
- মুজাররাদ না মাযীদ ফীহ?
- নাম কী?
- আলামত কী?

কী	কেন?
ছুলাছী	মৌলিক অক্ষর তিনটি
রূবায়ী	মৌলিক অক্ষর চারটি

মুজাররাদ	কোন অতিরিক্ত অক্ষর নেই।
মাযীদ ফীহ	অতিরিক্ত অ
উদাহরণ স্বরূপ: الافتعال	হামযায়ে ওয়াসল এবং ফা কালিমা ও আইন কালিমার মাঝখানে তা রয়েছে। (এখানে আলামত বলতে হবে। প্রতিটি বাবের আলামত আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করেছি)

চতুর্থ প্রশ্ন: মাসদার কী?

উত্তর: এখানে প্রতিটি বাবের মাসদার বলতে হবে। মাসদার সংক্রান্ত নিয়ম কানূন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

পঞ্চম প্রশ্ন: موزون به কী?

উত্তর: এখানে موزون به উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সীগা হল: لَا أُصَرِّفَنَّ তখন এর موزون به হবে لَا أُفَعِّلَنَّ অর্থাৎ ف،ع،ل বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা তার ওযন বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ এটা যে বাবের ফেয়েল সে বাবের সীগাটি বলতে হবে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন: মৌলিক অক্ষর কী? ও কেন?

উত্তর: এখানে পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত موزون به এর ف،ع،ل এর স্থানে যে হরফগুলো এসেছে সেগুলো বলতে হবে।

সপ্তম প্রশ্ন: উর্দূ অর্থ কী?

উত্তর: এখানে উর্দূ অর্থ বলতে হবে।

অষ্টম প্রশ্ন: বাংলা অর্থ কী?

উত্তর: এখানে বাংলা অর্থ বলতে হবে।

বিক্ষিপ্ত কিছু কথা
(আনন্দও পাবে, অনেক কিছু শিখতেও পারবে)

❖ যদি কোন সীগার শেষে واو থেকে থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় এটা বলা যাবে যে, এটা হল جمع مذكر এর সীগা। তবে যদি ফেয়েল হয় তাহলে তাতে গায়েব বা হাযেরের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। অর্থাৎ যদি মাযী হয় তাহলে সেটা অবশ্যই গায়েবের সীগা হবে। কেননা হাযেরের সীগার শেষে تم

থাকে। যদিও নাকি تم এর পর একটি واو উহ্য রয়েছে যা তার সাথে যমীরে মুত্তাসিল মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। যেমন: ضربتموني।

আর যদি মুযারি’ হয় তাহলে যদি আলামতে মুযারি’ ي থাকে তাহলে তো গায়েবের সীগা আর যদি ت থাকে তাহলে তা হাযেরের সীগা।

তেমনিভাবে ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফঊল, ইসমে তাফযীলের সীগাসমূহের শেষেও যদি واو থাকে তাহলে সেটা جمع مذكر হবে। যেমন: ضاربون، مضروبون، أفضلون।

তেমনিভাবে যদি সীগার শেষে نون এবং এর পূর্বের অক্ষরে সাকিন থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই جمع مؤنث হবে। যদি মাযী হয়ে থাকে সেটা গায়েবের সীগা হবে। কেননা হাযিরের সীগার মধ্যে শেষে تُنَّ থাকে। আর যদি মুযারি’ হয় তাহলে যদি আলামতে মুযারি’ ي থাকে তাহলে তো গায়েবের সীগা আর যদি ت থাকে তাহলে তা হাযেরের সীগা।

আর যদি সীগার শেষে ألف থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই তাছনিয়ার সীগা হবে। তবে যদি মাযী হয় তাহলে যদি ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের শেষে আলিফ থাকে তাহলে সেটা তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েব। আর যদি تما থাকে তাহলে সেটা তাছনিয়া মুযাক্কার ও মুআন্নাস হাযের।

আর যদি মুযারি’ হয়ে থাকে তাহলে যদি শুরুতে আলামতে মুযারি’ ي থাকে তাহলে সেটা তাছনিয়া মুযাক্কার গায়েব আর যদি তা থাকে তাহলে সেটা তাছনিয়া মুআন্নাস গায়েব, তাছনিয়া মুযাক্কার ও মুআন্নাস হাযের।

❖ যদি কোন ইসমের শেষে লম্বা তা এবং তার পূর্বে আলিফ থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই জমা মুআন্নাস হবে। যেমন: فَاعِلَاتٌ، مَفْعُوْلَاتٌ، فُعْلَيَاتٌ

❖ গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা:

অনেকে তালিবে ইলমই সীগা-বাহাস হল নিয়ে অনেক পেরেশানীতে থাকে। এতগুলো বাহাস, এতগুলো সীগা। এতকিছু হলই বা করবো কিভাবে আর এগুলো পাকাই বা হবো কিভাবে। আমি বলি:

বাহাস মোট হল দুটি, আর সীগা হল মোট ২৮ টি। এই আটাশটি সীগা আর দুইটি বাহাস যদি তুমি ঠিক করে নিতে পার, পাকা করে নিতে পার তাহলে আশা করা যায় যে, সীগাতে আর তুমি দূর্বল থাকবে না।

এখন প্রশ্ন হল: দুটি বাহাস পাকা করলে কীভাবে সকল বাহাস পাকা হয়ে যাবে? তাহলে দেখ,

আমাদের সরফে মোট ফেয়েলের বাহাস হল ১২ টি:

۱- ماضی مطلق جیسے:فعل، ما فعل

۲- ماضی قریب جیسے:قد فعل، ما فعل

۳- ماضی بعید جیسے:کان فعل، ما کان فعل

۴- ماضی استمراری جیسے:کان یفعل، کان لا یفعل

۵- ماضی تمنائی جیسے:لیته فعل، لیته لم یفعل

۶- ماضی احتمالی جیسے:لعله فعل، لعله لم یفعل

۷- مضارع جیسے:یفعل، لا یفعل

۸- نفی تاکید بالن جیسے: لن یفعل

۹- نفی جحد بلم جیسے: لم یفعل

۱۰- لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ وخفیفہ جیسے:لیفعلن، لیفعلن

۱۱- امر جیسے:لیفعل، افعل

۱۲- نہی جیسے:لا تفعل

এছাড় আরো কিছু বাহাস রয়েছে, যেগুলো সাধারণত আমাদের দেশে সরফের কিতাবগুলোতে আলোচনা করা হয় না।

এখন আমরা দেখাবো যে, কিভাবে এই দুটি বাহাস অর্থাৎ মাযী এবং মুযারি' আয়ত্ব করলেই সব বাহাস মুটোমুটি আয়ত্ব হয়ে যাবে।

- মাযী হল করলেই যে সকল বাহাসের সীগা সমূহ একাকীই হল হয়ে যাবে:

  ১- ماضی قریب

২- ماضی بعید
৩- ماضی استمراری
৪- ماضی تمنائی
৫- ماضی احتمالی

- আর মুযারি' হল করলেই সে সকল বাহাসের সীগাসমূহ একাকীই হল হয়ে যাবে সেগুলো হল:

১- ماضی استمراری
২- نفی تاکید بالن
৩- نفی جحد بلم جیسے
৪- لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ وخفیفہ
৫- امر
৬- نہی

এখন শুধুমাত্র আলামত দেখে বাহাস নির্ণয় করলেই হয়ে গেল।
খুবই সহজ না?
এখন কথা হল সীগা ও বাহাস নয় নির্ণয় করলাম, কিন্তু অর্থ কিভাবে হল করব। তো অর্থ হল করার ক্ষেত্রেও মাযী ও মুযারি' যদি ভালভাবে আয়ত্ব হয়ে যায় তাহলে সহজের সকল বাহাসের অর্থও হল হয়ে যাবে।
আমরা শুধুমাত্র ইলমুস সরফে উল্লেখিত বাহাসগুলোর অর্থ নিয়ে কথা বলব। একটি নকশার মাধ্যমে আমরা তা তুলে ধরছি।

بحث			
ماضی مطلق	اس ایک مرد نے کیا	اس ایک مرد نے نہیں کیا	
نفی جحد بلم	-	اس ایک مرد نے نہیں کیا	
مضارع	وہ ایک مرد کرتا ہے	وہ ایک مرد کرے گا	وہ ایک مرد کرے
نفی تاکید بلن	-	وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا	-

-	وہ ایک مرد ضرور بالضرور کرے گا	-	لام تاکید بانون تاکید
چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے	-	-	امر
چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ کرے	-	-	نہی

আর অবশিষ্ট বাহাসগুলোতেও মাযী ও মুযারি'র সীগা সমূহে কিছু রদ বদল করে অর্থ হল করা যায়। এখন আমরা সেই রদ বদল গুলোই দেখিয়ে দিচ্ছি:

			بحث
اس ایک مرد نے نہیں کیا		اس ایک مرد نے کیا	ماضی مطلق
اس ایک مرد نے نہیں کیا ہے		اس ایک مرد نے کیا ہے	ماضی قریب
اس ایک مرد نے نہیں کیا **تھا**		اس ایک مرد نے کیا **تھا**	ماضی بعید
اس ایک مرد نے نہیں کیا **ہوگا**		اس ایک مرد نے کیا **ہوگا**	ماضی احتمالی
وہ ایک مرد کرے	وہ ایک مرد کرے گا	وہ ایک مرد کرتا ہے	مضارع
		وہ ایک مرد کرتا **تھا**	ماضی استمراری
		اگر وہ ایک مرد کرتا	ماضی تمنائی

সুতরাং একটু খেয়ালী হও, মনোযোগী হও, দেখবে কয়েকদিনের মধ্যেই সরফের সবকিছুই তোমার নখদর্পণে এসে গেছে। প্রয়োজন শুধু তোমার সদিচ্ছা। অদম্য স্পৃহা, দুসাধ্যকে সাধন করার মত মনোবল, আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প।

উর্দু তরজমার ব্যাপারে কিছু কথা:

❖ ফেয়েলে মুসবাতকে যদি মানফী বানানোর প্রয়োজন হয় তাহলে ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری اور ماضی شکیہ এসকল ফেয়েলের পূর্বে সাধারণত نہیں শব্দ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন: اس نے نہیں کیا،اس نے نہیں کیاہے، اس نے نہیں کیاتھا،وہ نہیں کرتا تھا، اس نے نہیں کیاہوگا

আর যদি فعل مضارع এবং فعل ماضی تمنائی কে মানফী বানাতে হয় তাহলে এসব ফেয়েলের পূর্বে نہ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন: وہ نہ کرے،اگر وہ نہ کرتا

- ❖ মাযী এর তরজমায় যদি نے না আসে তাহলে তরজমার সহজ নিয়ম হল মুযাক্কারের ক্ষেত্রে আলামতে মাসদার ফেলে দিয়ে মুফরাদের জন্য আলিফ আর তাছনিয়া, জমার জন্য ইয়ায়ে মাজহুল বাড়াতে হবে। আর মুআন্নাসের ক্ষেত্রে মুফরাদের জন্য ইয়ায়ে মারূফ আর তাছনিয়া, জমার জন্য ইয়ায়ে মারূফ, নূনে গুন্নাহ বাড়াতে হবে।
- ❖ হালের তরজমার সময় মুযাক্কারের মধ্যে تا এবং তাছনিয়া, জমার জন্য تے বাড়িয়ে ওয়াহিদের জন্য সর্বদা ہے বাড়াতে হবে। শুধু মুতাকাল্লিমের মধ্যে ہوں হবে। আর তাছনিয়া, জমার জন্য সর্বদা ہیں হবে শুধুমাত্র হাজিরের মধ্যে ہو হবে। আর মুআন্নাসের মধ্যে تا এবং تے উভয়টির স্থানেই تی হবে। বাকি সব **মুযাক্কারের** মতই হবে।
- ❖ মুযারির মধ্যে মুফরাদের জন্য সর্বদাই ے ব্যবহার হবে। মুযাক্কার হোক বা মুআন্নাস। তবে মুতাকাল্লিমের মধ্যে وں হবে। আর তাছনিয়া, জমার জন্যও সর্বদা یں ব্যবহার হবে, তবে হাজিরের ক্ষেত্রে و ব্যবহার হবে।

❖ মুসতাকবিলের মধ্যে মুফরাদের জন্য মুযাক্কারের ক্ষেত্রে ہوگا ব্যবহার হবে। তবে মুতাকাল্লিমের জন্য ہوں گا ব্যবহার হবে। আর তাছনিয়া, জমার জন্য ہوں گے ব্যবহার হবে। তবে হাজিরের মধ্যে ہوگے হবে। মুআন্নাসের মধ্যে শুধুমাত্র الف এবং ے স্থানে ی হবে। বাকি সব মুযাক্কারের মত।

উর্দু ইমলার ব্যাপারে কিছু কথা

- যদি ইয়া এর পূর্বে কাসরা থাকে তাহলে উক্ত ইয়াকে ইয়ার এর সূরতেই লিখতে হবে। যেমন: چاہیے،کیے،دیے،لیے،پیے،سیے،سیو،پیو
- আর যদি কাসরা না থাকে তাহলে ইয়ার উপর হামযা দিয়ে লেখতে হবে। যেমন: گئے
- আর যদি ইয়াটা আলিফ অথবা ওয়াও এর পর হয় তাহলেও আলিফ দিয়েই লিখতে হবে। যেমন: آئے، جائے
- گا،گے،گی কে এর পূর্বের হরফসমূহ থেকে পৃথক করে লিখতে হবে। যেমন: کرے گا،کریں گے،کروں گا
- গোল "ۃ" তানবীন অবস্থায় "تًا" এভাবে লিখতে হবে। যেমন: نسبتًا،قدرتًا، حقیقتًا

সংক্ষেপে নাফী তাকীদ বা লান থেকে নাহী পর্যন্ত সকল বানানোর নিয়ম

নাফী তাকীদ বা লান থেকে নিয়ে নাহী পর্যন্ত সকল বাহাসগুলো বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজ: মুযারি' মুসবাতের মধ্যে:

- নাফী তাকীদ বা লানের মধ্যে শুরুতে لن

- নাফী জাহাদ বা লামের মধ্যে শুরুতে لم
- লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদের মধ্যে শুরুতে লামে মাফতূহ এবং শেষে নূনে তাকীদ
- আমরে গাইরে হাযের মারূফের মধ্যে শুরুতে লামে মাকসূর
- নাহীর মধ্যে শুরুতে লায়ে নাহী
- এবং আমরে হাযের মারূফের মধ্যে আলামতে মুযারি' ফেলে দিয়ে যদি প্রথম অক্ষর সাকিন থাকে তাহলে হামযায়ে ওয়াসল (মাকসূর বা মাযমূম) বৃদ্ধি করতে হবে। আর প্রথম অক্ষর সাকিন না থাকলে কিছুই বৃদ্ধি করতে হবে না।

দ্বিতীয় কাজ: মুযারে মুফরাদের সীগা সমূহের মধ্যেঃ

- নাফী তাকীদ বা লান,
- লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদ,
- আমর ও নাহী বা নূনে তাকীদের মধ্যে

লাম কালিমাতে ফাতহা দিতে হবে।

আর

- নাফী জাহাদ বা লাম,
- আমর
- আর নাহীর মধ্যে
- ◇ যদি শেষ অক্ষরে হরফে ইল্লত না থাকে তাহলে সাকিন করতে হবে।
- ◇ আর যদি হরফে ইল্লত থাকে তাহলে হরফে ইল্লত ফেলে দিতে হবে।

তৃতীয় কাজ: মুযারি' বা যামায়েরের সীগাসমূহের মধ্যে

- নূনে ইরাবী ফেলে দিতে হবে হবে।
- এবং নূনে তাকীদ যুক্ত বাহাসসমূহে জমা মুযাক্কারের মধ্যে নূনে তাকীদের পূর্বের ওয়াও এবং ওয়াহেদ মুআন্নাস হাজিরের মধ্যে তাকীদের পূর্বের ইয়াকেও ফেলে দিতে হবে।

চতুর্থ কাজ: মুযারি মাবনীর সীগা সমূহকে স্বীয় অবস্থায় বাকি রাখতে হবে।

- তবে লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদের মধ্যে নূনে জমা মুআন্নাস ও নূনে সাকীলার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করতে হবে যাকে আলিফে ফাসেল বলে।

তাহলেই উপরিউক্ত বাহাস সমূহ গঠিত হয়ে যাবে।

একটি মাসদার বা ফেয়েলকে এক বাব থেকে অন্য বাবে নিয়ে যাওয়ার মশক

আবওয়াবে সরফে পাকা হওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি হল এক বাবের মাসদারকে অন্য বাবে নিতে পারা। এজন্য মশক করা। মুজাররদকে মযীদ ফীহতে নেয়া। মযীদ ফীহ এর মাদ্দা বের করে সেটাকে আবার অন্য বাবগুলোতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তাই এব্যাপারে কিছু মশকের নমুনা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : اَلْفَتْحُ মাসদারকে অন্য বাবসমূহে নিয়ে যাও?

উত্তর : اَلْفَتْحُ মাসদারকে অন্য বাবে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমরা ছকাকারে পেশ করছি :

ثلاثی مزید فیہ باہمزۂ وصل	
اَلِافْتِعَالُ	اَلِافْتِتَاحُ
اَلِاسْتِفْعَالُ	اَلِاسْتِفْتَاحُ
اَلِانْفِعَالُ	اَلِانْفِتَاحُ
اَلِافْعِلَالُ	اَلِافْتِحَاحُ
اَلِافْعِيْلَالُ	اَلِافْتِيْحَاحُ
اَلِافْعِيْعَالُ	اَلِافْتِيْتَاحُ
اَلِافْعِوَّالُ	اَلِافْتِوَّاحُ
اَلِافَّعُّلُ	اَلِافَّتُّحُ
اَلِافَّاعُلُ	اَلِافَّاتُحُ

ثلاثی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل	
اَلْإِفْتَاحُ	اَلْإِفْعَالُ
اَلتَّفْتِيْحُ	اَلتَّفْعِيْلُ
اَلْمُفَاتَحَةُ	اَلْمُفَاعَلَةُ
اَلتَّفَتُّحُ	اَلتَّفَعُّلُ
اَلتَّفَاتُحُ	اَلتَّفَاعُلُ
رباعی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل	
اَلْفَتْحَحَةُ	اَلْفَعْلَلَةُ
رباعی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل	
اَلتَّفَتْحُحُ	اَلتَّفَعْلُلُ
رباعی مزید فیہ با ہمزۂ وصل	
اَلِافْتِنْتَاحُ	اَلِافْعِنْلَالُ
اَلِافْتِحَّاحُ	اَلِافْعِلَّالُ
ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مجرد	
اَلْفَتْحَحَةُ	اَلْفَعْلَلَةُ
اَلْفَتْنَحَةُ	اَلْفَعْنَلَةُ
اَلْفَوْتَحَةُ	اَلْفَوْعَلَةُ
اَلْفَتْوَحَةُ	اَلْفَعْوَلَةُ

اَلْفَيْتَحَةُ	اَلْفَيْعَلَةُ
اَلْفَتْيَحَةُ	اَلْفَعْيَلَةُ
اَلْفَتْحَاةُ	اَلْفَعْلَاةُ
ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل ملحق بتدحرج	
اَلْتَفَتْحُحُ	اَلتَّفَعْلُلُ
اَلتَّفَتْنُحُ	اَلتَّفَعْنُلُ
اَلتَّفَوْتُحُ	اَلتَّفَوْعُلُ
اَلتَّفَتْوُحُ	اَلتَّفَعْوُلُ
اَلتَّفَيْتُحُ	اَلتَّفَيْعُلُ
اَلتَّفَتْيُحُ	اَلتَّفَعْيُلُ
اَلتَّفَحْتِيْ	اَلتَّفَعْلِيْ
اَلتَّمَفْتُحُ	اَلتَّمَفْعُلُ
اَلتَّفَتْحُتُ	اَلتَّفَعْلُتُ
ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل ملحق باحرنجم	
اَلِافْتِنْحَاحُ	اَلِافْعِنْلَالُ
اَلِافْتِنْحَاءُ	اَلِافْعِنْلَاءُ

তেমনিভাবে একটি ফেয়েলকেও এভাবে অন্য বাবে নিয়ে যাওয়ার মশক করতে হবে।

প্রশ্ন : মুনশাইব ও ইলমুস সরফ কিতাবে উল্লেখিত বাবসমূহ ব্যতীত আরো কোন বাব রয়েছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পরেই আমরা আরো কিছু বাবের ওযনের কথা উল্লেখ করব।

প্রশ্ন : أَكْرَمَنِ কোন সীগা?

উত্তর : এটি হল **ماضی مطلق** এর ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের সীগা।

কেননা ফেয়েলের সাথে যখন ضمیر منصوب متصل এর মধ্য হতে واحد متکلم এর যমীর ى যুক্ত হয় তখন ফেয়েলের সাথে ইয়া মুতাকাল্লিমের পূর্বে একটি নূন বৃদ্ধি করতে হয়। এই নূনকে নূনে বিকায়া বলে। কেননা এই নূন ফেয়েলকে কাসরা দেওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে।[১]

আর কখনও কখনও তাখফীফের জন্য এই নূনকে বহাল রেখে ইয়ায়ে মুতাকাল্লিমকে ফেলে দেয়া হয়। যেমন: أَكْرَمَنِيْ থেকে أَكْرَمَنِ, وَلَا تَكْفُرُوْنِيْ থেকে وَلَا تَكْفُرُوْنِ

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত সীগাটি হল মাযী মুতলাকের ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের সীগা।

সুতরাং এ জাতীয় সীগা আসলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

উর্দূতে کرتا ہے এবং کررہا ہے এর ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য

উল্লেখ্য যে, উর্দূতে আমরা মুযারি'র তরজমা করার ক্ষেত্রে کرتا ہے یا کرے گا یا کرے বলে থাকি। کرتا ہے হল হালের তরজমা, کرے گا হল মুস্তাকবিলের তরজমা আর کرے হল খাস মুযারি' এর তরজমা। তবে উর্দূ কিতাবাদিতে

---

(১) والثالث نون الوقاية وتسمّى نون عماد أيضا وهي تلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة: الفعل واسم الفعل والحرف لحفظ حركة ما قبلها، ولذا سمّيت نون وقاية.

ব্যবহার দেখলে বুঝা যায় তারা হালের জন্য کر رہاہے ব্যবহার করে থাকে। আর کرتا ہے কে তারা অনেক সময় খাস মুযারি' (সাধারণ বর্তমান কাল) এর জন্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন নাকি তারীখুল ইসলামের মধ্যে বলা হয়েছে: جن کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، جس کے حکم سے آگ جلتی ہے، پانی بہتاہے، نظر دیکھتی ہے۔

তেমনিভাবে খাস মুযারি বুঝানোর জন্য মাযীর সীগার শেষে کرتا ہے ও বৃদ্ধি ব্যবহার করে থাকে। যেমন: اس پر خدا کی لعنت برسا کرتی ہے، جہاں حاجی حج کرنے جایا کرتے ہیں۔

অনূরূপ کرتا تھا কে তারা "করত" এর অর্থে ব্যবহার করে থাকে। আর کررہا تھا কে তারা "করছিল" এর অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ফেয়েলের উর্দূ গরদান

উর্দূতে বিভিন্ন ধরণের ফেয়েলের গরদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন: ہونا، سونا، دینا، لینا، چھونا

ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ

صیغہ	حرف صحیح	الف	واؤ مجہول
واحد مذکر غائب	الف (بیٹھا)	یا (لایا)	یا (سویا)
جمع مذکر غائب	ے (بیٹھے)	ئے (لائے)	ئے (سوئے)
واحد مؤنث غائب	ی (بیٹھی)	ئی (لائی)	ئی (سوئی)
جمع مؤنث غائب	ی معروف ں (بیٹھیں)	ئیں (لائیں)	ئیں (سوئیں)
واحد مذکر حاضر	الف (بیٹھا)	یا (لایا)	یا (سویا)
جمع مذکر حاضر	ے (بیٹھے)	ئے (لائے)	ئے (سوئے)
واحد مؤنث حاضر	ی (بیٹھی)	ئی (لائی)	ئی (سوئی)

جمع مؤنث حاضر	ی معروف ں (بیٹھیں)	ئیں (لائیں)	ئیں (سوئیں)
واحد مذکر متکلم	الف (بیٹھا)	یا (لایا)	یا (سویا)
واحد مؤنث متکلم	ے (بیٹھے)	ئے (لائے)	ئے (سوئے)
جمع مذکر متکلم	ی (بیٹھی)	ئی (لائی)	ئی (سوئی)
جمع مؤنث متکلم	ی معروف ں (بیٹھیں)	ئیں (لائیں)	ئیں (سوئیں)

ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ

صیغہ	یاء مجہول	یائے معروف	واوٴ معروف
واحد مذکر غائب	الف وپہلے حرف پر زیر (لیا)	الف (پیا)	ا (چھوا)
جمع مذکر غائب	ے (لیے)	ے (پیے)	ے (چھوے)
واحد مؤنث غائب	حذف الف (لی)	حذف علامت مصدر (پی)	ی (چھوی)
جمع مؤنث غائب	حذف الف یں (لیں)	حذف علامت مصدر ں (پیں)	یں (چھویں)
واحد مذکر حاضر	الف وپہلے حرف پر زیر (لیا)	الف (پیا)	ا (چھوا)
جمع مذکر حاضر	ے (لیے)	ے (پیے)	ے (چھوے)
واحد مؤنث حاضر	حذف الف (لی)	حذف علامت مصدر (پی)	ی (چھوی)
جمع مؤنث حاضر	حذف الف یں (لیں)	حذف علامت مصدر وں (پیں)	یں (چھویں)
واحد مذکر متکلم	الف وپہلے حرف پر زیر (لیا)	الف (پیا)	ا (چھوا)

واحد مؤنث متکلم	ے(لیے)	ے(پیے)	ے(چھوے)
جمع مذکر متکلم	حذف الف(لی)	حذف علامت مصدر (پی)	ی(چھوی)
جمع مؤنث متکلم	حذف الف یں(لیں)	حذف الف وں(لیں)	یں(چھویں)

مضارع بنانے کا قاعدہ

صیغہ	حرف صحیح	الف	واؤ مجہول	واؤ معروف
واحد مذکر غائب	ے(بیٹھے)	ئے(لائے)	ئے(سوئے)	ے(چھوے)
جمع مذکر غائب	یں مج(بیٹھیں)	ئیں مج(لائیں)	ئیں مج(سوئیں)	یں(چھویں)
واحد مؤنث غائب	ے(بیٹھے)	ئے(لائے)	ئے(سوئے)	ے(چھوے)
جمع مؤنث غائب	یں مج(بیٹھیں)	ئیں مج(لائں)	ئیں مج(سوئیں)	یں(چھویں)
واحد مذکر حاضر	ے(بیٹھے)	ئے(لائے)	ئے(سوئے)	ے(چھوے)
جمع مذکر حاضر	واؤ مج(بیٹھو)	ؤ مج(لاؤ)	ؤ مج(سوؤ)	و(چھوو)
واحد مؤنث حاضر	ے(بیٹھے)	ئے(لائے)	ئے(سوئے)	ے(چھوے)
جمع مؤنث حاضر	واؤ مج(بیٹھو)	ؤ مج(لاؤ)	ؤ مج(سوؤ)	و(چھوو)
واحد مذکر متکلم	واؤ مع ں (بیٹھوں)	ؤں مع ں (لاؤں)	ؤں مع ں (سوؤں)	وں(چھووں)
جمع مذکر متکلم	یں مج(بیٹھیں)	ئیں(لائیں)	ئیں(سوئیں)	یں(چھویں)
واحد مؤنث متکلم	واؤ مع ں (بیٹھوں)	ؤں مع ں (لاؤں)	ؤں مع ں (سوؤں)	وں(چھووں)

جمع مؤنث متکلم	یں مج (بیٹھیں)	ئیں (لائیں)	ئیں (سوئیں)	یں (چھوئیں)

مضارع بنانے کا قاعدہ

صیغہ	یاء مجہول	یائے معروف
واحد مذکر غائب	حذف علامت مصدر (لے)	ے (پیے)
جمع مذکر غائب	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مج (پییں)
واحد مؤنث غائب	حذف علامت مصدر (لے)	ے (پیے)
جمع مؤنث غائب	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مج (پییں)
واحد مذکر حاضر	حذف علامت مصدر (لے)	ے (پیے)
جمع مذکر حاضر	حذف ے و زیادت واؤ مج (لو)	واؤ مج (پیو)
واحد مؤنث حاضر	حذف علامت مصدر (لے)	ے (پیے)
جمع مؤنث حاضر	حذف ے و زیادت واؤ مج (لو)	واؤ مج (پیو)
واحد مذکر متکلم	حذف ے و زیادت واؤ مع ں (لوں)	واؤ مع ں (پیوں)
جمع مذکر متکلم	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مج (پییں)
واحد مؤنث متکلم	حذف ے و زیادت واؤ مع ں (لوں)	واؤ مع ں (پیوں)
جمع مؤنث متکلم	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مج (پییں)

امر بنانے کے قاعدے

صیغہ	حرف صحیح	الف	واؤ
واحد مذکر غائب	ے (بیٹھے)	ئے (لائے)	ئے (سوئے)
جمع مذکر غائب	یں مج (بیٹھیں)	ئیں مج (لائیں)	ئیں مج (سوئیں)

ئے (سوئے)	ئے (لائے)	ے (بیٹھے)	واحد مؤنث غائب
ئیں مج (سوئیں)	ئیں مج (لائں)	یں مج (بیٹھیں)	جمع مؤنث غائب
حذف علامت مصدر (سو)	حذف علامت مصدر (لا)	ساکن (بیٹھ)	واحد مذکر حاضر
ؤ مج (سوؤ)	ؤ مج (لاؤ)	واؤ مج (بیٹھو)	جمع مذکر حاضر
حذف علامت مصدر (سو)	حذف علامت مصدر (لا)	ساکن (بیٹھ)	واحد مؤنث حاضر
ؤ مج (سوؤ)	ؤ مج (لاؤ)	واؤ مج (بیٹھو)	جمع مؤنث حاضر
ؤں مع ں (سوؤں)	ؤں مع ں (لاؤں)	واؤ مع ں (بیٹھوں)	واحد مذکر متکلم
ئیں (سوئیں)	ئیں (لائیں)	یں مج (بیٹھیں)	جمع مذکر متکلم
ؤں مع ں (سوؤں)	ؤں مع ں (لاؤں)	واؤ مع ں (بیٹھوں)	واحد مؤنث متکلم
ئیں (سوئیں)	ئیں (لائیں)	یں مج (بیٹھیں)	جمع مؤنث متکلم

یائے معروف	یاء مجھول	صیغہ
ے (پیے)	حذف علامت مصدر (لے)	واحد مذکر غائب
یں مج (پییں)	حذف علامت مصدر ں (لیں)	جمع مذکر غائب
ے (پیے)	حذف علامت مصدر (لے)	واحد مؤنث غائب

جمع مؤنث غائب	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مع (پییں)
واحد مذکر حاضر	حذف علامت مصدر (لے)	حذف علامت مصدر (پی)
جمع مذکر حاضر	حذف ے وزیادت واؤ مع (لو)	واؤ مع (پیو)
واحد مؤنث حاضر	حذف علامت مصدر (لے)	حذف علامت مصدر (پی)
جمع مؤنث حاضر	حذف ے وزیادت واؤ مع (لو)	واؤ مع (پیو)
واحد مذکر متکلم	حذف ے وزیادت واؤ مع ں (لوں)	واؤ مع ں (پیوں)
جمع مذکر متکلم	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مع (پییں)
واحد مؤنث متکلم	حذف ے وزیادت واؤ مع ں (لوں)	واؤ مع ں (پیوں)
جمع مؤنث متکلم	حذف علامت مصدر ں (لیں)	یں مع (پییں)

উর্দূ কাওয়ায়েদ সংক্রান্ত একটি ফায়েদা:

উর্দূতে কিছু কিছু ফেয়েল এমন রয়েছে যেগুলো মুতাআদ্দি হওয়া স্বত্ত্বেও সেগুলো লাযেমের মতই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সেগুলোর সাথে কখনো نے আসে না। উক্ত ফেয়েলগুলো হল:

۱- بولنا جیسے: وہ بولا۔

۲- بھولنا جیسے: وہ بھولا۔

۳- لانا جیسے: وہ لایا۔

۴- بخشا جیسے: وہ بخشا۔

۵- شرمانا جیسے: وہ شرمایا۔

তেমনিভাবে নিম্নোক্ত ফেয়েলসমূহ যখন কোন মুতাআদ্দি মাসদারের সাথে ব্যবহৃত হয় তখনও সেখানে نے আসে না। ফেয়েলগুলো হল:

۱- لگنا جیسے: وہ کرنے لگا۔

۲- سکنا جیسے: میں کر نہ سکا۔

۳- چکنا جیسے: میں کر چکا۔

۴- جانا جیسے: وہ لے گیا۔

আর سمجھنا এর মধ্যে চাইলে نے আনাও যায়, আবার নাও আনা যায়।

নূনে খফীফাযুক্ত বাহাসগুলোর গরদান মনে রাখার সহজ পদ্ধতি:

নূনে খফীফাযুক্ত বাহাসগুলোর গরদান মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হল এই তারতীব মনে রাখা:

- ওয়াহিদ → জমা → ওয়াহিদ (গায়েব)
- ওয়াহিদ → জমা → ওয়াহিদ (হাযের)
- ওয়াহিদ → জমা (মুতাকাল্লিম)

গুরুত্বপূর্ণ একটি কায়েদা

উল্লেখ্য যে, تاء যুক্ত সকল বাবের গরদান একই রকম হবে। যেমন: تَسَرْبَلَ، تَقَبَّلَ، تَفَاعَلَ

খেয়াল কর, এগুলোর মধ্যে প্রথম দুই অক্ষর হল ফাতহা বিশিষ্ট। তৃতীয় অক্ষর হল সাকিন এবং আবার পরবর্তী দুই অক্ষর হল ফাতহা ওয়ালা। তো সর্বাবস্থায় মাযীর ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের মধ্যে পাঁচটি অক্ষর হবে এবং উপরোল্লোখিত নিয়মে হারাকাত হবে।

প্রশ্ন : বাহাস কাকে বলে?

উত্তর : আসান সরফে বলা হয়েছে : *"গরদানকেই বাহাস বলে।"*

অথবা আমরা বলতে পারি :

"নির্দিষ্ট এক প্রকারের গরদানকে বাহাস বলে।"

অথবা: "কোন সীগা নির্দিষ্ট যে প্রকারের গরদানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাকেই বাহাস বলে।"

প্রশ্ন : কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, একই মাসদার কিন্তু অর্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছু যদি বলতেন?

উত্তর: ইলমুস সরফের শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ন কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আরবী ভাষায় কোন শব্দ যেমন নাকি মাদ্দার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন অর্থ প্রদাণ করে তেমনিভাবে একই মাদ্দার একটি শব্দ বাবের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন অর্থ দিতে পারে।

আবার একই বাবের হয়েও মাসদারের ভিন্নতার কারণেও ভিন্ন অর্থ প্রদাণ করতে পারে। তাই প্রাথমিকভাবে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার অভিধান খুলে খুলে শিখতে হবে। এই ব্যবহার শিখতে হলে অভিধানের সাথে সম্পর্ক ভাল করতে হবে। কেননা একই শব্দ একই বাবের হয়ে ভিন্নমুখী দুটি অর্থ দিতে পারে। আবার বাবের ভিন্নতার কারণেও ভিন্নমুখী অর্থ দিতে পারে। লুগাত থেকে এসকল ব্যবহার না শিখলে ভুল করার সম্ভাবনাই বেশি।

এসবেরই সংক্ষেপ আমরা এভাবে বলতে পারি:

- সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন মাদ্দা হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদাণ করে।
- আবার কখনও ভিন্ন ভিন্ন মাদ্দা হলেও একই অর্থ প্রদাণ করে। এমন শব্দাবলীকে মুতারাদিফাত বলে।
- কখনও শব্দ একটি হয় কিন্তু তার অনেক অর্থ থাকে। এমন শব্দকে মুশতারাক বলে।
- তবে যদি একটি শব্দ বিপরীতমুখী দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাহলে তাকে اضداد বলে।
- কখনও একটি শব্দই বাবের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদাণ করে।
- আবার কখনও একই শব্দ এক বাবের হয়েও মাসদারের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদাণ করে।

সুতরাং আরবী ভাষার জগতে পদচারণার ক্ষেত্রে একথাগুলো অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। তাহলে উপকার পাবে ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন: আলামতে বাব বলতে কী বুঝ?

উত্তর: আলামতে বাব বলতে বুঝায় এমন কিছু নিদর্শন বা জিনিস যেগুলো দ্বারা বাব সনাক্ত বা পার্থক্য করা যায়। আর এগুলো ছুলাছী মুজাররদের মধ্যে মাযী এবং মুযারির আইন কালিমার পার্থক্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে আর গাইরে ছুলাছী মুজাররদের মধ্যে অতিরিক্ত অক্ষর এবং এগুলোর অবস্থান ভিন্নতাই বাবের আলামত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: বাহাস বলতে কী বুঝ? বাহাস কি শুধুমাত্র ইলমুস সরফে বর্ণিত বাহাসগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

উত্তর: পূর্বেই আমরা বলে এসেছি যে, কোন সীগা নির্দিষ্ট যে প্রকারের গরদানের অন্তর্ভূক্ত হয় তাকেই বাহাস বলে।

আর এর বাহাস শুধুমাত্র ইলমুস সরফে বর্ণিত ফেয়েলসমূহ বা ইসমে মুশতাকের মধ্যেই খাস নয়। বরং সকল প্রকার ইসম এবং ফেয়েল এর মধ্যে শামেল।

যেমন আমরা যদি বলি: اَلْمَعْرِفَةُ এটা কোন সীগা। বলব এটা ওয়াহেদের সীগা। এর বাহাস কী? বলব: এর বাহাস হল এটি মাসদারে মীমী।

رَجُلَانِ এটা কোন সীগা? বলা হবে এটা তাছনিয়ার সীগা। তাহলে এর বাহাস কী? এর বাহাস হল: ইসমে জামেদে ছুলাছী মুজাররাদ। ইত্যাদি।

সুতরাং একথা বা এ ধারণা ভুল যে, বাহাস শুধুমাত্র ইলমুস সরফে পঠিত প্রথম দুই খণ্ডের বাহাসগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বরং সরফে আরো অনেক বাহাস রয়েছে যেগুলো সরফের অন্যান্য কিতাবে রয়েছে, সেগুলো মুতালাআ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন: ওয়াহিদ মুযাক্কারের বহুবচন জমা মুআন্নাস কখন আসে?

উত্তর: জমা মুআন্নাসের কোন সীগা দেখলেই এ কথা মনে করার কিছুই নেই যে, এর ওয়াহিদও মুআন্নাস হবে। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াহেদ মুযাক্কার এর বহুবচনও জমা মুআন্নাস আসে। যেমন যদি এর ওয়াহিদটা মুযাক্কার যাবিল উকুল (পুরুষ এবং বিবেকসম্পন্ন/মানুষ) না হয়। যেমন: شَامِخَاتٌ এটা شَامِخٌ এর বহুবচন। তেমনিভাবে নাহুর কিতাবগুলোতে مرفوعات/منصوبات/مجرورات আসে। এগুলোর ওয়াহিদও মুযাক্কার। একথাগুলো মনে রেখ।

সুতরাং যদি ওয়াহিদটা মুযাক্কার যাবিল উকুল হয় তাহলে এর বহুবচন জমা মুযাক্কার সালেম আসবে না কিছুতেই। বরং হয়ত জমা মুআন্নাস সালেম হবে কিংবা জময়ে মুকাসসার হবে।

হামযায়ে ওয়াসল সংক্রান্ত কিছু কথা:

বিশেষ দ্রষ্টব্য: فَاسْأَلُوْا، فَاجْتَنِبُوْا এজাতীয় উদাহরণসমূহের মধ্যে পড়ার ক্ষেত্রে হামযায়ে ওয়াসল পড়ে যাবে। সুতরাং উচ্চারণ হবে এমন: فَسْأَلُوْا، فَجْتَنِبُوْا

তাই এজাতীয় সীগা দেখলে ভড়কে যাবার কিছুই নেই।

ইসমে তাফযীল

ইসমে তাফযীল ঐ ইসমকে বলে যা কোন কাজের মধ্যে তার কর্তার বড়ত্বকে বুঝায়। যেমন: أَنْصَرُ (তুলনামূলক অধিক সাহায্যকারী একজন পুরুষ)

মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ইসমে তাফযীলের **واحد مذكر** এর সীগা أَفْعَلُ এবং **واحد مؤنث** এর সীগা فُعْلَى এর ওযনে আসে। যেমন: أَكْبَرُ، كُبْرَى، أَصْغَرُ، صُغْرَى। আর মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে ইসমে তাফযীল এ পদ্ধতিতে আসবে না।

ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম:

اسم تفضيل। এর সীগাসমূহ বানাতে হয় مضارع مثبت معروف থেকে।

মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয় এবং তাতে রং, বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি এবং শারীরিক গঠনের অর্থ না থাকে তাহলে ইসমে তাফযীলের واحد مذکر এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১.مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع ফেলে দিতে হবে।
২. অতঃপর শুরুতে হামযায়ে ইসমে তাফযীল যুক্ত করতে হবে।

৩. عین کلمہ তে ফাতহা দিতে হবে যদি ফাতহা না থাকে।

৪. এবং শেষ অক্ষরের ضمہ কে বাকি রাখতে হবে। বাকি তানবীন দেওয়া যাবে না।

তাহলেই اسم تفضیل এর واحد مذکر এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

আর اسم تفضیل এর واحد مؤنث এর সীগা বানাতে হলে চারটি কাজ করতে হবে।

১. مضارع مثبت معروف এর শুরু থেকে علامت مضارع কে ফেলে দেওয়ার পর فاء کلمہ কালিমাতে ضمہ দিতে হবে।

২. অতঃপর عین کلمہ কে সাকিন করতে হবে।

৩. لام کلمہ তে ফাতহা দিতে হবে।

৪. لام کلمہ এর পর الف مقصورہ যুক্ত করতে হবে।

তাহলেই اسم تفضیل এর واحد مؤنث এর সীগা গঠিত হয়ে যাবে।

আর মাযী যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট না হয় অথবা তাতে রং, বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি অথবা শারীরিক সৌন্দর্যের অর্থ থাকে তাহলে ইসমে তাফযীল বানানোর নিয়ম হল এই যে,

উদ্দিষ্ট ফেয়েলের মাসদারে মানসূবের শুরুতে أَكْثَرُ، أَشَدُّ এ জাতীয় শব্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন: أَشَدُّ اجْتِنَابًا، أَكْثَرُ إِكْرَامًا، أَكْثَرُ حُمْرَةً ইত্যাদি।

মারুফ-মাজহূল পার্থক্য করার পদ্ধতি

- যদি ফেয়েলটি মুযারি' হয় তাহলে যদি আলামতে মুযারি' মাফতূহ হয় তাহলে নিঃসন্দেহ বুঝে নিতে হবে এ ফেয়েলটি মারূফ। এক্ষেত্রে আইন কালিমা মাফতূহ, মাকসূর এবং মাযমূম তিন রকমই হতে পারে। যেমন: يَجْتَنِبُ، يَتَسَرْبَلُ، يَنْصُرُ

  আর যদি আলামাতে মুযারি' মাযমূম হয় তাহলে:
  - যদি শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে মাকসূর হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে ফেয়েলটি মারূফ।
  - আর যদি মাফতূহ হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ফেয়েলটি মাজহুল।
- আর মাযি যদি গাইরে ছুলাছী মুজাররদ থেকে হয় তাহলে:
  - যদি প্রথম অক্ষর মাযমূম হয় তাহলে ধরে নিতে হবে এটা মাজহূলের সীগা। এক্ষেত্রে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর সর্বদা মাকসূরই হবে। যেমন; فُعِلَ، أُكْرِمَ، اُجْتُنِبَ
  - আর যদি প্রথম অক্ষর মাফতূহ হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটা মারূফ।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে,

- যদি শুরুতে تاء না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর যদি মাফতূহ হয় তাহলে সেটা মাযীর সীগা হবে। যেমন: أَكْرَمَا، اِجْتَنَبَا
- আর যদি শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে মাকসূর হয় তাহলে সেটা আমরের সীগা হবে। যেমন: أَكْرِمَا، اِجْتَنِبَا
- তবে যদি প্রথম অক্ষরে তা থাকে তাহলে শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর এক্ষেত্রে মাকসূর হবে না এবং মাফতূহ হবার সূরতেই সেটা আমর ও মাযী উভয়ই সীগাই হবার সম্ভাবনা রাখবে। যেমন: اجتنبا، تسربلا

প্রশ্ন: কয়টি বাবের মধ্যে আলামতে মুযারি মাযমূম ও কয়টি বাবে মাফতূহ?

উত্তর: আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, ফেয়েলে মাজহূলের মধ্যে সর্বদাই আলামতে মুযারি' মাযমূম হবে। আর যদি মারূফ হয় তাহলে ছুলাছী মুজাররাদের মধ্যে আলামাতে মুযারি কখনও মাযমূম হবে না। আর যদি গাইরে ছুলাছী মুজাররদ হয় তাহলে যদি মাযী চার অক্ষর বিশিষ্ট হয় তাহলে আলামাতে মুযারি মাযমূম হবে। অন্যথায় মাফতূহ হবে।

সে হিসেবে যে সকল বাবসমূহের মধ্যে আলামতে মুযারি' মাযমূম হয় সেগুলো হল নিম্নোক্ত চার বাব :

١- الإفعال
٢- التفعيل
٣- المفاعلة
٤- الفعللة وملحقاتها

আর অবশিষ্ট বাবসমূহের মধ্যে আলামতে মুযারি' মাফতূহ হবে।

প্রশ্ন: কয়টি বাবের মধ্যে ফেয়েলে মুযারির শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে মাফতূহ হবে ও কয়টি বাবের মধ্যে মাকসূর,মাযমূম?

উত্তর: আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, ছুলাছী মুজাররদের মধ্যে মুযারির শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর বাব অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ দুই বাবের মধ্যে মাযমূম তথা باب نَصَرَ وكَرُمَ, দুই বাবের মধ্যে মাফতূহ তথা باب سَمِعَ وفَتَحَ এবং দুই বাবের মধ্যে মাকসূর হবে তথা باب ضَرَبَ وحَسِبَ।

আর অবশিষ্ট বাবসমূহের মধ্যে যে সকল বাবের মাযীর শুরুতে تاء রয়েছে সেগুলোর মধ্যে মুযারির শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর মাফতূহ হবে। আর বাকী গুলোর মধ্যে মাকসূর হবে।

সেমতে যে সকল বাবের মধ্যে মুযারি'র শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে ফাতহা হবে এমন বাব হল পাঁচটি :

١- الافعل

٢- الافاعل

٣- التفعل

٤- التفاعل

٥- التفعلل وملحقاته

আর বাকি বাব সমূহে কাসরা দিতে হবে।

প্রশ্ন: متکلم بنفس / متکلم مع الغیر কাকে বলে?

উত্তর: জানা উচিত যে, আমরা যাকে ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম বলি তার অপর নাম হল: متکلم بنفسہ। আর আমরা যাকে জমা মুতাকাল্লিম বলি তার অপর নাম হল متکلم مع الغیر। আর এই নামকরণই অধিক যুৎসই মনে হয়। কেননা ওয়াহিদ মুতাকাল্লিমের মধ্যে মুতাকাল্লিম নিজে শুধু নিজেরই কথা বা সংবাদ দেয় আর জমা মুতাকাল্লিমের মধ্যে একজন ব্যক্তি নিজের সাথে আরো কয়েকজনের সংবাদ দেয়। কয়েকজন কিন্তু একসাথে নিজেদের সংবাদ দেয় না। বরং কথা বলে একজন আর সংবাদ দেয় কয়েকজনের।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

জমা মুতাকাল্লিম যার অপর নাম متکلم مع الغیر অথবা متکلم معہ غیرہ এটা সাধারণত তাছনিয়া অথবা জমার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অথবা متکلم مع الغیر এর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আর গাইর একজনও হতে পারে আবার কয়েকজনও।

তবে কখনও কখনও এটি ওয়াহিদের জন্যও ব্যবহার হয়। যখন মুতকাল্লিম প্রকৃত পক্ষে বড় অথবা বড়ত্বের দাবিদার হয়। এটাকে ضمیر العظمہ বলে। তো এটা واحد عظیم অথবা واحد معظم نفسہ এর জন্য ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার জন্য যে জমার যমীর ব্যবহৃত হয়েছে সে সবগুলো হল ضمیر عظمہ বা ওয়াহিদে আযীম এর সীগা। প্রকৃতপক্ষে জমা নয়। তাই এ সীগাগুলো বলার ক্ষেত্রে বলতে হবে ওয়াহিদে আযীম বা ওয়াহিদে মুআয্যাম এর সীগা।

আলিফে ফাসেল সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

জমা মুযাক্কার গায়েবের মধ্যে যে واو الجمع রয়েছে তার পর যদি কোন যমীর বা নূনে ইরাবী না থাকে তাহলে একটি আলিফ বৃদ্ধি করতে হয়। এ আলিফকে আলিফে ফাসেলা বা আলিফে ফারেকা বলে। এই আলিফ আনার কারণ হল واو العطف এবং واو الجمع এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। তবে যদি এর পর কোন যমীর থাকে তখন যেহেতু التباس এর কোন আশংকা নেই তাই আলিফ বৃদ্ধি করতে হয় না। আর যদি মুফরাদের মধ্যে শব্দের শেষে ওয়াও থাকে তাহলেও التباس এর আশংকা নেই। কেননা এই ওয়াও আতেফা হতে পারবে না। কেননা তাহলে ফেলে দুই অক্ষর বিশিষ্ট রয়ে যাবে।

تاے تانیث সংক্রান্ত আলোচনা

❖ তায়ে তানীছ ইসমের মধ্যে অনেক কারণে এসে থাকে। তবে অধিকাংশ সময় এর আগমন মুআন্নাস থেকে মুযাক্কারকে পৃথক করার জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু পাঁচ প্রকার ইসম এমন রয়েছে যেগুলোর মধ্যে তায়ে তানীছ আসে না।

১. فَعيل بمعنى مفعول
২. فَعول بمعنى فاعل
৩. مِفعيل
৪. مِفعال
৫. مِفعل

فَعيل بمعنى مفعول এর মধ্যে মুযাক্কার ও মুআন্নাস উভয়টিই সমান। সুতরাং বলা হবে: رجل جريح، امرأة جريحة

فَعيل بمعنى مفعول এর ‘তা’ কে হযফ করার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে।

১. এর মধ্যে যে ওয়াসফের অর্থ রয়েছে তা উদ্দিষ্ট হতে হবে।
২. মাউসূফ জানা থাকতে হবে।

সুতরাং فَعيل بمعنى مفعول যদি ইসমের মত ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এতে কোন ওয়াসফের অর্থ না থাকে অথবা এর কোন মাউসূফ না থাকে তাহলে তাতে তা যুক্ত করতে হবে।

❖ "ة" তায়ে তানীস অনেক কারণে আনা হয়ে থাকে। যেমন:

১- মুযাক্কার এবং মুআন্নাসের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। আর এটা চার প্রকার ইসমের মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ:

১. ইসমে ফায়েল যেমন: ضاربة ২. ইসমে মাফঊল যেমন: منصورة ৩. সিফাতে মুশাব্বাহ যেমন: حسنة ৪. ইসমে মানসূব যেমন: بصرية। তাছাড়া কিছু ইসমে জামেদের মধ্যেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে তা এসে থাকে। যেমন: رجلة، إنسانة، غلامة

২- اسم الجنس الجمعي এবং তার ওয়াহিদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। যেমন: نخل، نخلة – تمر، تمرة – نمل، نملة

৩- তেমনিভাবে মুতলাক মাসদার এবং মাসদারে মাররাহ এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। যেমন: ضرب، ضربة – إخراج، إخراجة

৪- কখনও কখনও তা টি জমা বুঝানোর জন্য আসে। আর এটা সাধারণত এমন সিফাতের মধ্যে হয়ে থাকে যেগুলোর মাউসূফ ব্যবহৃত হয় না। আর এই সিফাতগুলো فَاعِل، فَعُوْل، فَعَّال এর ওযনে অথবা ইসমে মানসূব হয়ে থাকে। আর এই তা যদিও নাকি মুআন্নাসের তা তবে এখানে এখানে এটা কেমন যেন জামাআতের সিফাত হিসাবে এসেছে। তাই তা জমার অর্থ দিবে।

৫- فَعَّال، فَاعِل، مِفْعَال، فَعُوْل এর ওযনে যে সীগায়ে সিফাতগুলো এসে থাকে সেগুলোর মধ্যে এটি তাকীদ সৃষ্টি করার জন্য আসে। যেমন: راوية، نسابة، مطرابة، فروقة

৬- তেমনিভাবে এই তা جمع اقصى এর মধ্যে আসে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এর ওয়াহিদ হল অনারবী শব্দ। যেমন: جَوَارِبَةٌ، مَوَازِجَةٌ

তবে এক্ষেত্রে তা আনা জরুরী নয়।

৭- তেমনিভাবে এই তা এমন جمع اقصى এর মধ্যে আসে তার ওয়াহিদ হল ইসমে মানসূব। যেমন: أَشْعَرِيٌّ থেকে أَشَاعِرَةٌ, أَشْعَبِيٌّ থেকে أَشَاعِبَةٌ

৮- এই তা টি জমার মুআন্নাস হওয়ার তাকীদের জন্য আসে।
হয়ত وجوبا, যেমন নাকি أَفْعِلَة وفِعْلَة এই দুইটি ওযনের মধ্যে হয়ে থাকে।
নয়ত جوازا। আর এটা হয়ে থাকে তিনটি ওযনের মধ্যে। ওযন তিনটি হল: فِعَالَة، فُعُوْلَة، والجمع الأقصى যেমন: جمالة، بعولة، صياقلة তবে حجارة، ذكارة، عمومة، خؤولة এ শব্দ সমূহের মধ্যে এই তা আনা ওয়াজিব।

৯- তানীসের অর্থের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করার জন্য আসে। যেমন: ناقة، نعجة।

১০-তেমনিভাবে কখনও কখনও মুআন্নাসের সিফাতের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টির জন্য আসে। যেমন: عجوز، عجوزة।

১১- কখনও কখনও ইসমের মধ্যে তানীসে লফযী এর জন্য আসে, ভিন্ন কোন অর্থ প্রদান উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন: ظلمة، عمامة، غرفة।

১২- কখনও কখনও ফা কালিমার পরিবর্তে আনা হয়। যেমন: عِدَةٌ، زِنَةٌ

১৩- কখনও কখনও ইযাফাতের ইয়ার পরিবর্তে আনা হয়। যেমন: يا أبت، يا أمت

১৪- কখনও কখনও ওয়াসফিয়াত থেকে ইসমিয়াতের দিকে মুনতাকিল করার আলামত হিসাবে এবং এই ওয়াসফটা মাউসূফের দিকে মুখাপেক্ষী নয় এ কথা বুঝানোর জন্য আসে। যেমন: النطيحة، الذبيحة

زمانۂ حال এর সময়সীমা

হালের পূর্ববর্তী পুরো সময়টিই হল মাযী আর হাল পরবর্তি পূর্ণ সময়ই হল মুসতাকবিল।

এখন কথা হল তাহলে হালের সময়সীমা কতটুকু?

আমরা জানি, সময় সর্বদা বয়ে চলছে। কখনও স্থির নয়। এই মুহূর্তে যা ঘটছে তাই অতীত হয়ে যাচ্ছে আর যা ঘটেনি তাই ভবিষ্যত হয়ে রয়ে যাচ্ছে। তাহলে হাল কোথায়? এর উত্তরে আমরা বলব: অতীত ও ভবিষ্যত কালের মাঝখানে আমরা একটি অবিভাজ্য অর্থাৎ বিভাজনযোগ্য নয় এমন একটি বিন্দুতে অবস্থান করি মানতেকের পরিভাষায় যাকে নুকতা বলে। সে অবিভাজ্য পরিমাণ সময়ই হল হালের সময়সীমা। যা ব্যক্ত করা যায় না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, হালের সময়সীমা অতিসুক্ষ্ণ। এ কারণেই অনেকে বর্তমান কালের অস্তিত্বের অস্বীকার করেছে।

ইসমে ফায়েল মুবালাগার কিছু ওযন

ইসমে ফায়েল মুবালাগার কিছু ওযন শের আকারে বলা হচ্ছে। শেরটি মুখস্থ করে নাও। উপকারে আসবে ইনশা আল্লাহ।

مُبَالِغٌ كَالْحَذِرِ رَحْمَانٌ بِالْمِفْضَالِ مِنْطِيْقُ

رَحِيْمٌ مِجْزَمٌ ضُحَكَةٌ صَبُوْرٌ ثُمَّ صِدِّيْقُ

عُجَابٌ وَالْكِبَارُ أَيْضاً وَكُبَّارٌ وَعَلاَّمُ

وَقُدُّوْسٌ وَقَيُّوْمٌ وَكَافِيَةٌ وَفَارُوْقُ

وَتَاءٌ زِيْدَ فِيْهِ لَيْسَ لِلتَّأْنِيْثِ خُذْ هَذَا

وَلَمْ يُفْرَقْ بِتَاءٍ فِيْهِ تَذْكِيْرٌ وَتَأْنِيْثُ

একটি ফায়েদা

مستقبل শব্দটির باء তে ফাতহা এবং কাসরা উভয়টির সাথেই পড়া যায়। তবে কাসরা দিয়ে পড়াই অধিক প্রচলিত এবং কিয়াস সমৃদ্ধ। কেননা তা আমাদের সামনে রয়েছে।

ফেয়েলে মুযারি সংক্রান্ত কিছু কথা

ফেয়েলে মুযারি' হাল এবং মুসতাকবিল উভয় যমানারই সম্ভাবনা রাখে। তবে যদি তাকে হালের সাথে খাস করতে হয় তাহলে তার শুরুতে لام ابتدائے مفتوحہ হা অথবা مائے نافیہ আনতে হবে। যেমন: ما يفعل زيد أي الآن، إن الله ليرحم أي الآن আর যদি মুস্তাকবিলের সাথে খাস করতে হয় তাহলে তার শুরুতে سين অথবা سوف অথবা لن، لا ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা নূনে তাকীদ আনতে হবে।

উল্লেখ্য যে, سين এর নাম হল حرف تنفيس আর سوف এর নাম হল حرف تسويف।

এক কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান

সিফাতে মুশাব্বাহ বলা হয় এমন ইসমকে যা এমন স্বত্তাকে বুঝায় যার সাথে কোন গুণ স্থায়ীভাবে কায়েম থাকে। যেমন: حَسَنٌ، صَعْبٌ، صِفْرٌ ইত্যাদি।

এ সংজ্ঞার উপর ইশকাল হয় যে, আমরা অনেক সিফাতে মুশাব্বাহ দেখি যেগুলোর মধ্যে সেসব গুণের স্থায়িত্ব নেই। যেমন: حُبْلَى، عَطْشَان ইত্যাদি।

এর উত্তর হিসেবে বলা হয়ে থাকে, وضع হিসেবে এখানে স্থায়িত্ব থাকে, যদিও নাকি استعمال এর ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বহাল না থাকে।

আর আমি এর উত্তরে বলব:

স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব এর দিক দিয়ে ইসম সমূহ তিন প্রকার হয়ে থাকে।

১. একেবারেই অস্থায়ী। তবে এর স্থায়িত্বের জন্য কাজটি বার বার হতে হয় । যেমন: কাউকে প্রহার করা। একাজটি অস্থায়ী। একবার মারার পর সে যদি আর না মারে তাহলে কাজটি আর চলমান থাকে। বরং শেষ হয়ে যায়।
২. এর কিছুটা স্থায়িত্ব রয়েছে। এবং এর স্থায়িত্বের জন্য কাজটি বার বার হতে হয় না। যেমন: جنب، عشطان، حبلى وغيرها

৩. এর স্থায়িত্বটা আরো বেশি। সারাজীবনই এর স্থায়িত্ব থাকে। যেমন: صعب، صفر، صلب، أحمر، أسود ইত্যাদি।

৪. আরো এক প্রকার সীগায়ে সিফাত রয়েছে যার স্থায়িত্ব আল্লাহ তাআলার স্থায়িত্বের মত। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণাবলীসমূহ।

তো কোন শব্দ যদি সিফাতে মুশাব্বাহ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই চার প্রকারের মধ্যে শেষোক্ত তিন প্রকারের মধ্য হতে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভূক্ত অবশ্যই হবে। প্রথম প্রকারের জন্য ইসমে ফায়েলই ব্যবহার হবে।

তো সিফাতে মুশাব্বাহ এর মধ্যে যে স্থায়িত্বের কথা আসে তাতে এই তিন প্রকারের স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

তবে কিছু কিছু ফেয়েল রয়েছে যেগুলো দ্বিতীয় প্রকারের কিন্তু সেগুলোর জন্য ইসমে ফায়েল ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: قائم، قاعد، نائم। তাই আমরা উত্তরে বলেছি: 'তো কোন শব্দ যদি সিফাতে মুশাব্বাহ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই চার প্রকারের মধ্যে শেষোক্ত তিন প্রকারের মধ্য হতে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভূক্ত অবশ্যই হবে।'

এ প্রশ্নের আরো একটি উত্তর রয়েছে যে, খুলনার হুজুর দা. বা. তাঁর এক উস্তাদের হাওয়ালায় বলেছিলেন, এখানে খোদাওয়ান্দী দাওয়াম উদ্দেশ্য নয়। আমার উত্তরটা হয়ত এ উত্তরটার ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রশ্ন: মুলহাক বা রুবায়ী কাকে বলে?

উত্তর: মুলহাক বা রুবায়ী এমন ছুলাছী মাযীদ ফীহকে বলে যার মধ্যে এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করে তাকে রুবায়ী এর সমওযনে বানানো হয়। যেমন: جلببة যা মূলত جلب ছিল। উক্ত শব্দের মধ্যে আরও একটি বা বৃদ্ধি করে তাকে فعللة (যা মূলত রুবায়ী মুজাররদ) এর সমওযনে বানানো হয়েছে।

الحاق এর শাব্দিক অর্থ হল: لاحق كردينا، ملادينا، ملانا অর্থাৎ মিলানো, মিলিয়ে দেওয়া, সংযুক্ত করে দেওয়া।

সরফীতে পরিভাষায় الحاق বলা হয়:

"কোন কালিমাকে অন্য কোন কালিমার সমওযনে বানানোর জন্য তাতে নিয়ম বহির্ভূত এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করা। যেমন: جَلْبَبَ যা মূলত جَلَبَ

ছিল। তাতে অতিরিক্ত একটি বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেন তা دَحْرَجَ এর সমওযনে হয়ে যায়। তো এই অতিরিক্ত একটি বা বৃদ্ধি করাটাই হল ইলহাক।

ملحق এর সংজ্ঞা:

মুলহাক ঐ কালিমাকে বলে যাকে অন্য কোন কালেমার সমওযনে বানানোর জন্য তাতে এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করা হয়। যেমন: الجلبية যা মূলত جلب ছিল। উক্ত শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত একটি বা বৃদ্ধি করে البعثرة (যা মূলত রুবায়ী মুজাররাদ) এর সমওযনে বানানো হয়েছে। সুতরাং الجلبية হল মুলহাক এবং البعثرة হল মুলহাক বিহী।

ملحق به এর সংজ্ঞা:

কোন কালিমার মধ্যে এক বা একাধিক অক্ষর বৃদ্ধি করে যার সমওযনে বানানো হয় তাকে ملحق به বলে। যেমন: جلب শব্দের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বা বৃদ্ধি করে তাকে البعثرة (যা মূলত রুবায়ী মুজাররাদ) এর সমওযনে বানানো হয়েছে। সুতরাং جلبية হয়ে গিয়েছে। তাই البعثرة হল মুলহাক বিহী আর الجلبية হল মুলহাক।

প্রশ্ন: ফেয়েল মূলত কত প্রকার?

উত্তর: আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মৌলিক ফেয়েল (যমানায়ে সরফী) হল তিন প্রকার:

১. মাযী
২. মুযারি
৩. আমরে হাযের মারূফ।

এছাড়া যত ফেয়েলের নাম আমরা শুনি তা মৌলিক ফেয়েল নয় বরং নাহবী ফেয়েল। অর্থাৎ ইলমুন নাহবের কায়েদা-কানূন প্রয়োগ করে এগুলো বানানো হয়েছে। যেমন আমরা বলতে পারে নাহী। আরবীতে নাহী স্বতন্ত্র কোন ফেয়েল নয়। বরং এটা ফেয়েলে মুযারি' এর একটি শাখা। ফেয়েলে মুযারি

মুসবাতের শুরুতে লায়ে নাহী আনা হয়েছে। আর লায়ে নাহী ফেয়েলে মুযারিকে নাহীর অর্থে পরিণত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, লায়ে নাহী তার শব্দগত আমলও করেছে। অর্থাৎ জযম দিয়েছে। যার পদ্ধতি তিনটি আমরা পূর্বেই বলে এসেছি।

লামে তাকীদ সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

ফায়েদা: আমরা সরফের কিতাবে লামে তাকীদ বা নূনে তাকীদের বাহাস পড়ে থাকি। এথেকে কেউ কেউ একথা মনে করে নেয় যে, লাম শুধুমাত্র এ বাহাসের মধ্যেই এসে থাকে। এ ধারণাটি সঠিক নয়। বরং লাম ফেয়েলে মাযী, নূনে তাকীদ বিহীন ফেয়েলে মুযারি’ এর শুরুতেও আসতে পারে। যেমন: ﴿لَّرَأَيْتَهُو﴾ ﴿لَلَبِثَ﴾ ﴿لَعَلِمَهُ﴾ [ليحب الله المحسنين]

সুতরাং এজাতীয় ফেয়েল দেখলে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এতে বাহাস পরিবর্তন হবে না। মাযী মাযীই থাকবে, মুযারি মুযারিই থাকবে। বাকি এতটুকু বাড়িয়ে বলা যায়: মাযী মুআক্কাদ বিল্লাম। মুযারি’ মুআক্কাদ বিল্লাম।

اسم ظرف। সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

مَفْعَلَةٌ এর ওযনের ব্যাপারে উস্তাদ আব্বাস হাসান বলেন যে, যদি কোন জিনিস কোন স্থানে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান হয় চাই সেটা ইসমে জামেদ হোক বা ইসমে মা’না তার জন্য এই ওযন ব্যবহার করা যাবে। যেমন নাকি এনসাইক্লোপিডিয়া এর জন্য مَعْلَمَةٌ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্টেশনের জন্য مَحَطَّةٌ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইসমে তাফযীল সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

ইসমে তাফযীলের মুআন্নাসের সীগা فُعْلَى এর ওযন সরফীদের নিকট সামায়ী, কিয়াসী নয়। অর্থাৎ এর ব্যবহার শুধুমাত্র আরবদের থেকে শ্রুত শব্দের উপরই ক্ষান্ত করতে হবে, নিজে থেকে কোন শব্দ গঠন করা যাবে না। তবে উস্তাদ আব্বাস হাসান এটাকে কিয়াসী বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ যেকোন ফেয়েল থেকেই এ ওযনে সীগা বানানো যাবে।

সীগার পরিচয় সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

দুটি বাব তথা বাবে فتح، سمع এর মধ্যে ইসমে তাফযীলের واحد مذكر এবং مضارع معروف এর واحد متكلم একই রকম হবে। যেমন: أَسْمَعُ، أَفْتَحُ

النحت العربي

এখন আমরা النحت العربي নিয়ে কিছু কথা বলব। আমাদের দরসে নিযামীর সরফের কিতাবগুলোতে এ ব্যাপারে কোন আলোচনাই নেই। তাই আমি প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য লেখা এই কিতাবে এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করছি অল্প কিছু ধারণা দেয়ার জন্য। যেন প্রাথমিক ছাত্ররা পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আরো পড়াশোনা করতে পারে।

নাহতের শাব্দিক অর্থ হল খোদাই করা। তবে পরিভাষায় নাহত বলে:

কয়েকটি কালিমা অথবা একটি বাক্য থেকে কয়েকটি হরফ নির্বাচন করে তা দ্বারা একটি স্বতন্ত্র কালিমা গঠন করাকে নাহত বলে যে কালিমাটি অর্থের দিক দিয়ে উক্ত কালিমা সমূহ কিংবা উক্ত বাক্যের অর্থের মত হবে।

নাহত কিয়াসি না সামায়ী এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে আরবী ভাষায় প্রচুর নাহতের ব্যবহার রয়েছে। এবং এর ব্যবহারের কয়েকটি সূরত রয়েছে।

১. একটি পূর্ণাঙ্গ জুমলা থেকে একটি শব্দ গঠন করা যা পূর্ণাঙ্গ জুমলার অর্থ প্রদান করে। যেমন: بسم الله الرحمن الرحيم থেকে بسمل। لا حول ولا قوة إلا بالله থেকে حوقل। حي على الصلاة থেকে حيعل। الحمد لله থেকে حمدل। سبحان الله থেকে سبحل ইত্যাদি।
২. কিছু মুরাক্কাবে ইযাফীর দিকে যখন নিসবত করা হয় এবং সেটা আলম হয় তখন মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ থেকে শব্দ চয়ন করে একটি শব্দ বানানো হয়। যেমন: عبدشمي এটা عبد الشمس এর দিকে নিসবত। عبدري এটা عبد الدار এর দিকে নিসবত।

নাহতের উদ্দেশ্য:

১. নাহতে উদ্দেশ্য হল সংক্ষিপ্তকরণ। কেননা দুই বা ততোধিক শব্দ কিংবা একটি বাক্য থেকে যদি একটি শব্দ গঠন করা হয় তাহলে তা নিশ্চয় একটি বাক্য থেকে সংক্ষিপ্ত হবে।
২. নাহতের আরো একট উদ্দেশ্য হল, আরবী ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধকরণ। কেননা নাহতের মাধ্যমে এমন অনেক শব্দ গঠন করা যায় যার সমার্থবোধক কোন শব্দ আরবী ভাষায় নেই।

নাহতের প্রকারসমূহ:

নাহতের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। ভাষাবিদগণ যা বর্ণনা করেছেন। আমরা সেগুলো এখানে উল্লেখ করছি:

১. النحت الفعلي। অর্থাৎ একটি জুমলা থেকে একটি ফেয়েল গঠন করা হবে যা উক্ত জুমলার মাযমূনটি ঘটার অথবা উচ্চারণ করার উপর দালালত করবে। যেমন: بسمل (أي نطق ببسم الله الرحمن الرحيم) , جعفد (من جعلت فداك)
২. النحت الوصفي। যেমন: (ضبطر من ضبط وضبر) অর্থাৎ শক্তিশালী পুরুষ।
৩. النحت الاسمي। যেমন: (حبقر من حب وقر) শিলার নাম।
৪. النحت النسبي। যেমন: (طبرخزي من طبرستان وخوارزم) এবং (شفعنتي من الشافعي وأبي حنيفة)
৫. النحت الحرفي। যেমন: কারো কারো মতে لكن মূলত ছিল لكن أن অথবা لا أن।
৬. النحت التخفيفي। যেমন: (بلعنبر من بني العنبر، بلحارث من بني الحارث) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, নাহত সাধারণত রুবায়ী হয়ে থাকে। তবে নাহত বানানোর সময় কোন অক্ষরকে বাকি রাখতে হবে আর কোন অক্ষর গ্রহণ করা হবে না এর কোন নির্দিষ্ট যাবেতা জানা যায় না। তবে এতটুকু যে, আরবী ভাষায় যেসকল

নাহত পাওয়া যায় সেগুলো সাধারণত রুবায়ী হয়ে থাকে। তারই কিছু উদারহণ আমরা দিচ্ছি:

১. দুই কালিমা থেকে গঠিত নাহত। যেমন: جعفد/جعفل من جعلت فداك
২. তিন কালিমা থেকে গঠিত নাহত। যেমন: حيعل من حي على الفلاح
৩. চার কালিমা থেকে গঠিত নাহত। যেমন: بسمل من بسم الله الرحمن الرحيم। আবার এটাও হতে পারে যে, এটা শুধুমাত্র باسم الله থেকে গঠিত হয়েছে।
৪. সবচেয়ে বড় বাক্য যাথেকে নাহত গঠিত হয়েছে সেটা হল: حوقل من لا حول ولا قوة إلا بالله।

আরবীতে ব্যবহৃত কিছু **كلمات منحوتة**:

١- حمدل الرجل – أكثر من قول: الحمد لله
٢- هيلل .. – أكثر من قول: لا إله إلا الله
٣- جعفد ..- قال: جعلني الله فداءك
٤- حيعل ..- قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح
٥- دمعز.. – ..: أدام الله عزك.
٦- سبحل.. – قال سبحان الله
٧- حسبل ..- قال حسبي الله
٨- مشكن..- قال ما شاء الله كان
٩- سمعل..- قال سلام عليكم
١٠- طلبق..- قال أطال الله بقاءك
١١- عبشمي في النسبة لعبد الشمس
١٢- عبدري في النسبة لعبد الدار
١٣- مرقسي في النبسة لإمرئ القيس
١٤- عبدقسي في النبسة لعبد القيس
١٥- تيملي في النسبة لتيم الله
١٦- شَفْعَلَتْنِيّ في النسبة إلى الشافعي وأبي حنيفة معا

١٧- حنفلتني في النسبة إلى أبي حنيفة مع المعتزلة.

উল্লেখ্য যে, নাহতের মাধ্যমে কালিমাকে منحوتة বলে আর যে কালিমাসমূহ থেকে মানহুতাহ বানানো হয় সেগুলোকে منحوت منها বলে। আর এই কাজটাকে নাহত বলে।

التعريب (অনারবী শব্দাবলীর আরবীকরণ)

এখন আমরা তারীব (অনারবী শব্দাবলীর আরবীকরণ) নিয়ে কিছু কথা বলব:

التعريب বলা হয় কোন অনারবী শব্দকে আরবীভাষায় প্রবেশ করিয়ে তাকে আরবীভাষায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। এটা কখন অনারবী শব্দের মধ্যে কোন ধরণের পরিবর্তন ছাড়াই হয়ে থাকে। তবে এর সংখ্যা নিতান্তই কম। আবার কখনও অনারবী শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে করা হয়ে থাকে।
আর এই পরিবর্তন সাধারণত চার প্রকার হয়ে থাকে।

১. এক অক্ষরকে অন্য অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা।
২. এর হরকতকে অন্য হরকত দ্বারা পরিবর্তন করা।
৩. কোন অক্ষর বৃদ্ধি করা।
৪. কোন অক্ষর ফেলে দেওয়া।

এখন আমরা কিছু অক্ষর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আরবীতে ভিন্ন রূপ ধারণ করে:

১. প (پ) : কখনও এটাকে (ب) দ্বারা পরিবর্তন করা হয় আবার কখনও (ف) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।
২. চ (چ): কখনও এটাকে (ص) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, কখন (ش) দ্বারা আবার কখনও (تش) দ্বারা।
৩. ঝ (ژ): এটাকে আরবী রূপান্তর করা হবে (ز) দ্বারা।
৪. গ (گ) : এটাকে (ج) দ্বারা অথবা (ق) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। আবার কখনও (ك) দ্বারাও পরিবর্তন করা হয়। আবার কখনও

কখন (ج) এর পর একটি (غ) দ্বারাও পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ جغرافيا। আবার শুধু (غ) দ্বারাও পরিবর্তন করা হয়।

৫. যদি অনারবী শব্দের শুরুতে সাকিন থাকে তাহলে আরবীকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি হামযায়ে কতয়ী আনা হয়ে থাকে অথবা উক্ত সাকিন হরফকে হরকত দেয়া হয়। যেমনঃ Platon থেকে أفلاطون। Grenade থেকে غرناطة

৬. যদি অনারবী শব্দের শেষে হায়ে মুখতাফী থাকে তাহলে তাকে (ج) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ ساده থেকে ساذَج, نموده থেকে نموذَج ইত্যাদি। تازه থেকে طازَج

৭. দ (d) (د) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষেত্রেই ذ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ ৬ নং এর উদাহরণদ্বয়, کاغد থেকে كاغذ, أستاد থেকে أستاذ। আবার (د) দ্বারাও পরিবর্তন করা যায়।

৮. ইংরেজী (J) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (ي) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ Japan থেকে (يابان)
তবে যদি শব্দের শুরুতে হয় তাহলে সেটাকে মাঝে মাঝে আরবীকরণে আনা হয় না।

৯. ইংরেজী (Q) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (ق) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

১০. ইংরেজী (T) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (ط বা ت) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

১১. ইংরেজী (th) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (ث) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

১২. (T /th) এর পূর্বের অক্ষরে যদি (S) থাকে তাহলে উক্ত (T /th) কে (ط) দ্বারা পরিববর্তন করা হয়।

১৩. ভ (V) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (و/ب) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

১৪. ইংরেজী (z) কে আরবীকরণের ক্ষেত্রে (ز) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে এ বিষয়ে লিখিত কিতাব মুতালাআ করা যেতে পারে।

মুআররাব শব্দ চেনার পদ্ধতি

মুআররাব শব্দ চেনার চারটি পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে:

১. আরবীভাষার কোন ইমাম যদি উক্ত শব্দকে অনারবী বলে আখ্যা দেয় তাহলে বুঝা যাবে যে, উক্ত শব্দটি অনারবী।
২. আরবী শব্দের ওযনসমূহের মধ্য হতে কোনটি ওযনে না হওয়া।
৩. এমন কয়েকটি অক্ষর একই কালিমার মধ্যে জমা হওয়া যেগুলো আরবী শব্দাবলীতে এক সাথে জমা হয় না। যেমন:
    I. ق এবং ج এক সাথে জমা হওয়া। যেমন: الجوق
    II. ص এবং ج এক সাথে জমা হওয়া। যেমন: الجص
    III. ط এবং ج এক সাথে জমা হওয়া। যেমন: طازج
    IV. ص এবং ط এক সাথে জমা হওয়া। যেমন: الصراط
    V. س এবং ذ এক সাথে জমা হওয়া। যেমন: ساجذ
    VI. د এর পর ز থাকা। যেমন: المهندز
    VII. ن এর পর ر থাকা। যেমন: نرجس
    VIII. ل এর পর ش থাকা। যেমন: لَطّشَ
৪. رباعى এবং خماسى কালিমাসমূহের حروف الذلاقة থেকে খালি হওয়া। আর حروف الذلاقة হল: ب، ر، ف، ل، م، ن তবে عسجد এর ব্যতিক্রম।

মাসদার সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

যে সকল ফেয়েলের শুরুতে অতিরিক্ত তা রয়েছে সেগুলোর মাসদার তার মাযীর ওযনে হবে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে যম্মা হবে। যেমন: تَضَارَبَ وَتَضَارُبٌ، تَقَبَّلَ وتَقَبُّلٌ، تَسَرْبَلَ وتَسَرْبُلٌ

ইসমে ফায়েল সংক্রান্ত একটি ফায়েদা

তিন বাব থেকে ইসমে ফায়েল فاعل এর ওযনে আসে।

১. فَعَلَ চাই লাযেম হোক কিংবা মুতাআদ্দি। যেমন: ضربه فهو ضارب، قتله فهو قاتل، ذهب به فهو ذاهب

২. فَعِلَ যখন সেটা মুতাআদ্দি হবে। যেমন: أمنه فهو آمن، شربه فهو شارب তবে যদি লাযেম হয় তাহলে فاعل এর ওযনে ইসমে ফায়েল কম আসে। যেমন: سلم فهو سالم، أثم فهو آثم
কেননা যদি সেটা লাযেম হয় তাহলে নিয়ম হল যদি সেটা আরয হয় অর্থাৎ অন্যের সাথে কায়েম হয় তাহলে তখন সিগায়ে সিফাতটি فَعِلٌ এর ওযনে আসবে। আর যদি রংয়ের অর্থ কিংবা শারীরিক গঠনের অর্থের ধারক হয় তাহলে أَفْعَلُ এর ওযনে আসবে। আর যদি ভরাট কিংবা আভ্যন্তরিন উত্তপ্ততার অর্থের ধারক হয় তাহলে فَعْلَان এর ওযনে আসবে। যেমন: فَرِحَ فهو فَرِحٌ، أَشِرَ فهو أَشِرٌ، خَضِرَ فهو أَخْضَرُ، عَوِرَ فهو أَعْوَرُ، شَبِعَ فهو شَبْعَان، عَطِشَ فهو عَطْشَان

৩. فَعُلَ তবে এ বাব থেকে فاعل এর ওযনে সিগায়ে সিফাত কম এসে থাকে।

তো আমরা বুঝতে পারলাম যে, فاعل এর ওযনে ইসমে ফায়েল এবং সিফাতে মুশাব্বাহ উভয়টিই এসে থাকে। সুতরাং যদি নতুন করে কোন ফেয়েল প্রকাশের অর্থ দেয় তাহলে তা ইসমে ফায়েল হবে আর যদি স্থায়িত্বের অর্থের ধারক হয় তাহলে সেটা সিফাতে মুশাব্বাহ হবে।

আর সিফাতে মুশাব্বাহকে যদি ইসমে ফায়েলে পরিণত করতে হয় তাহলে فاعل এর ওযনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং هو حسن الوجه এর মধ্যে যখন নতুনত্বের অর্থ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ সে নতুন করে সুন্দর হয়েছে তখন বলা হবে هو حاسن তেমনিভাবে هو جزع এর মধ্যে هو جازع।

আর সিফাতে মুশাব্বাহকে ইসমে ফায়েল বানানোর এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ কিয়াসী (নিয়মসিদ্ধ) বলেছেন।

তেমনিভাবে যদি কোন ইসমে ফায়েলকে সিফাতে মুশাব্বাহতে পরিণত করতে হয় তাহলে সেটাকে **فعيل** এর ওযনে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন: سامع থেকে سميع।

তেমনিভাবে যদি কোন মুতাআদ্দি ফেয়েলকে লাযেম বানানোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাকে যদি বাবে كرم তে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেটা লাযেমের অর্থ দিবে। যেমন: سَمِعَ থেকে سَمُعَ

ফেয়েলে মারুফ ও মাজহুলের মধ্যে লক্ষণীয় একটি বিষয়

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, *ماضی مجھول* এর মধ্যে কোন যবরের ব্যাপার নেই আর *مضارع مجھول* এর মধ্যে যেরের ব্যাপার নেই। সুতরাং *ماضی مجھول* এর মধ্যে কোথাও যবর দেয়া যাবে না আর *مضارع مجھول* এর মধ্যে কোথাও যের দেয়া যাবে না।

সীগা-বাহাস নির্ণয়ের পদ্ধতি:

যেকোন সীগা সামনে আসলে প্রথমে বাহাস নির্ণয় করতে হবে। আর এটা করতে হবে আলামতের মাধ্যমে। যদি আরবী সীগা হয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে এটা মাযী না মুযারি। আর যদি মুযারি হয় তাহলে এর শুরুতে ভিন্ন কোন আলামত আছে কি না। যেমন: لن، لم، لائے نہی، لام تاکید، لم جحد، لام الأمر ইত্যাদি আছে কি না। অতঃপর দেখতে হবে এটা মারূফ না মাজহূল।

أبواب الثلاثي المجرد			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	نَصَرَ - يَنْصُرُ	١
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	ضَرَبَ – يَضْرِبُ	٢
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	سَمِعَ – يَسْمَعُ	٣
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	فَتَحَ – يَفْتَحُ	٤
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	كَرُمَ – يَكْرُمُ	٥
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই বাব থেকে ব্যবহৃত সহীহ মাসদার নিতান্তই কম। এই বাবের নামকরণও এমন এক ফেয়েল দ্বারা করা হয়েছে যার ব্যবহার স্বয়ং কুরাআন শরীফে বাবে سَمِعَ – يَسْمَعُ থেকে এসেছে।	حَسِبَ – يَحْسِبُ	٦

এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি। যদিও নাকি কতক লোক বলে থাকে যে এই বাব কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা ওয়াহমের স্বীকার। বাস্তব কথা হল এটা কোন বাবই নয়। বরং দুই বাবের ফেয়েল মিলিয়ে একটি বাব বানানো হয়েছে।	فَضِلَ – يَفْضُلُ	৭
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি। যদিও নাকি কতক লোক বলে থাকে যে এই বাব কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা ওয়াহমের স্বীকার। বাস্তব কথা হল এটা কোন বাবই নয়। বরং দুই বাবের ফেয়েল মিলিয়ে একটি বাব বানানো হয়েছে।	كَادَ – يَكَادُ	৮

أبواب الثلاثي المزيد فيه مع همزة الوصل			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِفْتِعَال	৯
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِسْتِفْعَال	১০
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِنْفِعَال	১১
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِفْعِلَال	১২
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِفْعِيْلَال	১৩
এই বাব অধিকাংশই লাযেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও মুতাআদ্দিও ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	اِفْعِيْعَال	১৪
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	اِفْعِوَّال	১৫
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটা কোন স্বতন্ত্র বাব নয়। বরং বাবে تَفَعُّل এর পরিবর্তিত রূপ।	اِفَّعُّل	১৬

এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটা কোন স্বতন্ত্র বাব নয়। বরং বাবে تَفَاعُل এর পরিবর্তিত রূপ।	اِفَّاعُل	১৭
أبواب الثلاثي المزيد فيه من غير همزة الوصل			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	إِفْعَال	১৮
এই বাবের ফেয়েলসমূহ লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	تَفْعِيْل	১৯
লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহার হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	مُفَاعَلَة	২০
লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহার হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	تَفَعُّل	২১
লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহার হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	تَفَاعُل	২২
أبواب الرباعي المجرد			
লাযেম ও মুতাআদ্দি উভয়টিই ব্যবহার হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	فَعْلَلَة	২৩

أبواب الرباعي المزيد فيه من غير همزة الوصل			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْلُل	٢٤
أبواب الرباعي المزيد فيه مع همزة الوصل			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	اِفْعِنْلَال	٢٥
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	اِفْعِلَّال	٢٦
أبواب الملحق بالرباعي المجرد			
এই সাতটি বাবই মুতাআদ্দি ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَعْلَلَة	٢٧
	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَعْنَلَة	٢٨
	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَوْعَلَة	٢٩
	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَعْوَلَة	٣٠
	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে।	فَيْعَلَة	٣١

	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَعْيَلَة	٣٢
	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	فَعْلَاة	٣٣
أبواب الملحق بالرباعي المزيد فيه من غير همزة الوصل			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْلُل	٣٤
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْنُل	٣٥
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَمَفْعُل	٣٦
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْلُت	٣٧
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَوْعُل	٣٨
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْوُل	٣٩
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَيْعُل	٤٠

এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْيُل	٤١
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	تَفَعْلٍ	٤٢
أبواب الملحق بالرباعي المزيد فيه مع همزة الوصل (أعني احر نجم)			
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	اِفْعِنْلَال	٤٣
এই বাবের ফেয়েলসমূহ শুধুমাত্র লাযেমই ব্যবহৃত হয়।	এই বাব কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়নি।	اِفْعِنْلَاء	٤٤

সকল ফেয়েলসমূহের সীগা চেনার জন্য এক নজরে সব বাহাসের গরদানের সারসংক্ষেপ

معرفتها	الصيغة
واحد مذكر غائب	ضَرَبَ، يَضْرِبُ، يَضْرِبَ، يَضْرِبْ، يَضْرِبَنَّ، يَضْرِبَنْ
تثنیہ مذكر غائب	ضَرَبَا، يَضْرِبَانِ، يَضْرِبَا، يَضْرِبَانِّ
جمع مذكر غائب	ضَرَبُوْا، يَضْرِبُوْنَ، يَضْرِبُوْا، يَضْرِبُنَّ، يَضْرِبُنْ
واحد مؤنث غائب	ضَرَبَتْ، تَضْرِبُ، تَضْرِبَ، تَضْرِبْ، تَضْرِبَنَّ، تَضْرِبَنْ
تثنیہ مؤنث غائب	ضَرَبَتَا، تَضْرِبَانِ، تَضْرِبَا، تَضْرِبَانِّ
جمع مؤنث غائب	ضَرَبْنَ، يَضْرِبْنَ، يَضْرِبْنَانِّ
واحد مذكر حاضر	ضَرَبْتَ، تَضْرِبُ، تَضْرِبَ، تَضْرِبْ، تَضْرِبَنَّ، تَضْرِبَنْ
تثنیہ مذكر حاضر	ضَرَبْتُمَا، تَضْرِبَانِ، تَضْرِبَا، تَضْرِبَانِّ
جمع مذكر حاضر	ضَرَبْتُمْ، تَضْرِبُوْنَ، تَضْرِبُوْا، تَضْرِبُنَّ، تَضْرِبُنْ
واحد مؤنث حاضر	ضَرَبْتِ، تَضْرِبِيْنَ، تَضْرِبِيْ، تَضْرِبِنَّ، تَضْرِبِنْ
تثنیہ مؤنث حاضر	ضَرَبْتُمَا، تَضْرِبَانِ، تَضْرِبَا، تَضْرِبَانِّ
جمع مؤنث حاضر	ضَرَبْتُنَّ، تَضْرِبْنَ، تَضْرِبْنَانِّ
واحد متكلم	ضَرَبْتُ، أَضْرِبُ، أَضْرِبَ، أَضْرِبْ، أَضْرِبَنَّ، أَضْرِبَنْ
جمع متكلم	ضَرَبْنَا، نَضْرِبُ، نَضْرِبَ، نَضْرِبْ، نَضْرِبَنَّ، نَضْرِبَنْ